আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৫ || সোমবার || জ্যৈষ্ঠ ২৮ || ১৪৩০ || জিলক্বদ ২২ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 36 || June 12 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সিরাজুল আলম খানের দাফন সম্পন্ন



ঢাকা ডেস্ক: মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খানের লাশ নোয়াখালী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

গারবেজ ব্যাগে খাবার ফেললে জরিমানা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উচ্ছিষ্ট কিংবা খাদ্যাবশিষ্টটুকু এখন থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। ঘরের ভেতরে অন্য আবর্জনার ব্যাগে তা ফেলে দেওয়া যাবে না। নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের জন্য এই নতুন বিল পাস হয়েছে। সিটি কাউন্সিল গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার এই বিল পাস করে। যা এখন পাঠানো হচ্ছে মেয়র এরিক অ্যাডামসের দফতরে। খাদ্য অপচয় রোধেই এই উদ্যোগ নিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল। একই সঙ্গে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য অন্যান্য আবর্জনার সাথে ফেলা হয় নগরীর বাইরের ভাগাড় গুলোতে। সেখানে এসব খাবার পচে গলে মিথেন গ্যাস সৃষ্টি করে, যা শক্তিশালী একটি গ্রিনহাউজ গ্যাস এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থাগুলো বলছে, মিথেন গ্যাসের সরাসরি প্রভাব রয়েছে ধরিত্রীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ও জলবায়ু পরিবর্তনে। ধারনা করা হচ্ছে মেয়রের স্বাক্ষরের মধ্য

নিউইয়র্কে নতুন আইন

দিয়ে বিলটি পাস হয়ে যাবে এবং তা মানার বাধ্যবাধকতা থাকবে গোটা নগরের সকল অধিবাসীর। এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারকে তাদের সংসারের খাদ্যাবশিষ্ট গারবেজ ব্যাগ কিংবা ট্র্যাশ বিনে নয়, রাখতে হবে সম্পূর্ণ আলাদা করে। সিটির ৫ বরোর মধ্যে কুইন্স ও ব্রুকলীনে এবছরের অক্টোবর থেকে এই বিধান কার্যকর করা হবে। আর ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ড তা কার্যকর হবেনা ২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে। ম্যানহাটনে কার্যকর করা হবে ২০২৪ সালের অক্টোবরে। এই নিয়ম অমান্যকারীকে জরিমানা গুনতে হবে বলেও নিশ্চিত করেছে সিটি কাউন্সিল। বিষয়টি নতুন কিছু নয়। এর আগেই নিউইয়র্কে এই খাদ্যাবশিষ্ট আলাদা করে সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলে আসছে। তবে নগরবাসী তা পুরোপুরি না মানার কারণেই বিষয়টি এখন আইন আকারে প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

১৪ বছরে গ্রাজুয়েশন শেষ কায়রান কাজীর, যোগ দিচ্ছে স্পেসএক্স-এ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ১৪ বছর বয়স কায়রান আমান কাজীর। ভাবছেন মিডল স্কুলে কোনো বালক? হ্যাঁ বালক সে বটে। তবে মিডল স্কুলের নয়। এই বয়সে সে সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন। আমরা যে কায়রানের কথা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউয়র্কে ডেলিভারি ওয়ার্কারদের ঘন্টায় ১৭ ডলার ৯৫ সেন্টস মজুরি ঘোষণা করলেন মেয়র

নিউয়র্ক সিটির ডেলিভারি ওয়ার্কাররা ন্যূনতম মজুরির আওতায় এসেছেন। মেয়র এরিক এডামস রোববার ডেলিভারি ওয়ার্কারদের প্রতি ঘন্টায় ১৭ ডলার ৯৫ সেন্টস মজুরি ঘোষনা করেছেন। এ মজুরি ২ বছর পর ১৯ ডলার ৯৫ সেন্টসে উন্নীত হবে বলেও ঘোষনা করেন মেয়র। এখন থেকে ডেলিভারি প্রভাইডিং কোম্পানিগুলোকে এ মজুরি কাঠামো অনুযায়ী ডেলিভারিম্যানদের বেতন দিতে হবে। কোন কোম্পানি এ নীতি অনুসরণ না করলে সিটির লেবার বিভাগে অভিযোগ করতে বলেছেন মেয়র এরিক এডামস। বেতন কাঠামো না মানার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্কের অনেক স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক অবৈধ, অসাংবিধানিক : কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ

বিশেষ প্রতিনিধি: স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক। এক আতঙ্কের নাম নিউইয়র্কে। বন্দুক হামলাকারীদের ধরতে আর সাধারণ মানুষকে বিপদমুক্ত করতেই এই ব্যবস্থা এনওয়াইপিডির। কিন্তু সেই সুরক্ষার নামে অনেককেই অহেতুক হয়রানি করা হয়েছে। আর তা ধরা পরেছে কেন্দ্রীয় নজরদারিতে। তাতে বলা হয়েছে, স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্কের নামে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে যা করা হয়েছে তা অবৈধ। পর্যবেক্ষক মিলান ডেনেরস্টেইন বলেন, পারিপার্শিক নিরাপত্তার জন্য এনওয়াইপিডির বিশেষ ইউনিট গত ১৪ মাসে যে পুলিশিং করেছে তা ছিলো অসাংবিধানিক। কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়াই **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ষ্টেট সিনেটর সেপুলভুদার দুটি সাফল্য
ড্রাইভার লাইসেন্সের সুযোগ বাড়াতে বিল পাস, ব্রঙ্কসে বাড়বে রেল রোড সার্ভিস

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক স্টেট সেনেটর লুইস সেপুলভুদার আনা বিল এস৪৩২৯এ বিলটি পাস করেছে স্টেট সিনেট। এই বিলে নিউইয়র্কে অন্য কোনো স্টেট কিংবা অন্য কোনো দেশ, প্রদেশ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ছুটি থাকবে চীনা নববর্ষেও
দিপাবলীতে ছুটি মিলবে নিউইয়র্কের স্কুল শিক্ষার্থীদের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীর আইন প্রণেতারা একটি বিল পাস করেছেন, যার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বড় আনন্দ-উৎসব দিপাবলীর দিনে অঙ্গরাজ্যের সকল পাবলিক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্ক বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক এখন বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। একটি নতুন সমীক্ষা এ তথ্য দিচ্ছে। বলা হচ্ছে নতুন সমীক্ষায় হংকংকে পেছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এলো নিউইয়র্ক। তালিকায় জেনেভা এবং লন্ডন তৃতীয় এবং**(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



APOLLO INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

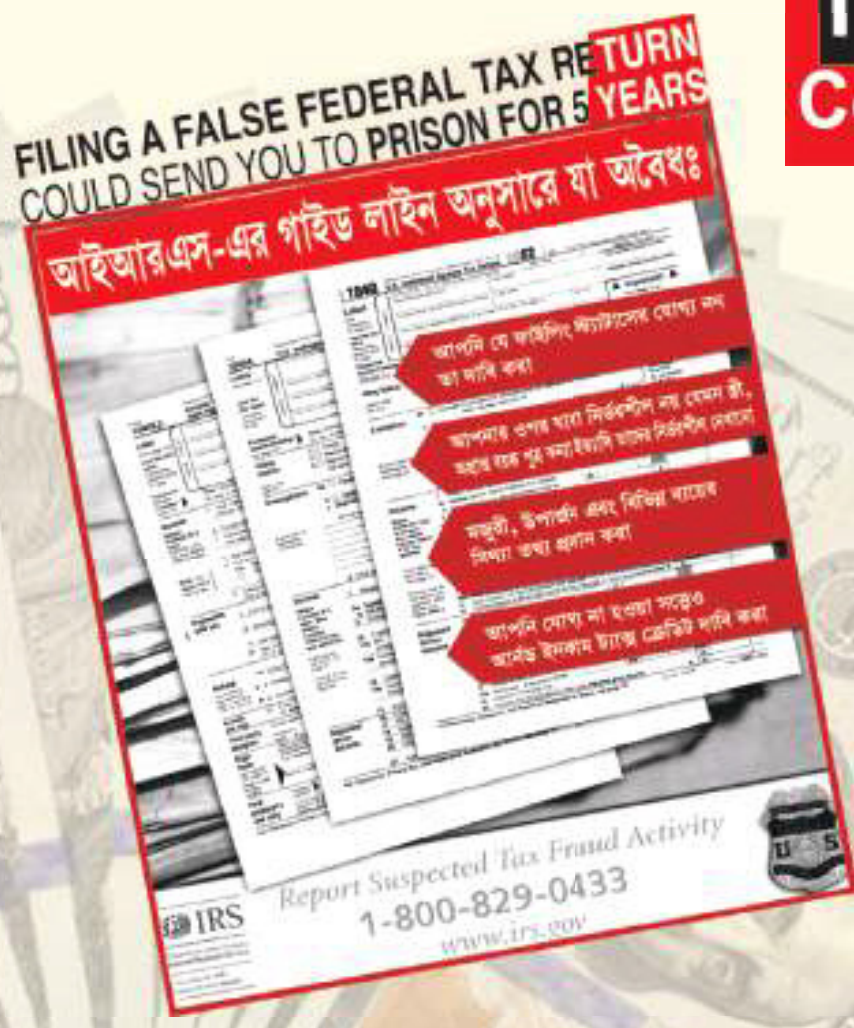
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামীর বিবৃতি

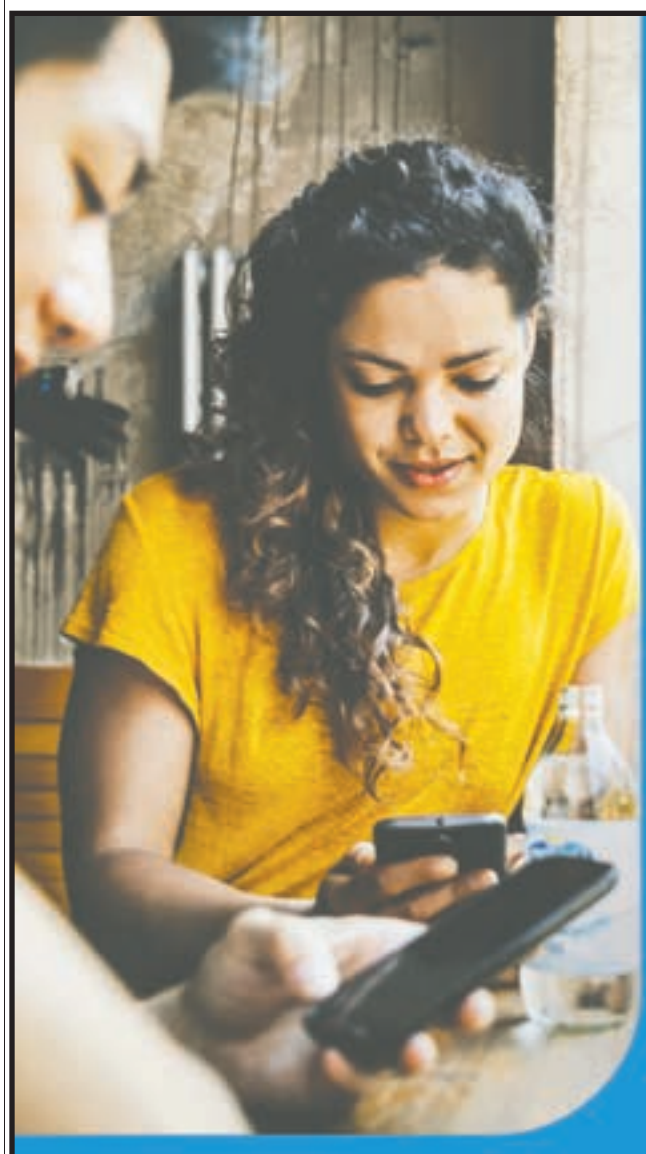
ঢাকা ডেস্ক: রোববার ১১ জুন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের বরাত দিয়ে 'ভাঙচুর, অগ্নি-সন্ত্রাসের জন্য জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে বিএনপি' মর্মে প্রকাশিত রিপোর্টে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যে সব ভিত্তিহীন ও অসত্য বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা'ছুম ১১ জুন নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এমআর. করিম প্রেরীত বিবৃতিতে মাওলানা এটিএম মা'ছুম বলেন, 'গত ১০ জুন রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত এক সমাবেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে 'ভাঙচুর, অগ্নি-সন্ত্রাসের জন্য জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
EXIT
EXIT REALTY PRIME
Thinking of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com





সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট
কার্ডিওলজী
তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড কেবারে, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি
ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট
সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ ক্লোভারডেল এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯০৮১ ক্লার্কসন এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com



আপনার বিল ট্র্যাক, ম্যানেজ করা ও বিল বুঝে নেওয়া সব কিছু এক জায়গায় করতে পারেন।
যে কোনও সময় লগ ইন করে:
মাস অনুযায়ী আপনার ব্যবহারে নজর রাখুন
আপনার বাসার এনার্জীর স্ন্যাপশট নিন
আমাদের হোম এনার্জী ক্যালকুলেটার ব্যবহার করুন
ভয়েস অ্যাসিস্টেন্স সক্রিয় করুন
যে কোনও সময় আমাদের সাথে চ্যাট করুন
ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য সাইন আপ করুন
অ্যাপ খুলুন বা
conEd.com/PaymentOptions দেখুন
conEdison

নিউইয়র্কে সায়মন প্রীতি ও ডা. সাহিব লস্কর'র বিয়ে রিসিপশন অনুষ্ঠিত

বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাকটিবিস্ট সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ ও জাহানারা আহমদ লক্ষ্মী'র একমাত্র কন্যা সায়মন প্রীতি এবং সাবির এ লস্কর ও জিনাত জে. লস্কর'র ছেলে ডা. সাহিব লস্কর এর বিয়ে রিসিপশন ইয়ংকার্স ক্যাসেল রয়েলে ৯ জুন ২০২৩ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি অ্যাকটিবিস্ট ও বিভিন্ন পেশাজীব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশাল এই অনুষ্ঠানটি ছিলো সরব ও প্রাণবন্ত। বর্ণিল ও নান্দনিক এই আয়োজন আত্মীয় স্বজন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মুগ্ধ করেছে।





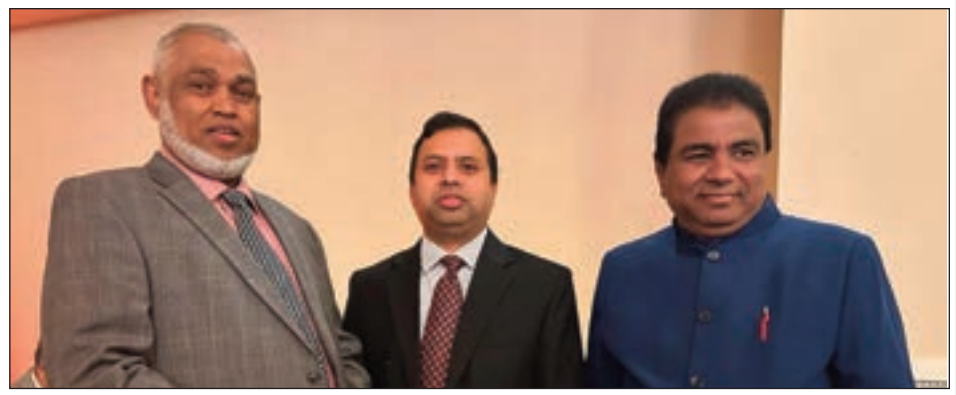
















বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সন্দেহজনক লেনদেন
অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে

বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, বাংলাদেশে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বাড়ছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সের অন্তরালে বাড়ছে অর্থ পাচার, এমন আশঙ্কাও করছেন সংশ্লিষ্টরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৫২টি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হয়েছে। রেমিট্যান্সের অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে পাচারের সন্দেহে ৫ হাজারের বেশি মোবাইল ব্যাংকিং (এমএফএস) এজেন্টের তথ্য দেওয়া হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে।

প্রাথমিকভাবে হুন্ডির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইতোমধ্যে ফ্রিজ করা হয়েছে ৬ হাজার ৯৬৭টি মোবাইল ব্যাংক হিসাব। অর্থ বিভাগের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। সন্দেহজনক লেনদেনের মধ্যে পৃথকভাবে ৪০টির প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন তৈরি করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের তথ্য চেয়ে ৫২ দেশে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বস্তুত সব ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়েই কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থ পাচারের সঙ্গে অন্য কোনো অপরাধের সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে হবে। উল্লেখ্য, বিএফআইইউ কর্তৃক অতীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনেও ব্যাংক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়; টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। পাচারকৃত এসব অর্থ ফেরত আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

অর্থ পাচারের কারণে ডলার সংকটসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থ পাচারসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা গেলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ করে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা সম্ভব, যদিও কাজটি কঠিন। অর্থ পাচারের বেশির ভাগই বাণিজ্যভিত্তিক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের যথাযথ তৎপরতা অব্যাহত থাকলে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব। কাজেই অর্থ পাচার রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জোরালো তৎপরতা কাম্য। অর্থ পাচারের সঙ্গে যে অন্য ধরনের অপরাধেরও সংশ্লিষ্টতা থাকে, তা বহুল আলোচিত। অর্থ পাচার রোধে সুফল পেতে হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর হতে হবে। সরষের ভেতর ভূত থাকলে এক্ষেত্রে সুফল মিলবে কি না সন্দেহ।



সিরাজুল আলম খান প্রতিনায়ক ছিলেন না
ছিলেন পর্দার অন্তরালের নেপথ্য নায়ক

॥ মোবায়েদুর রহমান ॥

সিরাজুল আলম খান চলে গেলেন। পেছনে রেখে গেলেন অনেক কৌতুহল আর এক রাশ প্রশ্ন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তার ৮২ বছরের জীবনে কোনোদিন মন্ত্রী হননি, এমপি হননি, এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল সেক্রেটারি হননি।

তিনি চাইলে সব কিছুই পেতেন। তিনি শেখ মুজিবের সবচেয়ে বেশি স্নেহধন্য ছিলেন। মন্ত্রিত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা পয়সা, সব কিছুই তিনি করায়ত্ব করতে পারতেন। অথচ সারা জীবন তিনি কুমার রয়ে গেলেন। কোথাও তার কোনো বাড়ি-ঘর নেই। এমন নেতৃত্ব দেখা যায় পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাংলাদেশে সিপিবি এবং বাসদের দুই নেতার মধ্যে। ত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ না হলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না।

অথচ তাকে ঘিরে হাজার হাজার মানুষের অনেক প্রশ্ন এবং কৌতুহল। এর কারণ কি? কারণটি হলো, তিনি নিজে ছিলেন না কোনো কিং বা রাজা, কিন্তু তিনি ছিলেন কিং মেকার। তিনি রাজাকে সিংহাসনে বসাতেন। তারপর নিজে আড়ালে চলে যেতেন। আমি তাকে চিনি ১৯৬০ সাল থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অঙ্ক বা গণিত শাস্ত্রে অনার্স পড়তেন। আমি পড়তাম অর্থনীতিতে। আমার সঠিক মনে পড়ছে না যে তিনি কি আমার সহপাঠি ছিলেন, নাকি এক ক্লাস ওপরে পড়তেন। তবে রাজনীতির কারণে তিনি অনার্স কমপ্লিট করেছেন, কিন্তু এম.এ কমপ্লিট করতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই দেখেছি, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব সিম্পল জীবন যাপন করতেন। তাকে অধিকাংশ সময় যে ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতে দেখেছি সেটির নাম শ-২. কোনো কোনো সময় King Stork বা বক মার্কা সিগারেটও খেতেন। তাকে অধিকাংশ সময়ই দেখতাম মধুর ক্যান্টিনে কয়েকজন ছাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে, অথবা আমতলায় কয়েক জনকে নিয়ে কথা বলতে।

এখন যুবকদের কাছে দাড়ি রাখা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তখন এটি কোনো ফ্যাশন ছিল না। তারপরেও সিরাজুল আলম খান দাড়ি রাখতেন। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেননি। তবে তার অনুসারীরা বলতো, সিরাজুল আলম খান কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর অনুসারী। আবার অন্যেরা বলতো, তিনি বলিভিয়ার চে গুয়েভরার মতাদর্শে বিশ্বাস করেন। সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো এই যে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন পলিটিশিয়ান। রাজনীতির বাইরেও যে মানুষের অন্য একটি জীবন আছে সেটি তাকে দেখে মনে হতো না।

১৯৬২ সালে যখন আইয়ুব খানের আমলে তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন সেই উপলক্ষে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। এর আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন বা এনএসএফ। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার ছাত্র সমাজের কোনো অংশই মেনে নেয়নি। সেদিন সর্ব প্রথম আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ভেঙ্গে ছাত্ররা মিছিল বের করে। তখন বিভিন্ন অফিস-আদালত ও দোকানপাটে আইয়ুব খানের ছবি টাঙ্গানো ছিল। ছাত্রদের মিছিল থেকে অনেকে বের হয়ে ঐ ছবি টেনে নামায় এবং পায়ের তলায় পিষ্ট করে। তখন ছাত্রলীগের প্রকাশ্য নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি এবং কে এম ওবায়দুর রহমান। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, সিরাজুল আলম খান কয়েকজন কর্মীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, মিছিলে পারলে তোরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শ্লোগান দিস। এ ব্যাপারে আমি একদিন তাকে মধুর ক্যান্টিনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আশেপাশে আর কেউ ছিল না। সিরাজ সাহেব সরাসরি উত্তর দিলেন, পাকিস্তানের সাথে থাকা যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা স্বাধীন করবো।

সিরাজুল আলম খানের রাজনীতির সাথে আজ অনেকেরই হয়তো মিল নাই। আমিও সেদিনও তার রাজনৈতিক আদর্শের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছি (স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়, পদ্ধতির প্রশ্ন), আজও করি। কিন্তু আমার এবং সিরাজ সাহেবের রাজনীতির পথ ভিন্ন হলেও একটি কথা আমাকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। তিনি আজীবন একটি আদর্শ নিয়েই চলতেন। সেটি হলো পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাধীনতা। ছাত্রলীগের র‍্যাংক এ্যান্ড ফাইলে তখনও স্বাধীনতার চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু ঐ দলটির মধ্যেই অত্যন্ত নীরবে কিন্তু গোপনে সিরাজ সাহেব আরেকটি উপদল তৈরী করেন। এই উপদল তৈরীতে তার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ এবং আবুল কালাম আজাদ। অনেকেই আবুল কালাম আজাদের নাম বাদ দিয়ে গেছেন। এদেরকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিউক্লিয়াস গঠন করেন। আমি কয়েক বছর আগে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে ৫/৬ টি লেখা পড়েছি। এসব লেখায় তোফায়েল আহমেদ এবং আমীর হোসেন আমু নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। নিউক্লিয়াস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু নীচে কয়েকটি বিষয়ে আমি বলবো যেগুলো কঠিন বাস্তব।



আজ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার 'জয় বাংলাকে' রাষ্ট্রীয় শ্লোগান হিসেবে শাসনতন্ত্রে অন্তভুর্ক্ত করেছে। অথচ জয় বাংলা শ্লোগান জনাব খানের ব্রেন চাইল্ড। এ সম্পর্কে খানের ব্যাখ্যা হলো এই যে পাকিস্তানপন্থীরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেয়। জয় বাংলা শ্লোগান পাকিস্তান জিন্দাবাদের পাল্টা শ্লোগান। শেখ মুজিব আগে জয় বাংলা শ্লোগান দেননি। কিন্তু পরে দিয়েছেন। সিরাজুল আলম খানের সফলতা হলো এই যে তিনি এমন কতগুলো শ্লোগান উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলো তরুণ তুর্কিদের (ইqাং টার্কস) হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। এগুলো হলো, "তুমি কে আমি কে / বাঙালী বাঙালী", "তোমার আমার ঠিকানা / পদ্মা মেঘনা যমুনা", "বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো / বাংলাদেশ স্বাধীন করো" ইত্যাদি। বাংলাদেশের পতাকার ডিজাইন উদ্ভাবিত হয়েছে সিরাজুল আলম খানের মাথা থেকে। অবশ্য বর্তমানে সেই পতাকার ডিজাইন আংশিক পরিবর্তিত হয়েছে। তখন ঐ পতাকার লাল-সবুজের মাঝে ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানচিত্র। এখন ঐ মানচিত্র আর নেই।

সিরাজুল আলম খানের সমালোচক কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যেই রয়েছে। সেটা থাকতেই পারে। কিন্তু বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি তারই চিন্তাধারার ফসল। এই বিএলএফই পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে মুজিব বাহিনী হিসেবে। সেই সময় ডাকসুর ভিপি ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। আর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস মাখন। তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী। আর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন শাহজাহান সিরাজ। এই চার জনের মধ্যে আ স ম আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ ছিলেন সিরাজুল আলম খানের অনুসারী। নূরে আলম সিদ্দিকী ঐ অর্থে কারো অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের অন্ধভক্ত। আব্দুল কুদ্দুস মাখনের অকাল মৃত্যু হয়। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করার আছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। এটি ছিল সিরাজুল আলম খানের প্ল্যান। পরের দিন অর্থাৎ ৩ মার্চ আরেকটি সভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। সেটি পাঠ করেন শাহজাহান সিরাজ। এরা দু'জনই ছিলেন সিরাজুল আলম খানের অনুসারী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৬ মাস পর যখন আওয়ামী লীগ থেকে তরুণ গোষ্ঠি বেরিয়ে এসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ গঠন করে তখন জাসদের বাইরের তিন প্রধান শক্তি ছিলেন মেজর (অব) মরহুম আব্দুল জলিল, আ স ম আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ। আমি আগেই বলেছি যে সিরাজুল আলম খানের সাথে আমার বা আমার মতো হাজার হাজার লোকের মতাদর্শগত ভিন্ন মত থাকলেও সিরাজুল আলম খানের আদর্শ নিষ্ঠতায় কোনো খাদ ছিল না। তার ভিশন ছিল প্রথমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, তারপর সেই স্বাধীন বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে গঠন করা।

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কি অতুলনীয় জনপ্রিয়তা। হিমালয় পর্বতের চূড়ার মতো উচ্চতায় ছিল শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা। যে ব্যক্তি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনেই বিজয়ী হন তার জনপ্রিয়তা কোনো ভাষাতেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তারপরেও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পর থেকেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সিরাজুল আলম খানের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। সেই টানাপোড়েনের কারণ ছিল সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতার আগেই শেখ মুজিব সিরাজ সাহেবকে বলেছিলেন, "দেখ সিরাজ, আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না" (আমি সিরাজুল আলম খান : একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য)।

সেই টানাপোড়েনে একদিকে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি এবং অন্যদিকে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। জুন মাসে ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পূর্বাহ্নেই ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যায়। ছাত্র লীগের দুই গ্রুপই আশা করছিল যে শেখ মুজিব তাদের সম্মেলনে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব ঐ ছাত্রলীগ সম্মেলনে গেলেন যেটির নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। সেই সম্মেলনে শেখ শহিদুল ইসলামকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তখন থেকে ছাত্রলীগের দুই ভাগের নাম হয় যথাক্রমে মুজিববাদী ছাত্রলীগ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ছাত্রলীগ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যাদের অবদান রয়েছে তাদের শীর্ষে থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে থাকবে সিরাজুল আলম খানের নাম। সিরাজুল আলম খানের অবদান একটি নিবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যারা বিস্তারিত জানতে চান তাদেরকে আমি বলবো একটি বই পড়তে। বইটির নাম, "আমি সিরাজুল আলম খান : একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য"। অনুলিখন: শামসুদ্দিন পেয়ারা। এই বইতে যা কিছু লেখা আছে তা ডিক্টেশন দিয়ে গেছেন জনাব খান। আর শামসুদ্দিন পেয়ারা তার মুখের জবান লিখে গেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো জনাব খান এক নাগাড়ে বলে গেছেন। শামসুদ্দিন পেয়ারা পরে সেগুলো নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। আরেকটি বইয়ের কথা প্রায়শই বলা হয়। বইটির নাম "প্রতিনায়ক : সিরাজুল আলম খান : নিউক্লিয়াস : মুজিব বাহিনী : জাসদ"। বইটি প্রকাশ করেছে প্রথমা প্রকাশনী। এই বইটিতে সিরাজুল আলম খানের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে ৫/৬ বছর সিরাজুল আলম খান পর্দার অন্তরালে রাজনীতি করেছেন সেটি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে এন্টি হিরো বা প্রতিনায়ক বলা যাবে না।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

নামাজের সময়-সূচী

জুন	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	৩.৪৫	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪
সূর্যোদয়	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩
জোহর	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৭
আসর	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২
মাগরিব	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৯	৮.২৯	৮.৩০	৮.৩০	৮.৩০
এশা	১০.০৭	১০.০৮	১০.০৯	১০.০৯	১০.১০	১০.১০	১০.১১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

লোডশেডিংয়ের দুর্বিষহ কবিতা

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

‡লাডশেডিং নিয়ে ইদানীং নিদারুণ সব সৃষ্টিশীল কর্মকান্ড হচ্ছে। কেউ বা গান রচনা করছে, কেউ গাইছে। অনেকে বাহারি কবিতা রচনা করছে আবার কেউ কেউ তা আবৃত্তি করে সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলছে। মাঝে মধ্যে লোডশেডিং নিয়ে বাণী জাতীয় কিছু বাক্য যেমন রচিত হচ্ছে, তেমনি কিছু যুগান্তকারী ব্যঙ্গাত্মক রচনা, কার্টুন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আরেকজনের খোঁজ নিতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছেন- তোমাদের ওখানে বিদ্যুতের খবর কী!

বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে প্রখ্যাত কবি পূর্ণেন্দ্র পত্রীর একটি অসাধারণ কবিতা রয়েছে। আমার এক বন্ধুবর সাংবাদিককে দেখলাম কবিতাটি চমৎকারভাবে আবৃত্তি করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, বন্ধুটি কয়েক বছর ধরে একটু বোহেমিয়ান জীবনযাপনের চেষ্টা করছিল। চুলগুলোকে এলোমেলো কাকের বাসা বানিয়ে, বাউণ্ডুলে পোশাক পরে কবি কবি ভাব নিয়ে সে এমনভাবে চলত যা দেখে মনে হতো দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধের প্রতি তার সব মায়া মোহ উঠে গেছে। তার কথাবার্তা ছিল নির্লিপ্ত এবং কোনো রকম হাসাহাসি বাদ দিয়ে বিশাল দার্শনিক প্রকৃতির গাম্ভীর্য নিয়ে উদাসীন দুÕটি চোখে এলোমেলো দৃশ্য ধারণ করে পরিচিত লোকদেরকে প্রায়ই সে না চেনার ভান করত। কিন্তু লোডশেডিং তার জীবনের যে রূপান্তর ঘটিয়েছে তা যদি লোডশেডিংয়ের জনক ও জননীরা দেখতেন তবে গর্বে তাদের বুকের ছাতি ফুলে হিমালয়ের আকার ধারণ করত।

আমার উল্লিখিত বন্ধু কবি পূর্ণেন্দ্র পত্রীর কবিতা আবৃত্তির যে ভিডিও ফেসবুকে ছেড়েছেন, সেখানে দেখলাম তার চুল বেশ পরিপাটি। পরনে ভদ্রলোকের পোশাক। মুখে তৃপ্তির হাসি। তার শরীরে কিঞ্চিৎ মেদ জমেছে এবং চর্ম রঙ বেশ উজ্জ্বল হয়েছে। তার কণ্ঠে এক দিকে যেমন লালিত্য এসেছে অন্য দিকে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসের স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তো তার এ রূপ দেখে আমি হকচকিত হলাম এবং আমারও মনে হলো যে, লোডশেডিং নিয়ে এই জাতির অনেক কিছু করার আছে। সুতরাং আমার কী করা উচিত তা গভীরভাবে চিন্তার জন্য আমি যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেল। আমি প্রথমে অবাক হলাম এবং একটু পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কারণ জীবনে প্রথমবারের মতো অতি প্রকৃত বা অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হলাম। বিদ্যুৎবিভ্রাট বা লোডশেডিং নিয়ে সৃষ্টিশীল কিছু করার চিন্তা শুরুর সাথে সাথে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মধ্যে আমি অনেক অলৌকিক বিষয়ের সন্ধান পেলাম এবং কাজী নজরুলের সৃষ্টি সু‡খর উল্লাস তালাসের জন্য বাথরুমে চলে গেলাম।

আমার জীবনে বাথরুমে সময় কাটানো নিয়ে নানা রকম ঝক্কিঝামেলা হয়েছে। বিশেষ করে আমার স্ত্রী বিষয়টি একদম বরদাশত করতে চান না। কারণ ছেলেমেয়েরা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাথরুমে ঢুকে দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল ফোন টিপতে থাকে। তাদের মা শাসন করা শুরু করলেই সন্তানরা বলে বাবাও তো অনেকক্ষণ ধরে ওখানে থাকে। এসব কারণে আমি বাসার পরিবর্তে অফিসে এসে কিছুটা সময় ওখানে ব্যয় করি এবং দেশ জাতি নিয়ে চিন্তা করি। বাথরুমে বসে পত্রিকা পড়া এবং দেশ জাতি নিয়ে চিন্তা করার বুদ্ধিটি আমি ধার করেছিলাম আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদের কাছ থেকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ত্যাগ করার পর আমি আর বাথরুমে গিয়ে ওসব চিন্তা করি না। কিন্তু লোডশেডিংয়ের মাত্রা বাড়ার পর আমার পুরনো শিক্ষা এবং পুরনো অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রচন্ড গরমে যথাসম্ভব উদোম হয়ে নির্লজ্জ-বেহায়ার মতো বসে ঘাম ঝরানোর জন্য আমার কাছে বাথরুমই সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমার কেন উদোম হয়ে ঘাম ঝরাতে হবে। আমার কি আইপিএস নেই- আমি কি জেনারেটর চালিয়ে লোডশেডিংয়ের সময় এসি ছেড়ে ফুটানি দেখাতে পারি না। এ ব্যাপারে হাল আমলে যা ঘটছে, তা বুঝিয়ে না বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। আমার অফিসের জেনারেটরটি চালাতে প্রতি ঘণ্টায় তিন হাজার টাকার তেল লাগে। শুধু জেনারেটর বাবদ মাসে এক লাখ টাকার তেল পোড়ানোর মতো রমরমা ব্যবসায় আমি তো দূরের কথা- আমার চৌদ্দগোষ্ঠীর কারোরই নেই- যা স্বর্ণালি অতীতে ছিল। অন্য দিকে যেসব জায়গায় আইপিএস রয়েছে, সেখানে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে আইপিএস চার্জ হওয়ার মতো সময়টুকুও পায় না। কাজেই কর্মক্ষেত্রে উদোম হওয়ার যে সুযোগ উন্নয়নের রূপকাররা আমায় দিয়েছে, তার ফায়দা হাসিলের জন্য





আমি অনেক উপায় বের করে ফেলেছি।

আমি নিয়মিত ঘাম ঝরানোর জন্য দীর্ঘ দিন ধরে ব্যায়াম করি এবং স্টিম-সাওয়ার নিয়ে থাকি। এই কর্মের জন্য আমাকে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। লোডশেডিংয়ের কল্যাণে আমার শরীর থেকে প্রতিদিন দুই-তিন লিটার ঘাম অনায়াসে ঝরে যায়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয় ছাড়াই শরীরের মনের মস্তিষ্কের টক্সিন,‡লা দূর করে প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকার যে সুযোগ সদাশয় আওয়ামী সরকার বাহাদুর আমাকে করে দিয়েছে, তা স্মরণ করলে আবেগে কান্দন চলে আসে। অনেকের জন্য মায়া হয়- অনেকের সাথে মোসাফাহা করার ইচ্ছে জাগে এবং অনেককে বাসায় দাওয়াত করে লোডশেডিংয়ের মধ্যে অর্ধ উদোম হয়ে ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে পোলাও-কোর্মা খেয়ে আনন্দে ধ্যাতাং ধ্যাতাং নাচতে ইচ্ছে করে। আজকের নিবন্ধে আমি যে দিনের কথা বলছি, সে দিন বাথরুম থেকে বের হয়ে হঠাৎ মহামানব হয়ে গেলাম। বহু মানুষের জন্য দরদ উথলে উঠল। প্রথমেই আমার ব্যক্তিগত পিয়ন সাইফুলকে ডাকলাম। প্রায় কুড়ি বছর ধরে সাইফুল আমার সাথে আছে। তার কাছে লোডশেডিংয়ের হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, গত রাতে সাতবার ক্যারেন্ট গেছে। সারা রাত একটুও ঘুমাতে পারিনি। তার ছোট শিশুটির গরম ঠান্ডা লেগেছে। আমি সাইফুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, রাজ্যের ক্লান্তি অবশাদ এবং হতাশা তার সীমিত আয়ের যুদ্ধবিদ্ধস্ত জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে।

সাইফুলের সাথে কথা বলার পর আমি আবার বৃদ্ধ মায়ের সাথে কথা বললাম। এক মাস ধরে তিনি গ্রামে আছেন। মায়ের বয়স আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। আমরা সাতটি ভাই শত চেষ্টা করেও মায়ের আরাম-আয়েশকে সেই পর্যায়ে নিতে পারিনি যে পর্যায়ে রাষ্ট্র ও গরিব জনগণ প্রধানমšীর নিরবচ্ছিন্ন আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন। গণভবন-বঙ্গভবনের বিরতিহীন বিদ্যুৎ সংযোগ-এসি-ফ্যান-লাইটের মতো করে বাংলাদেশের কোনো ধনী তাদের বাসগৃহে ও অফিসগৃহে স্মার্ট বাংলাদেশের পোর্ট্রেটে রচনা করতে পারছে না। ফলে আমরা ঢাকা শহরে যে দুর্বিষহ গরমের যন্ত্রণায় দাহ হচ্ছি তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মা গ্রামে গিয়ে ভারী বিপদে পড়েছেন। ওখানে এত বেশি ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে যা এলাকাবাসীকে রীতিমতো পাগল বানিয়ে ফেলছে।

মায়ের সাথে কথা বলার পর আমি খুব স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লাম। স্বাধীনতার পরপর আমার শৈশবের যে স্মৃতি আজো আমাকে নস্টালজিয়ায় ফেলে দেয় সেখানে অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে চৈত্র মাসের তাপদাহ এবং ভাদ্র মাসের তালপাকা ভ্যাপসা গরমের স্মৃতির কথা মনের মধ্যে চলে আসে। আমার কিশোরী মা সেই সময়ের গরমের মধ্যে সারা রাত তালপাখা দিয়ে আমায় বাতাস করতেন- আর দিনের বেলায় যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতেন যেন তার দুরন্ত শিশুটি রোদের কবলে পড়ে রোগাক্রান্ত না হয়ে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে তালপাখার জায়গায় বৈদ্যুতিক পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সবই পেয়েছি- কিন্তু উন্নয়নের খড়্গ এমনভাবে আঘাত করেছে যে, তালপাখা দিয়ে বাতাস করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মায়ের সাথে কথা বলার পর বৈকালিক শরীরচর্চার জন্য রমনা পার্কে গেলাম। পার্কে দর্শানার্থী নেই বললেই চলে। সুনসান নীরবতার মধ্যে আমার মতো দু-চারজন অতি সিরিয়াস স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে অর্ধ মাতালের মতো হেলেদুলে হাঁটার চেষ্টা করছে। পার্কের মধ্যে অন্য সময় কাক-কুকুরের যে উপদ্রব থাকে তা সে দিন একেবারে ছিল না। কোনো পাখির কুজন, হকারের হাঁকডাক এবং প্রেমিক-প্রেমিকাদের ফিসফাস ছিল না। অন্যান্য সময়ের মতো কাঠবিড়ালিরা ছোটাছুটি করছিল না। পার্কের চার দিকের ব্যস্ত রাস্তাগুলোতে দুর্বিষহ যানজট এবং পার্কের মাটি থেকে উঠে আসা বাষ্পের যন্ত্রণায় পুরো রমনা পার্কে যেন এক টুকরো বিভীষিকাময় ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে, যেখান দিয়ে হাঁটতে গিয়ে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ও হাহাকার অনুভব করছিলাম। পার্ক থেকে ফেরার পথে দেখলাম এক ভদ্রলোক হিটস্ট্রোকের কবলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। মন্ত্রিপাড়ার কাছে পার্কের যে মূল গেটটি রয়েছে, সেখানেই ভদ্রলোক পড়ে আছেন। তিনি হয়তো সরকারের বড় কোনো কর্তা হবেন।ড্রাইভার-পুলিশ এবং পথচারীরা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি ভদ্রলোকের নিথর দেহপানে তাকিয়ে বুঝলাম- তিনি সর্বদা এসির বাতাসে অভ্যস্ত নাদুস নুদুস প্রকৃতির মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক। হয়তো গত কয়েক দিন ঘুমোতে পারেননি- হয়তো তার ডায়াবেটিসের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে অসুস্থ শরীর নিয়ে হাঁটতে এসেছিলেন; কিন্তু পারেননি। হিটস্ট্রোকের কবলে পড়েছেন, তাকে জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন- কিন্তু চারপাশের ট্রাফিক জ্যাম ভেদ করে তাকে নিয়ে যাওয়া- অথবা তাকে নেয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসা অসম্ভব। অথচ পার্কের খুব কাছাকাছিতেই অনেক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে। ভদ্রলোকের কপালে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে তা বলতে পারব না- কারণ স্থান ত্যাগের সময় তার ড্রাইভারের কান্নার সুর কানে এসেছিল।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



কারাবন্দি সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কাটানো সময়

॥ আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু ॥

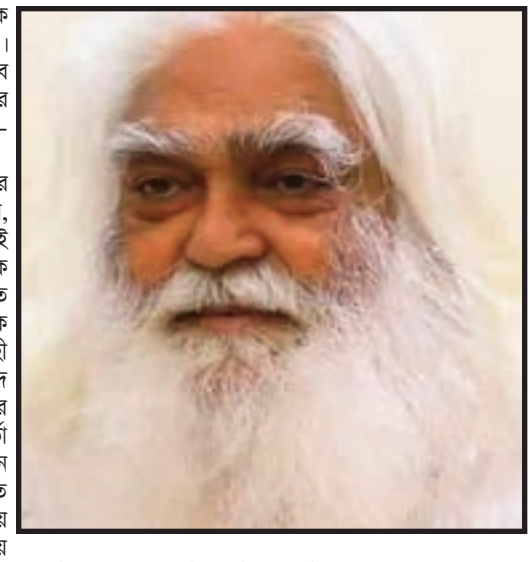
জীবনের একটি পর্যায়ে পৌছে অনেকের কাছে 'রহস্য পুরুষ' হয়ে উঠা 'দাদাভাই' এর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মের কোনো এক মাসে। দীর্ঘ সময় ধরে কথাও হয়েছিল তার সঙ্গে। তিনি তখন ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দি ছিলেন। কারাগারে দেখা হয়েছিল বললে ভুল হবে। বন্দি হিসেবে তাকে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়েছিল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তার কেবিনের সামনে বারান্দায় প্রহরায় ছিলেন একজন পুলিশ সদস্য। আমার প্রবেশে বাধা দেননি তিনি, জিজ্ঞাসাবাদও করেননি। কারণ, আমার সঙ্গে ছিলেন অ্যাপ্রন পরা, গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এম, এ রশিদ। তিনিই একজন শীর্ষ রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দির কেবিনে অবাধ প্রবেশের ছাড়পত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবন শেষ না হলেও আমি দৈনিক সংগ্রামের ফুলটাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছিলাম। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আমার বেশ ক'জন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি প্রায়ই ময়মনসিংহ চলে যেতাম তাদের সঙ্গে একদিন বা দু'দিন কাটাতে। ১৯৭৯ সালের মে অথবা জুন মাস হবে, আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে বন্ধু এম এ রশিদের রুমে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'আজ আপনাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে দেখা করাবো।' কে সেই নেতা আমি জানতে চাইলেও তিনি বলেননি।

সন্ধ্যায় আমরা হোস্টেল থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে গেলাম। হাসপাতালের একটি ভবনের দোতলায় একটি কেবিনে আমাকেসহ প্রবেশ করলেন এম এ রশিদ। বড়োসড়ো কেবিন। কেন্দ্রস্থলে বেড। বেডের শিথানে বসা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সের দীর্ঘ কালো চুল ও মুখভরা কাঁচা দাড়ি শোভিত সুদর্শন এক ব্যক্তি। চিনতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। অতি পরিচিত মুখ। সিরাজুল আলম খান। তিনি যে, ময়মনসিংহে কারাগারে আছে, তা আমার জানা ছিল।

সালাম জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বাম হাতে ধরা হুকার নল বেড ঘিরে থাকা ভক্তদের একজনের হাতে দিয়ে তার ডান হাতের তর্জনি ও মধ্যমার মাঝখানে রাখা সিগারেট বাম হাতে নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে যে গুটিকয়েক লোকের নাম জানি, তাদের অন্যতম এবং সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দনের সময় শিহরিত বোধ করলাম। আমার হাত তার হাতে রাখলেন, যেন অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হয়েছে।

আমি পরিচয় দিলাম, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স শেষ করেছি, পাশাপাশি দৈনিক সংগ্রামে জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছি। আপনি এখানে আছেন জেনে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করলাম।" তিনি উচ্ছসিত হয়ে জানতে চাইলেন, "মোহাম্মদ হোসেন ভাই কেমন আছেন? কবির ভাই কি এখনো সংগ্রামে আসেন?" আমি অবাক হলাম, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে সংগ্রাম পুন:প্রকাশিত হয়েছে। সিরাজুল আলম খান কারাগারে আছেন ১৯৭৬ সালের শেষ দিক, সম্ভবত নভেম্বর মাস থেকে। সব খবর রাখেন তিনি।



অবশ্য তখন সংবাদপত্র ছিল হাতে গণা, সাংবাদিক সংখ্যাও খুব বেশি নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সব সাংবাদিক, বিশেষ করে রিপোর্টার ও ফটো সাংবাদিকদের জানতেন।

এরপর তিনি তার স্মৃতির ভান্ডার খুলে দিলেন, "মোহাম্মদ হোসেন ভাই গণকণ্ঠের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। প্রতিদিন রাতে গণকণ্ঠে গিয়ে সম্পাদক আল মাহমুদ, নির্বাহী সম্পাদক আফতাব আহমদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের রুমে নিহত হন), বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের সাথে মধ্যরাত পর্যন্ত এবং অনেক সময় কাগজ বের হয়ে সেটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরতাম। কবির সাহেব সরকারি চাকুরি করতেন, অফিস শেষে গণকণ্ঠে এসে কাজে ডুবে যেতেন। শুনেছি, তারা দু'জনই সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন।

কি অদ্ভুত ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র। ১৯৭০ সালের ১৭ জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম ওয়ারি এলাকার ৩১ র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা ছাপানোর আধুনিক প্রেসও ছিল সেখানেই। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগেই সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। প্রেস ও বাড়িটি দখল করে নেওয়া হয় এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ওই অফিস ও প্রেস থেকে দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে চারটি দৈনিক ছাড়া সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে গণকণ্ঠ বিলুপ্ত হয়।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর যখন বিলুপ্ত সংবাদপত্রগুওলাকে পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দেওয় হয়, তখন ওই ভবন থেকে প্রকাশিত হতো দৈনিক বাংলার মুখ। এর বহু পর এরশাদের সরকারের আমলে ওই বাড়িটি নিলামে বিক্রয়ের জন্য দরপত্র দেওয়ার আগে সংগ্রাম কর্তৃপক্ষকে ভবন ও প্রেসটি সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মালিকানা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে অবৈধ লেনদেনের ইঙ্গিত থাকায় আলোচনা অগ্রসর হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত বাড়িটি নিলামে বিক্রয় করা হয়।

আমি তাকে মোহাম্মদ হোসেন ভাই ও কবির ভাই সম্পর্কে জানাই। তিনি আরো অনেক রিপোর্টারের কথা বলেন, যারা সবাই আমার সিনিয়র। আমাকে বলেন সবাইকে তার সালাম পৌছে দিতে।

তার কেবিনে জনা বিশেষ যুবক, চেহারা ও পোশাকে সবাইকে ছাত্র বলে মনে হলো। তাদের উদ্দেশে তিনি কিছু বলছিলেন। আমরা প্রবেশ করায় তাকে কথা থামাতে হয়েছে। তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, "আফগানিস্তানে হাফিজুদ্দিনের পর এখন ক্ষমতায় এসেছে বারবাক কারমাল। তার মন্ত্রীসভায় ১৮ বছর বয়সের একজন তরুণকে মন্ত্রী বানানো হয়েছে। তোমরা তার বয়সী অথবা তার চেয়ে বেশি বয়সী। তোমরা অযোগ্য কীভাবে? ভালো উদাহরণ থেকে ভালো শিক্ষা নাও। বাংলাদেশে পরিবর্তন আসবেই এবং নেতৃত্বে থাকবে তোমরা।"

তিনি দু'একজনকে থাকতে বলে অন্যদের বিদায় দিলেন। যারা ছিল, তাদের বললেন আমাকে ও রশিদ ভাইকে চা দিতে। টেবিলে বেশ কয়েকটি ফ্লাস্ক। হয়তো ভক্তরাই নিয়মিত তার খাবার পরিবেশন করেন। আমার আপত্তি সত্ত্বেও একজন ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে আমাদের পরিবেশন করল। ফাঁকে ফাঁকে তিনি কথা বলছিলেন। তার কথা জাদু মেশানো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি।

তিনি আমার কাছে দেশের অবস্থা জানতে চান। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলি, "দাদাভাই, আপনি কারাগারে বসে যত খবর রাখেন, আমি মুক্ত বাতাসে বিচরণ করে এর ছিটেফোটাও জানি না। আপনি বলুন, আমি শুনি। এখন তো আপনার কথা লেখা যাবে না। আমি কারাগার থেকে মুক্ত হলে এবং দেশে স্বাধীনভাবে লেখার পরিবেশ সৃষ্টি হলে আমি লিখবো।" তিনি হাসলেন। কি সুন্দর করে তিনি হাসতে পারেন। কারাগারে আছেন বলে তার ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। তিনি বললেন, "আমি মুক্তি পেলে অবশ্যই দেখা করবেন। আবার হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির রহস্য পুরুষের কাছ থেকে।

এরপর আরো দু'বার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। ১৯৯৮ সালে আমি দৈনিক মানবজমিনে কাজ করার সময় ওই সময়ের অফিস ওয়ালশো টাওয়ারের সামনের ফুটপাত দিয়ে তাকে যেতে দেখে অফিসের সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, অনেকটা দৌড়ে তার কাছে পৌছে বললাম, "দাদাভাই, আসসালামু আলাইকুম।" তিনি দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বললেন, "ওয়ালেকুম!" জানতে চাইলাম, "আমাকে চিনতে পেরেছেন?" মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "দৈনিক সংগ্রাম!" তাকে বললাম, "এখন আমি মানবজমিনে।" তাকে অফিসে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বললেন যে, শেরাটনে কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার। অন্য কোনো সময় অবশ্যই আসবেন।

আরো বছর পাঁচেক পর তার সঙ্গে আবার দেখা হলো হোটেল সোনারগাঁও এর লবিতে। কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কাছে গিয়ে সালাম দেওয়ার ইচ্ছা দমন করতে না পেরে এগিয়ে গেলাম। তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আঙুল দিয়ে পাশের সোফায় বসতে ইশারা করলেন। আমি বসিনি। তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে চলে আসি।

গতকাল ৯ জুন শুক্রবার তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তার ভালো কাজগুলো গ্রহণ করুন। (লেখকের ফেসবুক থেকে)

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, অনুবাদ, উপদেষ্টা সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বায়ুদূষণকবলিত নিউইয়র্কবাসী ঢাকার ভিসা চায় যদি!

॥ আনিসুল হক ॥

নিউইয়র্ক এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহর। আইকিউ এয়ারের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, বায়ুদূষণ সূচক নিউইয়র্কে এখন ২০০-এর ওপরে, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত। নিউইয়র্কের অনেক স্কুল তাদের আউটডোর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ঢাকা লড়াই করছে। এখনো দ্বিতীয়। দূষণ ২০০-এর নিচে। [বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ২১ মিনিটে]

নিউইয়র্কের বাতাসের এ বেহাল দশার কারণ কানাডার কুইবেকে ১০টার মতো দাবানল। সেই দাবানলের ধোঁয়া-ছাই আসছে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে কী হবে? নিউইয়র্কবাসী কি শরণার্থী হবে? আমরা, বাংলাদেশিরা, মানবতার উজ্জ্বল উদাহরণ, মেহমানদারিতে অনুপম।

সে ক্ষেত্রে আমেরিকানরা কি বাংলাদেশে আসবে? এত কষ্ট করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই দেশে যদি তারা আসে, তাদের এই কষ্টের ফল তারা পাবে! পাবে পদ্মার ইলিশ, রয়েল বেঙ্গল গোট থেকে উৎপাদিত কাচ্চি বিরিয়ানি। আমের মৌসুমে বগুড়ার দই দিয়ে আমরা ম্যাংগো-লাচ্ছি বানিয়ে দিতে পারব। লাচ্ছি খাচ্ছি, আরাম পাচ্ছি। আর বিউটির শরবত তো আছেই।

কিন্তু সব আমেরিকানের জন্য বাংলাদেশের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া ঠিক হবে না।

বাংলাদেশকে অবশ্যই নতুন ভিসা নীতি গ্রহণ করতে হবে, ঘোষণা করতে হবে। আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে এখনো বিতর্ক শেষ হয়নি। হিলারি ক্লিনটন যেবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হেরেছিলেন আদালতের নির্দেশে। সবাই জানেন, বেশি ভোট পেয়েও প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি হিলারি। আর ট্রাম্পের কথা কী বলব! তাঁকে তো জিতিয়েছেন রাশিয়ানরা। রাশিয়ানদের এই ডিজিটাল ভোট ছিনতাই নিয়ে কথা হয়, তবে পুরোটা হয় না, আমেরিকানরা লজ্জায় সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না। আর ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর কী করেছেন? ২০২০ সালের ভোটে হেরে যাওয়ার পর তিনি ক্যাপিটল দখল করার ডাক দেন। মানুষ মারা যায়। ট্রাম্প চক্র ভোটের ফল পাল্টে দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক ক্যু করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

তাহলে ঢাকার উচিত বাংলাদেশে ইমিগ্রেশন-প্রত্যাশী আমেরিকানদের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করা। এতে অবশ্যই প্রার্থীদের অতীত কর্মকাণ্ড খুঁটিয়ে দেখার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। যেসব আমেরিকান ভোট কারচুপির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, বাংলাদেশ তাঁদের ভিসা দেবে না। দিতে পারে না। ট্রাম্প তাঁর আমলে সিএনএনের এক সাংবাদিকের হোয়াইট হাউসে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মামলা-মোকদ্দমার পর তাঁর 'পাস' ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জিম অ্যাকোস্টা নামের ওই সাংবাদিক ২০১৯ সালে বই লিখেছেন, 'দ্য এনিমি অব দ্য পিপল: আ ডেঞ্জারাস টাইম টু টেল দ্য ট্রুথ ইন আমেরিকা'। এ রকম যাঁরা গণশত্রু আছেন আমেরিকায়, যাঁরা আমেরিকায় সত্য প্রকাশে বাধা দেন, তাঁদেরও আমরা ভিসা দিতে পারি না। এ ছাড়া যাঁরা কালো মানুষদের গলা টিপে ধরেন, তাঁদের শ্বাস নিতে দেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে 'ভিসা নয়' নীতি প্রয়োগ করতে হবে। স্কুলে যাঁরা অকারণ গুলি করেন এবং এই গুলি বন্ধে যাঁরা ব্যবস্থা নিতে দেন না, তাঁদের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

বাংলাদেশের মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ভিআইপিদের অনেকের কলিজা আমেরিকা-কানাডার গাছের মগডালে বেঁধে রাখা। অনেকেই নামে-বেনামে বাড়ি কিনে রেখেছেন উত্তর আমেরিকায়, অনেকের ছেলেমেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করছে, অনেকের বউ-বাচ্চারা সেখানে স্থায়ী আবাস গেড়ে রেখেছেন। অনেকের সাদা সাদা কালা কালা টাকা সেসব দেশে পাচার করে রাখা হয়েছে নানা রকম ফন্দিফিকির করে।

এটা অবশ্যই আমেরিকার নতুন ভিসা নীতির প্রতিশোধ নয়। আমেরিকানরা আমাদের কী গণতন্ত্র শেখাবেন? তাঁরা কি আসলেই অন্য কোনো দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিয়ে চিন্তিত? তাহলে তাঁরা কী করে পৃথিবীর অনির্বাচিত রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতাহীন দেশগুলোর সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে দহরম-মহরম চালিয়ে যাচ্ছেন? তাঁরা নিজেরাই কি স্বীকার করেননি যে ইরাকে আসলে উইপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন ছিল না, যে অজুহাতে তাঁরা ইরাক আক্রমণ করেছিলেন। কাজেই বাংলাদেশের অবশ্যই উচিত আমেরিকার বিষয়ে কঠোর নতুন ভিসা নীতি গ্রহণ করা। একটা বাস্তব সমস্যা অবশ্য আছে।

নিউইয়র্ক শহরে বা ওয়াশিংটন ডিসিতে বা ডেট্রয়েট শহরে যে ছাই-ভস্মের ঘনঘটা, তা আজ আছে, সাত দিন পর থাকবে না। কানাডার দাবানলগুলো নিভে গেলেই ওদের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। হুমায়ূন আহমদের ভাষায়, তখন 'নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ' বিরাজ করবে। আর আমেরিকানদের যদি স্থানান্তরিত হতেই হয়, তাহলে বিশাল আমেরিকার যোজন যোজন মাইল ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানেই তাঁরা সরে যেতে পারবেন। তাঁরা এত কষ্ট করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসতে চাইবেন না। আমরা যতই তাঁদের বসার জন্য পিঁড়ে আর খাওয়ার জন্য চিড়ে নিয়ে বসে থাকি না কেন। কিন্তু উল্টো ছবিটা বড়ই নির্মম। বাংলাদেশের মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ভিআইপিদের অনেকের কলিজা আমেরিকা-কানাডার গাছের মগডালে বেঁধে রাখা। অনেকেই নামে-বেনামে বাড়ি কিনে রেখেছেন উত্তর আমেরিকায়, অনেকের ছেলেমেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করছে, অনেকের বউ-বাচ্চারা সেখানে স্থায়ী আবাস গেড়ে রেখেছেন। অনেকের সাদা সাদা কালা কালা টাকা সেসব দেশে পাচার করে রাখা হয়েছে নানা রকম ফন্দিফিকির করে।

তাঁদের বউ-বাচ্চারা সব বিশাল বিশাল ম্যানশনে থাকেন, দামি দামি গাড়ি চালান, কিন্তু তাঁদের কোনো কাজ করতে দেখা যায় না। ফলে, একটা যে আশা ছিল, ভিসা না নিলে কী হয়, আমেরিকায় না গেলে আমাদের বয়েই গেল, বাস্তবে সে আশার গুঁড়েবালি। ভিসা না পেলে অনেকেরই বেকায়দা হয়। বিশেষ করে পরিবারের নিকটজনদেরও ভিসা দেওয়া হবে না শুনে পিঠের বেজায়গায় বড় অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে, যেখানে হাত পৌঁছাচ্ছে না।

আরেকটা সমস্যা আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি। বাংলাদেশ আমদানি করে কম, রপ্তানি করে বেশি। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিল ৬৭০ কোটি ডলারের পণ্য। আর বাংলাদেশ আমদানি করেছিল ২৩০ কোটি ডলারের পণ্য। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ রেমিট্যান্সও পায়। বাংলাদেশিরা এই অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে ৩০৪ কোটি ৭৩ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'খেললাম খেললাম, না খেললাম চলে এলাম' বলে ফেলার মতো বাস্তবতা আমাদের নেই।

এখন আমাদের ডলারের বড় প্রয়োজন। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বসে বসে টাকা নিচ্ছে, কারণ তেল বা কয়লা কেনার মতো ডলার আমাদের হাতে নেই। ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর জনকণ্ঠ লিখেছিল: 'অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতায় এখন ক্যাপাসিটি চার্জের খড়্গ চেপেছে ভোক্তাদের ঘাড়ে। বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা, তার প্রায় দ্বিগুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম দেশ।

ফলে চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে অলস বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে সরকারকে। গত ১২ বছরে বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর পেছনে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ প্রায় ৮৬ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা দিতে হয়েছে সরকারকে। মূলত চাহিদা ও উৎপাদনের ভুল পরিকল্পনার কারণেই বাংলাদেশকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্চা দিতে হচ্ছে।' ইউক্রেন যুদ্ধ, সে-সংক্রান্ত নানা নিষেধাজ্ঞা, বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, ডলারের আক্রা বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে।

তো এখন যে লোডশেডিংকে আমরা জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেই লোডশেডিং জাদুঘরের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে কালো রোমশ থাবা নিয়ে, হামলা করছে জনপদে জনপদে। বিদ্যুৎ না থাকা মানে পানির সংকট। কলকারখানায় উৎপাদন কমে যাওয়া। তার কুফল আবার পড়বে অর্থনীতিতে।

এ থেকে বের হওয়ার পথ কী? নিশ্চয়ই নীতিনির্ধারকদের মাথায় কোনো পরিকল্পনা আছে। আমরা যারা রম্যরচনা লিখি, তাদের কাছে আছে 'বাংলা পদ্ধতি'। পাচার হওয়া টাকাগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য একটু 'ডোজ' বাড়িয়ে দিলেই তো হয়!

হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে যাঁরা পালিয়ে গেছেন, নামে-বেনামে যাঁরা ওভার ইনভয়েসিং করে, আন্ডার ইনভয়েসিং করে বাংলার সম্পদ পাঠিয়ে দিয়েছেন আমেরিকা, কানাডা, পানামা, দুবাই, সুইস ব্যাংকে, তাঁদের টিকিটি ধরে কাছাটায় টান মারুন।

কিন্তু আদার ব্যাপারীর খবরে তো আর জাহাজ ভেড়ানো যাবে না।

একমাত্র ভরসা হলো, সামনে নির্বাচন। সরকারকে যে করেই হোক, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিকে নজর দিতে হবে, পরিস্থিতি সামলাতে হবে, মানুষের কষ্ট দূর করতে হবে।

আমি চির-আশাবাদী মানুষ, বাংলাদেশের মানুষের কাছে ম্যাজিক আছে, আমরা এবারও জয় লাভ করবই।

লেখক: প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস এর মেইলিং ঠিকানা হালনাগাদঃ

লকবক্স ফাইলিং লোকেশন আপডেডস ওয়েবপেজ সার্ভিস সেন্টার ফাইলিং লোকেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

প্রকাশ করার তারিখ ০৬/০৬/২০২৩

ইউএসসিআইএস জুন ০৬. ২০২৩ তারিখে তাদের ওয়েব সাইটে কেস ফাইলিং লোকেশন হালনাগাদ করেছে। এর মধ্যে সার্ভিস সেন্টার ফাইলিং লোকেশনও অন্তর্ভুক্ত। ইউএসসিসআইএস তাদের কাজের মধ্যে ভারসাম্য আনতে কখনো কখনো ফাইলিং লোকেশন এ্যাডজাস্ট বা পরিবর্তন করে। অনেক সময়ে সার্ভিস সেন্টার অন্য স্থাপনায় অভ্যন্তরীন কর্ম প্রক্রিয়া উন্নয়নে কেস ফাইলিং এর ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়। এটা আবশ্যক হয় যে, আপনার কেসের প্রক্রিয়া মেইলে করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউএসসিসআইএস কোন কেসে'র ফাইনাল সিদ্ধান্তের জন্য অন্য কোন লোকশেনে স্থানান্তর করতে পারে। ইউএসসিসআইএস তাদের ওয়েব সাইটে ঠিকানা বা ফরম পরিবর্তনের ঘোষনা দিয়ে থাকে। তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, মেইলিং ঠিকানা বা সর্বশেষ ফরম আপলোড করতে ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইট চেক করবেন। এতে আপনার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। এছাড়া আপনি আপনার আবেদন ভুলভাবে ফাইল করা বা ভুল ঠিকানায় পাঠানো এড়াতে পারেন। আপনাদের অবশ্যই এটা জানতে হবে এবং ইউএসসিসআইএস যদি অনলাইনে ফরম গ্রহণ করে তবে তা ইলেকট্রিক্যালি করাই ভালো।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের যারা আই-৫৮৯ ফরম ব্যবহার করে এ্যাফারমেটিভ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবেন তাদের কারও কারও জন্য ফাইলিং লোকেশন এবং ডকুমেন্টেশন এর ঠিকানা পরিবর্তন করে থাকে। ইউএসসিআইএস'র ৩১ মে, ২০২৩ এর ঘোষণা অনুযায়ী সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস মেইলে'র জন্য ফাইলিং লোকেশন পরিবর্তন করেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার নতুন ফরমও (আই-৫৮৯) প্রবর্তন হয়েছে।

আপনি যদি আই-৫৮৯ ফরমে আবেদন করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনি সঠিক



ফরম এবং মেইলিং ঠিকানা পরীক্ষা করে নেবেন।

নিউইয়র্ক থেকে ফারুক চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ১৯৯৯ সালে ভিজিট ভিসায় ইউএসএতে আসি। এখানে এসে আমি আমার পরিবারের চাহিদা মেটাতে কাজ শুরু করি। ২০০৩ সালে আমার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলেও আমি এদেশ থেকে কখনো চলে যাইনি। আমার ৩ সন্তান এদেশে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা এখন স্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। আমার রাজনৈতিক আশ্রয়ের মামলা নিয়ে যিনি কাজ করছেন তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমার সন্তানের বয়স ২১ বছর হলে আমি ইউএসএ'র সিটিজেন সন্তানের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে পারি। আমার মেয়ের বয়স এখন ২১ বছর এবং সে কলেজে লেখাপড়া করছে। আমি আমার ইমিগ্রেশন এটর্নীকে কল করেছিলাম কিন্তু তার সাথে কথা বলতে পারিনি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমি খুবই উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো যদি এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাধিত করেন। আমি নিশ্চিত যে আমার মতো অনেকেরই এরকম প্রশ্ন আছে।

প্রশ্নঃ ১ঃ ডিপোর্টেশনের পর আমার ১০ বছরের শাস্তি হয়। ১০ বছর আগে আমি ডিপোর্টেশনের নির্দেশ পাই। আমি কি এখন গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন জানাতে পারি?

প্রশ্ন ২ঃ

আমরা ভিজটর ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকলেও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর আবেদনে দেখাই যে, ভিসা ছাড়া আমরা এদেশে ঢুকেছি। আমি কি আমার সাক্ষাতকারের সময় আমার ভিসা এবং আই-৯৪ দেখাতে পারি?

প্রশ্ন ৩ঃ

আমার কন্যা কলেজে যাচ্ছে এবং পার্টটাইম কাজ করছে। সেকি আমাদের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে?

প্রশ্ন ৪ঃ আমার স্ত্রী আমার সঙ্গেও কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছি। সে কখনো ওয়ার্ক পারমিট এবং সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড পায়নি। তার জন্য কোন প্রক্রিয়া আছে কি? আমরা কি একসঙ্গে আবেদন জানাতে পারি- নাকি তাকে পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে?

ফারুক চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আমি আপনার সাথে একমত যে অনেক মানুষেরই একই অবস্থা। আমরা আপনার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। তবে আপনার কেস খুব জটিল, তাই আপনাকে অবশ্যই একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে যোগাযোগ করা উত্তম হবে।

প্রশ্ন ১ এর উত্তরঃ

অধিকাংশ রিমুভ্যাল আদেশেই ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা থাকে। নিষেধাজ্ঞার স্থায়িত্ব নির্ভর করে কেসের পরিস্থিতির উপর। এটা ৫ বছর, ১০ বছর, ২০ বছর বা স্থায়ী বহিষ্কার হতে পারে। তবে আপনার ক্ষেত্রে ১০ বছররের বাধ্যবাধকতা গ্রহণযোগ্য হবে না। আপনি এদেশ ত্যাগ করেননি। ৫, ১০, অথবা ১০ বছর গণণা শুরু হয় এদেশ ত্যাগ করার পর থেকে। আপনি যদি বহিষ্কারের আদেশ পেয়ে থাকেন, তবে বৈধতা ফিরে আসার বিকল্প খুব কম থাকে। একটা বিকল্প হতে পারে আপনি বহিষ্কারের পূর্বে আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। যদি আপনি অনুমতি পান তবে ভিসা অথবা গ্রিনকার্ড নিয়ে পুণরায় এদশে ঢুকতে পারেন।

প্রশ্ন ২ এর উত্তরঃ

ইউএসএ'তে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট

বর্তমানে স্ট্যাটাস যাই হোক আপনি যদি ভিসা নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে থাকনে এবং ইউএস সিটিজেন হলে অব্যবহিত পারিবারিক সদস্যদের (পিতা-মা, ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তান এবং স্বামী/সন্ত্রী) এদেশের ভেতরেই স্ট্যাটাস এডাজাস্টমেন্ট হতে পারে। বৈধ ভিসা নিয়ে এদেশে প্রবেশ করলে এদেশের বাইরে না গিয়েও গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। আপনি যদি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনে অন্য নাম ব্যবহার করেন এবং যদি তা কখনো প্রকাশ না করেন সেক্ষেত্রে অন্য আরেক ইস্যুর সম্মুখিন হতে হবে। তাইতো ইউএস ইমিগ্রেশনকে ধোঁকা দেয়ার অভিযোগ। এক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ এটর্নীর সঙ্গে আবেদনের সব ডকুমেন্ট, সন্তানদের জন্ম সনদ ও বিয়ের সনদও পাসসেপার্টসহ যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন ৩ এর উত্তরঃ

এফিডেভিট অব সাপোর্ট:

ইউএসসিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী যদি কাজ নাও করেন তবু পরিবারের সদস্যদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ফুলটাইম কাজ জরুরী নয়। একজন ফুলটাইম ছাত্র তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে ইউএস ইমিটগ্রেশন আইন অনুযায়ী আবেদনকারীকে অবশ্যই ৮৬৪ পূরণ করতে হবে। তাতের ন্যূনতম বার্ষিক আয় দেখাতে হবে। আবেদনারীর যদি কোন আয় না থাকে বা প্রয়োজনীয় আয়ের তুলনায় কম থাকে আবেদনকারীকে যৌথ এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট দিতে হবে। এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টে কী লাগবে তা ইউএস ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ৪ এর উত্তরঃ

ইউএস সিটিজেন হিসেবে আপনার মেয়েও বাবা-মা উভয়কেই একই সাথে অথবা আলাদাভাবে দুটি ফাইল করতে পারে। তার আয়ের অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর যদি ইমিগ্রেশন ইতিহাস না থাকে এবং কখনো অন্য কোন নাম ব্যবহার করে না থাকেন তবে তার কেস হবে খুব সাধারণ সে যৌথভাবে আই-১৩০ এবং আই-৪৮৫ ফরমে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন ফাইল করতে পারে। ইউএসএ'র অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষাতকার মওকুফ দিচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে যে, কয়েক মাসের মধ্যে ইউএস ত্যাগ না করেন, সম্ভবত বিনা সাক্ষাতকারে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিদায় আমেরিকা, স্বাগত চীন

॥ মারওয়ান বিশারা ॥

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব উদ্ধার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এ সপ্তাহে সৌদি আরবে তিন দিনের সফর করছেন। কিন্তু সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে 'কৌশলগত সহযোগিতা' সম্প্রসারণ তাঁর জন্য কঠিন যুদ্ধ হতে পারে। গত বছরের জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) সম্মেলনে অংশ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন–'চীন, রাশিয়া বা ইরান পূরণ করতে পারে এমন কোনো শূন্যতা তৈরি করবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' কিন্তু এর পরই তেমনটা ঘটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও গত বছর তাদের আঞ্চলিক মিত্ররা চীন ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সাম্প্রতিক সময়ে চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি-ইরান চুক্তির গুরুত্বকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চল এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে।

জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র তেল ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়েছে। দেশটির হয়তো উপসাগরীয় দেশগুলোর তেল খুব বেশি প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে তার প্রভাব বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়; যাতে সংঘাত বাধলে চীনে অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করতে পারে এবং তাদের মিত্রদের সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়। গত মাসে অ্যান্টনি ব্লিংকেন যেমনটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন–'আজ আমরা যে দেশ থেকে সবচেয়ে বড় ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছি, সেটি চীন। আমাদের অবাধ, উন্মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক সীমানা প্রতিষ্ঠার যে ভিশন রয়েছে, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সংকট তৈরি করছে চীন।'

বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বিপরীতে চীনে যে ধরনের একনায়কতন্ত্র রয়েছে, তার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর একনায়তন্ত্র সহজে মিলে যায়। যে কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও এর বাইরে রাশিয়ার প্রভাবও যুক্তরাষ্ট্রকে ভীত করছে। বাইডেন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের ওপর যেভাবে চাপ বাড়িয়েছে, এতে স্পষ্ট–এ ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছেন না। যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের দেশগুলোকে হুমকি দিচ্ছে, যাতে তারা রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তা না করে। এমনকি সতর্ক করে বলেছে, তারা রাশিয়ার পক্ষ বেছে নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জি৭-এর দেশগুলোর ক্রোধের মুখে পড়বে। কিন্তু এতে তারা সফল হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র তেল উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারমূল্য কমানোর ব্যাপারে সৌদি আরবকে অনুরোধ করেছে, যাতে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমাদের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রভাবিত করে। কিন্তু সৌদি আরব তা প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটি বরং মস্কোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখছে এবং ইউক্রেনকে সমর্থনের ব্যাপারে অযথা দেরি করছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেভাবে অসহযোগিতা করছেন, তা তাঁকে এ অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলছে।

গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সৌদি আরবের আচরণের কারণে যে শাস্তির হুমকি দিয়েছিলেন, তার বিপরীতে রিয়াদ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শি এমনকি চীন-জিসিসি এবং চীন-আরব সম্মেলনেও যোগ দেয়। এর পর সৌদি আরব চীনের অভিপ্রায় অনুসারে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করে। পশ্চিমারা ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরও জোরালো করার কারণে সৌদি আরব যেভাবে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় এবং সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে, সেটি বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চপেটাঘাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন এই আচরণ কেবল সৌদি আরবের একার বিষয় নয়; গোটা অঞ্চলের অবস্থা তথৈবচ। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির দিকে এগোচ্ছে। দেশটি ফ্রান্সের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়ন করেছে। ইরান, রাশিয়া ও ভারতের সঙ্গে কাজ করার পথে হাঁটছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক হালকা করছে।

এভাবে পুরো মধ্যপ্রাচ্যই তাদের বৈশ্বিক সম্পর্কে বৈচিত্র্য আনছে। বলা চলে, এটা তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ২০০০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ১৫ দশমিক ২ বিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিক একই সময়ে এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্য ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন থেকে মাত্র ৯৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ সম্প্রতি চীনের নেতৃত্বাধীন ব্রিকসে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চীন ছাড়াও রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমাদের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার পরও এমনটি দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলগত প্রভাবশালী শক্তি। গত তিন দশকে যেমন এ অঞ্চলে দেশটির প্রভাব ছিল, এখনও তেমনটি আছে। কিন্তু আগামী তিন দশকে কী এ প্রভাব থাকবে? বিশেষ করে যেখানে এ অঞ্চলের মানুষ মনে করে, আমেরিকা একটি কপট ঔপনিবেশিক শক্তির অধিকারী এবং তাদের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা কেবল মুখের বলি। এটি হচ্ছে বিশেষ করে ফিলিস্তিন বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির কারণে। তারা দৃঢ়ভাবে এবং কোনো শর্ত ছাড়াই ফিলিস্তিন দখলকারী ইসরায়েলকে সমর্থন করছে।

সৌদি আরব সফরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সৌদি আরবের ওপর চাপ দেওয়ার কথা। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান ইতোমধ্যে আমেরিকা থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে; যেমন তৈরি এফ-৩৫ কিনেছে আবুধাবি; পশ্চিম সাহারার ওপর মরক্কোর দাবির স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং খার্তুমের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। এ সবকিছু হচ্ছে যাতে ইসরায়েলকে ফিলিস্তিন বিষয়ে কোনো 'ছাড়' দিতে না হয় এবং ফিলিস্তিনে কয়েক দশক ধরে চলা দখলদারিত্বের অবসান না ঘটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফিলিস্তিন রয়েছে সাধারণ আরবদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তবে এটিই একমাত্র সমস্যা নয়, যে কারণে আরবরা আমেরিকাকে পছন্দ করে না। এ অঞ্চলের মানুষ দেখেছে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র কী অপরাধ করেছে। তারা দেখেছে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র কী করেছে। ৯/১১-এর হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের কারণে ২০ বছরের অধিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ দেশটির পক্ষে নয়। ২০২২ সালে দোহাভিত্তিক আরব সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ ১৪টি আরব দেশের ওপর একটি জরিপ করে। সেখানে ৭৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এমনকি এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা (এবং আমেরিকানরা) একমত–যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হওয়া কাম্য। এ ধরনের মত উভয় পক্ষের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক; আলজাজিরা থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

চলচ্চিত্র পুরস্কার, প্রামাণ্যচিত্র ও অনুদানের অঙ্ক

॥ কাওসার চৌধুরী ॥

গত ৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিজয়ীদের উষ্ণ অভিনন্দন, কলাকুশলীদের প্রশংসার পাশাপাশি চলচ্চিত্রে সরকারি অনুদান বিষয়েও কথা বলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'মাত্র ২০ লাখ টাকায় একটা শর্ট ফিল্ম নির্মাণ হয় কীভাবে!' অনুষ্ঠানে উপস্থিত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকে এই বরাদ্দ বাড়ানোর নির্দেশনা দেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে বিষয়টি নিজেই দেখবেন বলে কথা দেন। আমরা সব চলচ্চিত্র কর্মী এবং মিলনায়তনভর্তি দর্শক প্রধানমন্ত্রীর কথায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে হাততালি দিয়ে পরিবেশ মুখর করে তুলি।

দুই.

চলচ্চিত্রে সরকারি অনুদান এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যচিত্রকে যুক্ত করা হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। তারপরও প্রামাণ্যচিত্রকে কাহিনিচিত্রের পাশাপাশি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে বর্তমানে। সে জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু এই পুরস্কার প্রদানে একটি 'ফাঁক' রয়ে গেছে! প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদান করা হয় সাকল্যে একটি! সেটাও আবার প্রযোজককে। অর্থাৎ যিনি প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণে অর্থ লগ্নি করছেন। প্রামাণ্যচিত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনো সৃষ্টিশীল মানুষকে নয়! প্রযোজককে পুরস্কার অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য; কিন্তু প্রামাণ্যচিত্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের কেন নয়?

আমরা জানি–কাহিনিচিত্রে চিত্রনাট্য, পরিচালনা, চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দ গ্রহণ, শব্দ সংযোজন, শিল্প নির্দেশনা, আলোক সম্পাত, আবহ সংগীতসহ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। অথচ কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় প্রামাণ্যচিত্রেও বিদ্যমান। শুধু অভিনয়, মেকআপ, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সংলাপ রচনা বাদে বাকি সব বিষয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণেও প্রয়োজন। উপরন্তু প্রামাণ্যচিত্রে বাড়তি প্রয়োজন হয় গবেষণা, রেকি, অধিবক্তার সঙ্গে কথনের প্রিলিউড এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'ঝুঁকি' মোকাবিলা!

দীর্ঘ ৪১ বছরের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকেই বিনীতভাবে বলছি, বর্তমান 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নীতিমালা'র সীমাবদ্ধতার কারণে প্রামাণ্যচিত্রের বিভিন্ন শাখায় যেসব সৃষ্টিশীল মানুষ অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকছেন। প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে নিদেন পক্ষে এই ক্ষেত্রগুলোতে জাতীয় পুরস্কার প্রদান চালু করা যেতে পারে–চিত্রনাট্য, পরিচালনা, চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দ গ্রহণ ও আবহ সংগীতে।

তিন.

সৌভাগ্যবশত এবার আমিও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০২১) অর্জন করেছি 'বধ্যভূমিতে একদিন' প্রামাণ্যচিত্রের জন্য। কিন্তু সেটা প্রামাণ্যচিত্রের 'প্রযোজক' হিসেবে; সৃষ্টিশীল নির্মাতা হিসেবে নয়! অথচ 'নির্মাতা' হিসেবেই প্রামাণ্যচিত্রটির জন্য আমাকে পরিকল্পনা ও কল্পনা করতে হয়েছে বছরের পর বছর। আমার চাইতেও বেশি সৃষ্টিশীল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত নির্মাণ দল নিয়ে নীলফামারী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৪৮টি বধ্যভূমিতে কাজ করতে হয়েছে। ওসবের মূল্যায়ন কি আসলেই হয়েছে? ধরা যাক, পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্রটি অন্য কোনো ব্যক্তি 'প্রযোজনা' করেছেন। তাহলে এত শ্রম, মেধা আর সৃষ্টিশীলতায় যে পরিচালক প্রামাণ্যচিত্রটি সবার কাছে তুলে ধরলেন, তাঁর জন্য কী অবশিষ্ট থাকত! উল্লেখ্য, কাহিনিচিত্রে কিন্তু নির্মাতা এবং প্রযোজক–উভয়ের জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু আছে!

তবে এটা তো অতিশয় সত্য যে, রাষ্ট্রীয় সব পুরস্কারই অমূল্য! এর মর্যাদাই আলাদা! এই পুরস্কার অর্জন করে আমি অবশ্যই ধন্য ও সম্মানিত। এই সম্মান, এই স্মৃতি আমাকে আমৃত্যু উজ্জীবিত রাখবে, উদ্দীপ্ত করবে। কিন্তু সেটা যদি প্রযোজক হিসেবে না পেয়ে নির্মাতা হিসেবে পেতাম; এই স্বীকৃতি আরও সার্থক হতো।

অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অনেক আগেই। সেই অর্থ আজও 'অনড়' অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে। (অলস পড়ে আছে সিনেমা হল তহবিলের হাজার কোটি টাকা, সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩)। কেন আজ অব্দি কোনো উদ্যোক্তা এই বরাদ্দ থেকে অর্থ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ বা মিলনায়তন বা সিনেমা কমপ্লেক্স নির্মাণে এগিয়ে আসছেন না; সেটা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

চার.

লক্ষণীয়, সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে একেকটি 'পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র' নির্মাণে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। কিন্তু 'পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র' নির্মাণে সর্বোচ্চ ৪০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়; যদিও শুরু হয়েছিল মাত্র ২০ লাখ টাকা দিয়ে। 'বধ্যভূমিতে একদিন' নির্মাণেও ২০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বৈষম্যটি অযৌক্তিক ও বেদনাদায়ক। আমার মতে, পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে অনুদানের সর্বোচ্চ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকা উচিত নয়। আরও দুঃখের বিষয়, বর্তমানে পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্রের জন্য অনুদান বন্ধ রাখা হয়েছে বলে শুনেছি। এই অবস্থার নিরসন হওয়া উচিত।

কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকার অঙ্কটিও কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়, কাহিনিচিত্রের ক্যানভাস হয় বিশাল আকারের। আকার অনুযায়ী তাদের নির্মাণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় আনুপাতিক হারে। বিশেষত ইতিহাসনির্ভর কোনো কাহিনিচিত্র নির্মাণে 'ঐতিহাসিক পটভূমি' পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে প্রাক্কলিত বাজেট ছাড়িয়ে প্রকৃত ব্যয় অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি মানসম্পন্ন কাহিনিচিত্র নির্মাণে 'প্রকৃত বাজেট' সংগ্রহ করতে নির্মাতাদের হিমশিম খেতে হয়। অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহের জন্য অনেক সময় মতাদর্শের বাইরে গিয়েও সহ-প্রযোজকের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় নির্মাতাদের! এটা সত্যিই বেদনাদায়ক! এই 'জিম্মিদশা' থেকে কাহিনিচিত্রের নির্মাতাদের মুক্তিদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই। সে ক্ষেত্রে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রে অনুদানের বর্তমান অঙ্কটা সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে এক কোটি টাকা নির্ধারণ করা গেলে মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ সুগম হবে।

পাঁচ.

অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অনেক আগেই। সেই অর্থ আজও 'অনড়' অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে। (অলস পড়ে আছে সিনেমা হল তহবিলের হাজার কোটি টাকা, সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩)। কেন আজ অব্দি কোনো উদ্যোক্তা এই বরাদ্দ থেকে অর্থ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ বা মিলনায়তন বা সিনেমা কমপ্লেক্স নির্মাণে এগিয়ে আসছেন না; সেটা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ, চলচ্চিত্রের সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব দিয়ে মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। আর সেই ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হবে অ্যানালগ পদ্ধতির প্রেক্ষাগৃহে; দর্শক বঞ্চিত হবেন আধুনিক প্রজেকশন সিস্টেমের আনন্দ থেকে–সেটা যুক্তির কথা হতে পারে না!

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালে 'ঢাকা চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এ দেশের চলচ্চিত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মুক্ত করেছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে। মঞ্চ নাটককে মুক্ত করেছেন ঔপনিবেশিক 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' থেকে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বর্তমান চলচ্চিত্রকে আরও সুন্দর, নান্দনিক ও মানসম্পন্ন করতে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা দেবেন–এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা

নির্বাচন মোকাবেলা করুন নতুবা সমঝোতার সন্ধান করুন

॥ মইনুল হোসেন ॥

নতুন ঘোষিত আমেরিকার ভিসানীতিকে সরকারের জন্য মাস্টার স্ট্রোক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই ভিসানীতি ঘোষণা মহাস্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে আমাদের জনগণের জন্য। আশা করা হচ্ছে, এ ঘোষণায় সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের নিপীড়নের মাত্রা কমবে এবং অধিকতর সভ্য হবে। নির্বাচনে কারচুপি করাটা ঝুঁকিমুক্ত থাকবে না; এ কথা সরকারি কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে। উপরন্তু ভোটচোরাদের থামাতে আমরা কেন জনগণের পাশে দাঁড়াব না? সরকারি প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোট কারচুপিতে অংশ নেয়া যেকোনো সত্যিকার রাজনীতিকের জন্য অবমাননাকর।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না পাওয়া এবং নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে না পারাটাও জাতি হিসেবে আমাদের জন্য কম লজ্জাকর নয়। কারচুপির নির্বাচনের কারণে দেশে অপশাসন ও দুর্নীতি প্রকট হয়েছে। দেশের রাজনীতিতে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও বিভক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সরকারের কিছু সদস্যের নির্লজ্জ আচরণ ও জঘন্য কর্মকান্ড এমন ধারণা দিয়েছে যে, এ দেশে শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি নেই, যা আমাদের জাতীয় ভাবমর্যাদাকে মলিন করেছে। জনগণকে তাদের পছন্দ মতো সরকার নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ সরকার ও জনগণের জন্য অবমাননাকর হয়েছে।

একজন প্রকৃত রাজনীতিককে জানতে হয় যে, তার ক্ষমতার উৎস জনসমর্থন। কিন্তু এ সরকার নির্ভর করছে আমলাদের ওপর, গুপ্ত হত্যা, অপহরণ, ফৌজদারি মামলা দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভয়ভীতি ও অসহায়ত্ব সৃষ্টির ওপর। সরকার ভাবছে, এসব সত্য অন্যান্য দেশের সরকার অবহিত নয়।

স্বাধীন বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের অবর্তমানে এটা দাবি করা সম্ভব নয় যে, জনগণের আইনের সুরক্ষা রয়েছে। একইভাবে আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের সরকার জনগণের স্বার্থ রক্ষার সরকার। সে জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমেরিকার ভিসানীতি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে, শুধু সরকারি কর্মকর্তারা নন, যে কেউ নির্বাচনী কারচুপির সাথে জড়িত হলে তার ওপর এ ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ছাড় দেয়া হবে না।

আমরা আশা করি, এই নীতির দ্বারা ভোট চুরির লোভনীয় ব্যবসার ইতি ঘটবে। জনগণ ফিরে পাবে নিজেদের সরকার, যে সরকার তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

আমেরিকার এ ভিসানীতি ঘোষণার আগে নির্বাচন কারচুপিতে কোনো ঝুঁকি ছিল না, কেবল লাভ ছিল। এ লাভের চিন্তা থেকে সরকার বেপরোয়া হয়ে শাসনতন্ত্রের নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতাদের সরকার পরিচালনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা আছে কি না তা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কিছু উচ্চাভিলাষী আমলার খপ্পরে পড়ে এবং আমরা যে সরকার লাভ করি তাকে কর্তৃত্ববাদী আমলাতান্ত্রিক সরকার বলা যায়। সহজ ভাষায় বলা যায়, আমাদের ওপর আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জনস্বার্থ রক্ষার বিষয়টি নানাভাবে উপেক্ষিত। আমাদের মতো একটি শিক্ষিত দেশে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই দলীয় প্রধান হতে পারেন। দলীয় প্রধান হিসেবে সরকার প্রধান হতে পারেন। সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি তো রাজনীতিবিদই নন। যেখানে সরকার পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই; সেখানে গণতন্ত্রের নামে আমলাতান্ত্রিক গণবিরোধী সরকার পাওয়াই তো স্বাভাবিক। তাই জনগণের নিজেদের নির্বাচিত সরকার পাওয়া জরুরি হয়ে উঠেছে।

‡ভোট চুরির নির্বাচন সহজ হওয়ায় তাদের পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করা কঠিন, ভীতিকর ও দুশ্চিন্তার বিষয়। ভোট চুরির সরকার হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পাওয়ায় সরকারের আশপাশের এমনকি পরিবারের সদস্যদের পক্ষেও প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাদের জন্য সরকারের পতন তথা ক্ষমতার পালাবদল বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি নেতা গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার যোগ্যতা নিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন তা তো নয়। দলীয় সমর্থন পেয়ে তারা নেতৃত্বের আসনে বসেছেন। নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকারের দাবি আওয়ামী লীগের কাছে নতুন নয়। শাসনতন্ত্রে এ সংক্রান্ত ধারা আওয়ামী লীগসহ সব দলের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থাকাতে শাসনতন্ত্রে নতুন পরিবর্তন এনেছে। এখনো সরকার ভোট চুরির ব্যবস্থা সুরক্ষায় অতি উৎসাহী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোট চুরি করে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নি-দ্র ব্যবস্থা করে রেখেছে।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন এমনভাবে আনা হয়েছে যে, বিরোধী পক্ষ যদি নির্বাচনে বিজয়ীও হয় তবুও নির্বাচন-পরবর্তী তিন মাস বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু কী জন্য? এ সময়টাতে ক্ষমতাসীন সরকারের সুযোগ থাকবে নির্বাচনী ফল বানচাল করা এবং ক্ষমতায় থেকে যাওয়া।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হিসাব-নিকাশ খুব সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের সরকারি কর্মচারীরা সরকারের পক্ষে নির্বাচনে ভোট চুরি করবে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের নতুন এই ভিসানীতি কোনো দলের পক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়। এ নীতি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ভোটাধিকার রক্ষার নীতি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি দেখা যায়, মন্ত্রী বিশেষ অর্থসম্পদ করেছেন, তা হলে তাকে ধিক্কার জানানো হয়। একই সাথে তিনি মন্ত্রী থাকতে পারেন না। যুক্তরাজ্যে মিথ্যা বলায় একজন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। মন্ত্রী হন আর প্রধানমন্ত্রী হন আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করলেই হবে না, নৈতিক মানও উঁচুতে থাকতে হবে।

জনগণের শাসনব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতির কারণে আওয়ামী লীগকে যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এ কথা দলটির ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমরা আশা করছি, আমেরিকার নতুন ভিসানীতি জনগণের ভোটে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এ ছাড়া পুলিশও তাদের শক্তি প্রয়োগে সংযমী হবে। সরকারের জন্য বিভ্রান্তির ধূম্রজালে থাকা ঠিক হবে না। আগামী নির্বাচন সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠান করা জাতীয় দায়িত্ব। আ‡মরিকান পলিসি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করেছে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আমেরিকার সরকার নতুন ভিসানীতি প্রবর্তন করেছে। এটা বলার সুযোগ নেই যে, আমেরিকা কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি নেতা গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার যোগ্যতা নিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন তা তো নয়। দলীয় সমর্থন পেয়ে তারা নেতৃত্বের আসনে বসেছেন। নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকারের দাবি আওয়ামী লীগের কাছে নতুন নয়। শাসনতন্ত্রে এ সংক্রান্ত ধারা আওয়ামী লীগসহ সব দলের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থাকাতে শাসনতন্ত্রে নতুন পরিবর্তন এনেছে। এখনো সরকার ভোট চুরির ব্যবস্থা সুরক্ষায় অতি উৎসাহী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোট চুরি করে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নি-দ্র ব্যবস্থা করে রেখেছে।

বিভ্রান্তির ফাঁদে পা না দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের উচিত হবে; আমেরিকার ভিসানীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নতুবা তাদের জানা বিকল্প অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার পথ অনুসরণ করা।

লেখক : সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

॥ মোস্তাফিজুর রহমান ॥

বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর সতর্কতা ও হুঁশিয়ারির মধ্যেই এগিয়ে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রাকৃতিক বুদ্ধিমানদের নিরলস গবেষণা। ফলে বিশ্বজুড়ে নতুন করে যথেষ্ট আশঙ্কা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কৌতূহলী মানুষের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন। এআই নিয়ে আগামীর প্রযুক্তি কি আশীর্বাদ না-কি অভিশাপ বয়ে নিয়ে আস‡ছ? প্রযুক্তির নিত্যনতুন গবেষণায় কী হতে চলেছে আগামীর বিশ্বে? মানুষ কি তাদের প্রযুক্তির গবেষণার মাধ্যমে আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি করছে? ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সেই রোমহর্ষক কাহিনী আমাদের অনেকেরই জানা। আসুন, আবার সংক্ষেপে একটু জেনে নিই সেই বীভৎস কাহিনী। একজন জার্মান গবেষক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তার বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। ফলে তিনি মৃত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ জোড়া দিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চালন করেন। সৃষ্টি হয় প্রচন্ড শক্তিধর, কুৎসিত এক দানবের। পরে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নিজেই নিজের সৃষ্টিকে ভয় পান এবং তিনি সেটির সাথে খারাপ আচরণ ïরু করেন।স্রষ্টা অর্থাৎ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের খারাপ আচরণ দেখে সে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে সেটি তার স্রষ্টাকে মেরে ফেলতে চায়। একদিন সেটি বনে আশ্রয় নেয় এবং তার স্রষ্টার ওপর পর্যায়ক্রমে প্রতিশোধ নিতে থাকে। প্রথমেই সে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সহকারী ড. নীল ও তার একজন আয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর সে হত্যা করে তার সৃষ্টিকর্তার এক ভাইকে। বনে আশ্রয় নিলেও সে একে একে শত শত গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এরপর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের বিয়ের রাতে সে নববধূ ও তার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে। যদিও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তার সৃষ্টি করা দানবকে হত্যা করতে চেয়েও পারেননি। একপর্যায়ে সৃষ্টিকর্তাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে মারা যান। গল্পের শেষে দেখা যায়, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মারা যাওয়ার পর সেটি নিজেও আত্মহত্যা করতে চেয়ে পরে নিমিষে হারিয়ে যায়। উপন্যাসটিকে বলা হয়- পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন। এটি এক সাথে ভৌতিক, গথিক, রোমান্স ও বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীতে ভরপুর। শেলি মেরি রচিত উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ১ জানুয়ারি। শেলি মেরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের মাধ্যমে মানব জাতিকে স্পষ্ট একটি বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তা হলো- প্রকৃতির রহস্য পুরোপুরি উন্মোচিত করতে গেলে কেমন করে সব কিছু হারাতে হয়।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনীতে যে ম্যুরাল দিকটি আমরা দুই শ' বছর আগে জেনেছিলাম ঠিক দুই শ' বছর পরে কি আমরা সে ম্যুরাল থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পেরেছি? অনেকেই বলছেন, পারিনি। আমরা যে সত্যি কোনো শিক্ষা নিতে পারিনি তার বড় প্রমাণ 'এআই গডফাদার' নামে পরিচিত গুগলের সাবেক কর্মকর্তা জিওফ্রে হিন্টনের নতুন সতর্কবার্তা। প্রাথমিক কিছু সতর্কতা থেকে ধারণা করা হয়েছিল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানে বিশ্বে ৩০ কোটির বেশি মানুষ শুধু চাকরি হারাবে। ৩০ কোটির বেশি মানুষের চাকরি হারানোর কথাটি মার্কিন এক বিনিয়োগ ব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করে। তাদের ধারণা, কর্মক্ষে‡Îর প্রশাসনিক খাতের ৪৬ শতাংশ, আইনি খাতের ৪৪ শতাংশ জায়গা দখল করে নেবে এআই। এর আগে 'গোল্ডম্যান স্যাকস' তাদের অন্য এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মোট কর্মশক্তির এক-চতুর্থাংশ চাকরির জায়গা দখলে নিতে পারে এআই প্রযুক্তি। এসবের বাইরে আরো ভয়ঙ্কর ক্ষতির কথা বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে। ৭৫ বছর বয়স্ক জিওফ্রে হিন্টন যার জীবনের অর্ধেক সময় কেটেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজে, তিনি নিজে এআইয়ের ভয়ঙ্কর ক্ষতির দিকটি জানান দিচ্ছেন। তিনি আগে গুগলের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম সামলাতেন। ব্রিটিশ এই বিজ্ঞানী যাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জনক বলা হচ্ছে, তিনি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নিয়ে ভয়ঙ্কর বার্তা দিচ্ছেন। তিনি এও বলছেন, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মারাত্মক ক্ষতিকর যে দিকগুলো তিনি দেখছেন তার জন্য তার অনুতাপ হয়। তিনি হুঁশিয়ারি করে বলেন, এআই চ্যাটবট থেকে এমন কিছু হতে পারে যা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। এই মুহূর্তে তারা আমাদের চে‡য় বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু শিগগিরই তারা তা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জিপিটি-ফোরের মতো জিনিসগুলো সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণের দিক থেকে একজন মানুষকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, এই প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে খুব দ্রুতই এর আরো উন্নতি ঘটবে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জিওফ্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতির আরো ব্যাপকতা বুঝাতে বলেন, এআইয়ের ক্ষতি সারা বিশ্বে জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি থেকেও ভয়াবহ হতে পারে। তিনি বলেন, জলবায়ু বিপর্যয়ে করণীয় কী তা আগে থেকে অনুধাবন করা যায়। যেমন- কার্বন পোড়ানো বন্ধ কর‡লেই এ ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে আমরা কেউই স্পষ্ট কিছু জানি না। জিওফ্রের মতো একইরূপ সতর্কবার্তা দিয়েছেন মার্কিন মুল্লুকের শীর্ষ ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট। তিনি বলেন, এআই প্রযুক্তি 'পারমাণবিক বোমার মতো'। তবে চ্যাটজিপিটির নানান ক্ষতিকর দিকের বাইরে এর কিছু সুবিধার কথাও শোনা যায়। কেউ কেউ বলছেন, এর ফলে নতুন কিছু চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। চ্যাটজিপিটি গান-কবিতা-উপন্যাস লেখা ও ছবিও আঁকতে পারে। এসব সুবিধার কথা মাথায় রেখেও ওয়ারেন বাফেট বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রযুক্তিবিদদের সতর্ক করে বলেন, এআই প্রযুক্তিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার আগে সতর্কতার সাথে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তার ধারণা, যখন কোনো প্রযুক্তি সব ধরনের জিনিস করতে পারে তখন তা সত্যি চিন্তার। তিনি আরো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একদিন সব কিছুই পরিবর্তন করে দেবে।

আতঙ্কিত প্রযুক্তিবিদরা এআই প্রসঙ্গে বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কাজ যতটা সহজ করতে পারে তার থেকেও এর কুপ্রভাব নিয়ে তারা অধিক চিন্তিত। তাদের ধারণা, একটা সময় আসবে এআই উদ্ভাবন মানুষের বুদ্ধির পরিধিকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এআই প্রযুক্তি কি সৃষ্টি হিসেবে একদিন তার সম্রষ্টার হন্তারক রূপে আবির্ভূত হবে? যেমনটি হয়েছিল 'দ্য মডার্ন প্রথিমিউস' খ্যাত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে? অবশ্য প্রযুক্তিবিদদের অনেকে বলেন, প্রথম যখন কোনো নতুন উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় তখন তার ইতিবাচক দিকটিই আগে লক্ষ করা হয়। পরে এর অপপ্রয়োগ শুরু হতে থাকে। এআই প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ ক্ষতির নানাদিক নিয়ে যারা চিন্তিত তারা অবশ্য ইতোমধ্যে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে একজোট হয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন অ্যাপলের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওয়াজনিক, টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্কসহ অনেক প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানব সভ্যতার সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে জনমত গঠনে একটি খোলা চিঠি লেখা হয় যেখানে আগামী ছয় মাসের জন্য এআই উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এআই প্রযুক্তি নিয়ে যারা তৎপর এবং এ নিয়ে যারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তারা এত এত আশঙ্কা ও আতঙ্কের বার্তাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন সেটিই এখন দেখার বিষয়। তবে গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা, সৃষ্টির নেশায় তারা এমন কোনো বীভৎস দানব নিশ্চয় সৃষ্টি করবেন না যা খোদ তার স্রষ্টার হন্তারকরূপে আবির্ভূত হয়।

লেখক : কলামিস্ট

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





















মইনুল ইসলাম বহিষ্কার : অর্থ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা

(শেষের পাতার পর)

প্রায় এক ডজন প্রাইভেট সিকিউরিটি নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়াও এনওয়াইপিডি অফিসারের উপস্থিতিও ছিলো লক্ষণীয়।

পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক রোববার (১১ জুন) সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে সন্ধ্যা ৬টার স্থলে সাড়ে ৭টার দিকে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে এসোসিয়েশনের সদস্যদেরকে হলে প্রবেশমুখে কড়া সিকিউরিটির মাধ্যমে দেহ তল্লাসী করে ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এরই মধ্যে সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খান শেফাজ সভাস্থলের ভিতরে প্রবেশ করলে তাকে বের করে দেওয়া এবং সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী সিকিউরিটি কর্তৃক প্রবেশমুখে দেহ তল্লাসীর ঘটনায় জালালাবাদবাসী একটি অংশের মাঝে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে। দেখা দেয় উত্তেজনা। পাশাপাশি কুইন্স প্যালেসের সামনে কতিপয় ভিন দেশীর হাতে 'জালালাবাদ ভবন চাই', 'বিভক্তি নয়, ঐক্য চাই, জালালাবাদ ভবন চাই' প্রভৃতি প্লাকার্ড/ব্যানার হাতে অবস্থান নেয়ার ঘটনায় অনেকের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এদিকে সাধারণ সভা শুরুর প্রাক্কালে এসোসিয়েনের ইসি কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাবী করে সভা পরিচালনা করতে চাইলে সভাপতি বদরুল হোসেন ও তার পরিষদ বাধা দিলে চরম হট্টগোল আর বাক-বিতন্ডা শুরু হয়। পাল্টা-পাল্টির বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সিকিউ-রিটির সদস্যরা মইনুল ইসলাম ও তার সমর্থকদের সভা স্থল থেকে বের করে দেয়।

পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয় এবং সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। সভায় সংগঠনের সবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য ও সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য কওছারুজ্জামান কয়েস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জুনেদ খান, মিসবা আহমেদ, আব্দুল হাসিব মামুন, আহমেদ জিল্লু ও আতাউর রহমান সেলিম এবং প্রবীণ প্রবাসী ছদরুন নূর সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তা জামিল আনসারী। এরপর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের প্রস্তাবনায় সদ্য প্রয়াত সংগঠনের সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসময় সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সবেক সভাপতি কামাল আহমেদ সহ পরলোগকমনকারী এসোসিয়েশনের কয়েক কর্মকর্তাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়।

পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ আলিম উদ্দিন। উভয়ের রিপোর্টে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এরপর রিপোর্ট দুটি নিয়ে আলোচনার সময় বিভিন্ন ইস্যু ও বক্তব্যে একাধিকবার উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও আবার তা প্রশমিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট সহ ভবন ইস্যুতে আলোচনায় অংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মস্তফা কামাল, মাসুদুল হক সানু, মকবুল রহিম চুনুই, গৌস খান, আব্দুর নূর বড় ভূইয়া, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, শেখ আতিকুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মওলানা রশীদ আহমদ, মাহবুবুর রহমান, মিজানুর রহমান মিজান, জামিল আন-সারী, সাইকুল ইসলাম, জামাল হোসেন প্রমুখ।

জনাব ছদরুন নূর ব্যতিত সভা মঞ্চে উপবিষ্ট সকলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদকগণ 'জালালাবাদ ভবন' সমস্যার সমাধানে ৬ সম্পাদকের নেয়া উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার ব্যাখা দেন।

সবশেষে সভাপতি বদরুল হোসেন খান তার দীর্ঘ সমাপনি বক্তব্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং অব্যহতিপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের গঠনতন্ত্র লংঘন ও আর্থিক অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন। এরপর তিনি গঠনতন্ত্রের ধারা-০৯ মোতবেক সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে এসোসিয়েশন থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করতে উপস্থিত সদস্যরা হাত তুলে তার প্রস্তাব সমর্থন করেন। মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে বাহিষ্কারের প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তিনি ঘোষণা দেন যে এই সিদ্ধান্ত আগামী ২৫ জুন থেকে কার্যকর হবে এবং মইনুল ইসামের কাছে পাওণা অর্থ উদ্ধানের আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবং এসোসিয়েশনের আত্নসাৎকৃত অর্থ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত সংগঠনের অর্থে কেনা 'জালালাবাদ ভবন' যাতে কেনা-বেচা করতে না পারে তার আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথাও ঘোষণা দেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৩৮ বছরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে সিকিউরিটির উপস্থিতিতে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলেও এর আগে কখনো সিকিউরিটি দিয়ে দেহ তল্লাসীর ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনায় প্রায় সকল বক্তাই ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন এর সমালোচনা করেন।

বদরুল খানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা : রোববার পাল্টা সাধারণ সভা

এদিকে কুইন্স প্যালেসের ভিতরে যখন সাধারণ সভা চলছিলো তখন মিলনায়তনের বাইরে 'বদরুল-হাকিম' আহুত সাধারণ সভাকে অবৈধ সভা উল্লেখ করে ইসি কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বদরুল হোসেন খানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং আগামী ১৮ জুন রোববার সন্ধ্যা ৬টায় 'জালালাবাদ ভবন'-এ পাল্টা সাধারণ সভা আহবান ঘোষণা দেন।

মইনুল ইসলাম আহুত রোববারের সাধারণ সভার প্রতি একাত্ততা প্রকাশ করেন এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গণি আসাদ সহ আজিজুর রহমান সাবু, আব্দুল হাসিম হাসনু, সৈয়দ জুবায়ের আলী, দরুদ মিয়া রনেল, আব্দুল করীম চৌধুরী প্রমুখ।





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ভারতীয় সেনাপ্রধানের দ্বিতীয় বাংলাদেশ সফর

॥ ড. শকুন্তলা ভবানী ॥

গত কয়েক বছরে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এটি দুই দেশের রাষ্ট্র নেতাদের পারস্পরিক সফর, প্রশিক্ষণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন, সমবায় প্রশিক্ষণ অনুশীলন এবং মানবিক সহ-ায়তা এবং দুর্যোগ-ত্রাণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভারত দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্য সমর্থনের পাশাপাশি সম্পর্ক আরো গভীর করার চেষ্টা করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ, গবেষণা ও প্রযুক্তি, সামরিক ও নিরাপত্তা, সমুদ্রবিষয়ক, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে। গত ৫ জুন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে প্রতিবেশী দেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে এবং দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে যান। সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল পান্ডের এটি ÍØতীয়বার বাংলাদেশ সফর। গত বছরের জুলাইয়ে তিনি শীর্ষ পদে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম সেদেশে যান।

দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদারের উপায় বের করতে সেনাপ্রধান এই সফরে বাংলাদেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন। সেনাপ্রধান সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানের সাথেও আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। চলতি বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ভারত সফর করেন এবং চেন্নাই অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পাসিং আউট প্যারেড পর্যবেক্ষণ করেন। সেনাবাহিনীর মতে, যৌথ সামরিক মহড়া এবং সিনিয়র সামরিক কমান্ডারদের ঘন ঘন সফরসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা কার্যক্রম দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে। বাংলা‡দশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতীয় সেনাপ্রধানের এই সফর হলো। কারণ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিষয়ে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্বাচনের আগে নতুন ভিসানীতি সাম্প্রতিক একটি ইস্যু। ভারত এই উপমহাদেশের বৃহত্তম দেশ ও এটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বাংলাদেশের প্রতি একের পর এক পদক্ষেপ নিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অবজ্ঞা করে আসছে। ফলে ভারত এখন এসব কর্মকান্ডে অস্বস্তিতে পড়েছে। কারণ জাতিসঙ্ঘে চীনের ভেটো বাংলাদেশকে হেয় করতে চায় এমন রেজ্যুলেশন বন্ধ করতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের ক্রমবর্ধমান চাপ বাংলাদেশ সরকারকে চীনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই ভারত বাংলাদেশকে কৌশলগতভাবে সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পথ অনুসরণ করলে বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের জন্য কী অবশিষ্ট থাকবে?

বিভিন্ন কারণে ভারত ওই এলাকায় হাসিনা প্রশাসনকে সমর্থন দিতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতের বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের প্রয়োজন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক' ঘোষণা করেছে। এই ইন্দো-প্যাসিফিক



কৌশলের অধীনে সম্পর্ক এবং সহযোগিতা উভয় পক্ষের দ্বারা চালু করা যেতে পারে। তাই ভারতীয় সেনাপ্রধানের এই সফরটি বাংলাদেশ এবং ভারতের 'অসামান্য' দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। সেনাপ্রধানের সফর দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং বিভিন্ন কৌশলগত উদ্বেগের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আরো সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশ ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে। এই সফর পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করতে পারে। কিছু দ্বিপক্ষীয় অসুবিধা সত্ত্বেও উভয় দেশ তাদের সম্পর্ক আরো জোরদার করতে খুবই আগ্রহী, যা এই সফরের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। এটি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে এবং উন্নত বোঝাপড়ায় সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশের কিছু দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠতে ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে সহযোগিতা করতে হবে।

ভারত বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখে। আর্মি টু আর্মি সহযোগিতার অংশ হিসেবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১৮টি ব্র্যান্ড-নতুন ১২০ এমএম মর্টার সরবরাহ করার পাশাপাশি, ভারত বাংলাদেশকে ভারতের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনার জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার লাইন অব ক্রেডিট দিয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের তিন বাহিনীর ১২২ সদস্যের দল ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিল। গত ৫০ বছরে ভারতীয় জাহাজের প্রথম নৌসফরটি ৮ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে হয়েছিল, যখন দু'টি ভারতীয় নৌজাহাজ-আইএনএস কুলিশ ও আইএনএস সুমেধা বাংলাদেশের মোংলা বন্দর পরিদর্শন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত উভয়ই বাংলাদেশের সাথে আরো কৌশলগতভাবে জড়িত হতে চায় এবং তাদের সম্পর্ক আরো গভীর করতে চায়। বাংলাদেশের নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং ভারতের নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে এই মাসের শুরুতে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার প্রয়াসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেছেন। দুই সেনা নেতা হয়তো ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়েও কথা বলেছেন।

২০১৭ সালের এপ্রিলে নয়াদিল্লিতে তার চার দিনের সফরে, শেখ হাসিনা ভারতের সাথে দু'টি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিগুলো ভারত এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রথম চুক্তিগুলো চিহ্নিত করেছিল। চুক্তিতে দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনী যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া চালাবে। ভারত বাংলাদেশী সামরিক বাহিনী‡ক প্রযুক্তিগত ও লজিস্টিক সহায়তার পাশাপাশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণও দেবে। দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনী সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ (এইচএডিআর) নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনী একাধিক স্তরে একে অপরের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় করে। কারণ প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রতিরক্ষার বিষয়টি ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১-এ উঠেছিল যখন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ বাংলাদেশী সরকারের সিনিয়র প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারত ও বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি কর্মী প্রেরণ করেছে। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অটল অবস্থান সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে মহাকাশ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টা ভারতের জানা। কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন যাতে তার ভূখন্ড ব্যবহার না করে তার জবাবে বাংলাদেশের স্বার্থে আক্রমণ না করতে পারে সে জন্য ভারতের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। উত্তর-পূর্ব ভারতে বি‡দ্রোহের বর্তমান নিম্ন অবস্থানের কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের সাহায্যের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও বাণিজ্য জোরদার করার ইচ্ছার ওপর জোর দিয়েছেন।

লেখক: কলামিস্ট, কলকাতা স্নাতক কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক

পণ্যমূল্য

॥ মীযানুল করীম ॥

Ô‡দখিতে দেখিতে বেগুনের দাম এক আনা হইতে ছয় পয়সা হইয়া গেল। মানুষ বাঁচিবে কী করিয়া?' প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ রকম একটা কথা আছে তার একটি বইতে। এবার সেই বেগুনের দাম ২০ টাকা থেকে ৮০ টাকা হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে এটা শুনে বিভূতি বাবুর ভূষণ-বসনের কী দশা হতো, আল্লাহই জানেন।

‡কান্ জিনিস উপরে উঠলে আর নিচে নামে না? অন্তত বাংলাদেশে এর উত্তর-'পণ্যমূল্য'। বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য একবার বৃদ্ধি পেলে আর কমে না। সারা পৃথিবীতে পণ্যের মূল্য আবার কমে এলেও এই অদ্ভুত দেশে মন্ত্রীরা যদি বলেন, জিনিসের দাম আর বাড়বে না, সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেয়। মন্ত্রীরা যদি বলেন, 'জিনিসের দাম ৫০ টাকার বেশি হবে না'। সাথে সাথে দাম অন্তত এর এক টাকা হলেও বেশি হবে। তারা যদি বলেন, 'আগামী তিন দিন দাম বাড়বে না'। তা হলে তিন দিনের মধ্যেই দাম বাড়া শুরু হয়ে যাবে। বাংলাদেশে রোজার মাস এলে বেশি খুশি হয় অসৎ ব্যবসায়ীরা। অথচ বেশি খুশি হওয়ার কথা পরহেজগার, রোজাদার ও সৎ ব্যবসায়ীদের। নিত্যপণ্যের মূল্য একবার বাড়লে আর কমে না কেন- এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না। অথচ পৃথিবীর সব মুসলিম দেশই রোজার মাস এলে জিনিসের দাম কমায়। ব্যতিক্রম শুধু আমাদের বাংলাদেশ।

কথায় বলে, 'আদার বেপারির জাহাজের খবর রেখে লাভ কী'। এখন সেই আদার দাম ঢাকাতেই কমপক্ষে ৩০০ টাকা, ৫০০ টাকায় উঠে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আদার অভাবে রাজধানীতে অনেকের চা পর্যন্ত খাওয়া হচ্ছে না। আদার বেপারিদের লাখ লাখ টাকা। অতএব তারা না রাখলে কে রাখবে জাহাজের খবর? একই অবস্থা চিনিরও। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগামী কয়েক দিন চিনির দাম বাড়বে না। দেখি, এবার ব্যবসায়ীরা মন্ত্রীর কথা শুনে কি না। মন্ত্রী আরো বললেন, যারা চিনির দাম বাড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ পর্যন্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। দেখা যাক, এখন তিনি কী ব্যবস্থা নেন। তবে তাদের ওপর বেশি ভরসা করা চলে না।

এই দেশের কবি অতীতে একসময় বলেছিলেন, 'স্বদেশের কুকুর পুঁজি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'। আর সেই দেশের মানুষ আদা, চিনিসহ সব ক্ষেত্রেই বিদেশের মুখাপেক্ষী। তাই আদার বেপারিদের এখন বিদেশের জাহাজের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, কারণ স্বদেশী আদা বা চিনির চেয়ে বিদেশী পণ্যের দাম বেশি। আদার ঝাঁজ কমেনি, ঠিক তেমনি চিনির মিষ্টি



স্বাদও। কাঁচামরিচের ঝালও কমেনি কিন্তু প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রী গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ জ্বালানির দাম দফায় দফায় বাড়ালেও কেউ কিছু বলার উপায় নেই। আমরা দেশী জিনিসের দাম বাড়াতে গিয়েও বিদেশী রেফারেন্স টানার সিদ্ধহস্ত। এ জন্য করোনা মহামারী থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের উদাহরণের অভাব হয় না। বিশ্বের আর কোথাও দাম না বাড়লেও বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়বে। কারণ 'খলের ছলের অভাব হয় না'।

ডাবের দাম ৩০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা হলেও কারো কিছু বলার নেই। আর নারকেলের দাম ১০ টাকা থেকে ১৩০-১৫০ টাকায় উঠলেও কারো কিছু বলার উপায় নেই। দিন যত যাচ্ছে, তত জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

‡য আগুন দেখা যায় না, তা হলো, বাজারের অগ্নি। বলা হয়, অগ্নিমূল্যে জনগণ দিশেহারা'। বাজারে গেলে টের পাওয়া যায় জিনিসের দাম কেমন, আকাশচুম্বী মূল্য থামানোর কেউ নেই। করোনা মহামারীর আগে থেকেই এই অবস্থা। এর সাথে কেউ সন্ত্রাসী হামলা, মূল্যস্ফীতি, ডলার সঙ্কট ইত্যাদি কারণ যোগ ক‡র থাকে। কিন্তু সব ঝামেলা এসে পড়ে স্বল্পবিত্ত সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। তারা এই কারণগুলোর জন্য দায়ী নয়, কিন্তু তাদেরকেই মাশুল দিতে হয় বেশি। তাদেরকে Toiling Mass বলা হয়। এর অর্থ, মেহনতি জনতা। তারা আর কত দিন মেহনত বা কষ্ট করবে? বাজারের আগুন না নিভলে তাদের মনের আগুনও নিভবে না। কিন্তু বাজারের আগুন থামাবে কে? যারা থামানোর, তারাই উসকে দেয়। কথায় বলে, 'যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। পণ্যমূল্যের আগুনও সবখানে ছড়িয়ে গিয়েছে। কারণ সব জায়গায়ই মেহনতি মানুষ আছে। মূল্যের অগ্নিশিখা শুধু দাউ দাউ করে উপরের দিকে ওঠে, নিচে আর নামে না। এ আগুন নেভানোর মতন কেউ আছেন কি না। অনেক দিন আগে থেকেই বাজারে নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্য। দৈনন্দিন জীবন ধারণের সব ক'টি পণ্যের দাম কেবলই বাড়ছে। মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। সরকারও বিব্রত মূল্যস্ফীতির কারণে। এবার বাজেট পেশের সময়ে সরকারি মহলও বলছেন, 'আমরাও মূল্যস্ফীতির কারণে আশঙ্কা করছি'। সরকারের মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আয়-বৈষম্য, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদির শিকার বেশি স্বল্পবিত্ত জনগণ। করোনাকালের পরপরই 'সানেম', সিপিডি প্রভৃতি বেসরকারি সংগঠন দেশে জরিপ চালিয়েছে এই ব্যাপারে। তারা দেখেছেন, নিম্নবিত্ত মানুষই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহায়। বিশ্বের মূল্যস্ফীতির কারণে নয়; মূলত কিছু অসৎ লোকের কারসাজির দরুন এই অবস্থা। বিত্তহীন মানুষই করোনাকালে সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছে। তারাই সবচেয়ে বেশি অভাবে পড়ে।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদেরকে কম খেতে হয়। (যেমন- আগের ১০০ টাকার জিনিসের দাম ১৬০ টাকা, ফলে তাদেরকে খরচ কমাতে হয়েছে। এ কারণে তারা প্রয়োজন থাকলেও খেতে পারে না।) এ দিকে চিঁড়া গুড়ের মতো জিনিসেরও দাম কয়েকগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব জিনিসের দাম বাড়ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে। গরিব মানুষ মোটা চাল বেশি খায়, কিন্তু মোটা চালের দাম বেশি। নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিয়মিত খাদ্য গ্রহণেও কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রার মান কমে যাচ্ছে।

ঋণ করে ঘি খাওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে

॥ আবু আহমেদ ॥

গত ১ জুন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে জাতীয় সংসদে। তবে এ একে দুঃসময়ের বাজেট বলে মনে হচ্ছে না। বরং এ বাজেট বিশ্লেষণ করে অনেকটাই মনে হচ্ছে, দেশের অর্থনীতির সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে এবং রাজস্ব সংগ্রহ বাড়িয়ে নেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।

ঢাকের বাজনাটা অনেকটা তা-ই। মোট বাজেট ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার, যেটা স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বাজেট। বাজেটের আকার বড় হয়েছে ঠিক আছে; কিন্তু এ বাজেটের পরিচালনাগত ব্যয়ের বিষয়টি লক্ষণীয়।

বাজেটের পরিচালনাগত ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। অথচ এর গুরুত্ব বিশাল। বাজেটে আগামী অর্থবছরের জন্য সরকার পরিচালনার ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা, আর উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা। ৩-৪ বছর ধরে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় পরিচালনাগত বাজেটের আকার অনেকটা বেশি গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর অর্থ হচ্ছে, উন্নয়ন বাজেট পুরো ব্যয়ের দিক দিয়ে বাড়ছে; কিন্তু পরিচালনাগত বাজেট, যেটাকে সরকারের রেভিনিউ বাজেট বলা হয়, সেটার বৃদ্ধি আরও অনেকগুণ। এর অর্থ হচ্ছে, সরকার দেশের জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করছে; কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই খরচ হয়ে যাচ্ছে রেভিনিউ বাজেটে।

এখন প্রশ্ন হলো, রেভিনিউ বাজেটে কী আছে? এর উত্তর হলো, সরকারি আমলা থেকে শুরু করে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৪-১৫ লাখের মতো। এ বিশাল আকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতার বিরাট খাতটি রেভিনিউ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি হচ্ছে, সরকারের ঋণের সুদ। সরকার অতীতে যে ঋণ করেছে, সেটার সুদ টেনে যেতে হয় এ রেভিনিউ বাজেট থেকেই।

পরিচালনাগত এ ব্যয় এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, সরকার জনগণের কাছ থেকে যত রাজস্বই সংগ্রহ করুক না কেন, সেগুলোর বেশির ভাগই ওই খাতে চলে যাচ্ছে। এ কারণে উন্নয়ন বাজেটের জন্য আশানুরূপ অর্থ বাজেট থেকে পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠছে। অর্থাৎ উন্নয়ন বাজেটের জন্য খুব একটা অর্থ পাওয়া যায় না।

কারণ, রেভিনিউ বাজেটে খরচ করার পর যেটা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেটাই উন্নয়ন বাজেট হিসাবে খরচ করা হয়ে থাকে। পরিচালনাগত খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ উদ্বৃত্ত কমে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের পরিচালনাগত ব্যয়ের পরিধি কমিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ সরকারের আকার ছোট করতে হবে।

‡মাট বাজেট ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা রয়েছে ঘাটতি বাজেট। এই ঘাটতি বাজেটের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ঋণ আর বাকি অর্ধেক হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। ৩-৪ বছর থেকে যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখা যাবে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে বৈদেশিক উৎসের দেনাও বাড়ছে।

বাজেটে রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংগ্রহ করবে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্ব আদায়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা এবং নন-ট্যাক্স রেভিনিউ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। আর বাকিটা ঘাটতি বাজেট। এ ঘাটতি সরকার পূরণ করবে কীভাবে? সরকারকে এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে।

আগে সরকারের ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ সূত্রটি ছিল

এখন প্রশ্ন হলো, রেভিনিউ বাজেটে কী আছে? এর উত্তর হলো, সরকারি আমলা থেকে শুরু করে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৪-১৫ লাখের মতো। এ বিশাল আকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতার বিরাট খাতটি রেভিনিউ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি হচ্ছে, সরকারের ঋণের সুদ। সরকার অতীতে যে ঋণ করেছে, সেটার সুদ টেনে যেতে হয় এ রেভিনিউ বাজেট থেকেই।

না। এটা নতুন করে শুরু করছে সরকার। সরকারের ঋণ গ্রহণের একটা মাধ্যম হচ্ছে ব্যাংক খাত, আরেকটা হচ্ছে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি পূরণে ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকার ঋণ নেবে সরকার। এটি চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ হাজার ৬১ কোটি টাকা বেশি।

চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারের। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাংক থেকে ৭৫ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল সরকার। সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার অঙ্কটি আমার জানা নেই। তবে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিলে সেটা অধিক মাত্রায় টাকা ছাপিয়ে এ ঋণ নিতে হবে। এর ফলে টাকার প্রবাহ বাড়বে আর টাকার প্রবাহ বাড়লে মূল্যস্ফীতিও বাড়তে থাকবে, যেটা কোনোভাবেই সুখকর হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায়। সেটা হলো-সরকার কখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশি মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করে? যখন সরকারি কোষাগারের ডেবট বা ঋণ বেড়ে যায়, অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ করে যখন সরকার ঋণের সুদ আর টানতে পারে না, তখন সরকার ওই সুদ মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ করে। এটাকে মানিটাইজেশনও বলে। এ ধরনের পরিস্থিতি সরকারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। নিয়ম হচ্ছে, সরকারকে আয়ের অনুপাতেই ব্যয়ের দিকে ঝুঁকতে হবে। অর্থাৎ আয়ের অধিক ব্যয় করা যাবে না।

ঋণ করে ঘি খেলে যা হয়, অবস্থাদৃষ্টে বর্তমানে আমাদেরও হয়েছে তা-ই। ৫-৬ বছর ঋণ করে ঘি খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। পৃথিবীতে যত রাষ্ট্র দেউলিয়ার মুখে পড়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই ঋণ করে ঘি খাওয়ার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এশিয়ার কিছু দেশ, আফ্রিকার বহু দেশ এবং লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ দেউলিয়ার মুখে পড়েছে। এগুলো বিপদে পড়েছে ঋণ করে ঘি খেতে গিয়েই।

এসব দেশ আইএমএফ প্রোগ্রামের অধীনে থেকেও তাদের অবস্থা বদলাতে পারেনি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, খুব কমসংখ্যক রাষ্ট্রই আইএমএফ-এর প্রোগ্রামের মধ্যে এসে তাদের বেঁধে দেওয়া শর্ত মেনে উন্নতি করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। সুতরাং আমাদের বুঝেশুনে পা ফেলতে হবে এবং ঋণ করে ঘি খাওয়ার প্রবণতা থেকে রেবিয়ে আসতে হবে।

আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক ঋণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক ঋণ করা এবং বৈদেশিক সূত্র থেকে বিনিয়োগ পাওয়া এক কথা নয়। এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সরকার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে থাকে এবং সেটা পরিশোধ করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায়।

জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে বৈদেশিক মুদ্রায় সরকার ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ করে থাকে। আর এভাবে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধ করতে থাকলে আমাদের রিজার্ভ কমতে থাকবে, যেটা দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। পাকিস্তান ও শ্রীলংকা বিপদে পড়েছে বৈদেশিক ঋণের কারণে। পাকিস্তান ও শ্রীলংকার অবস্থা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তা না হলে আমাদের অবস্থাও তাদের মতো হতে বাধ্য।

বাংলাদেশ ঋণের মধ্যে ডুবে যাওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে খুব দ্রুত। এর লাগাম টানা উচিত। অভ্যন্তরীণ ঋণটা হয়তো কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারবে। টাকা ছাপিয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। কিন্তু বৈদিশিক ঋণ পরিশোধের বেলায় টাকা ছাপিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ তারা তো বাংলাদেশি টাকা নেবে না।

তাদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে হবে ডলারের মাধ্যমে। আমাদের তো পর্যাপ্ত ডলার নেই। আজ ডলারের সংকট কেন হয়েছে? বৈদেশিক ঋণ ও সুদ দেওয়া শুরু হওয়ায় ডলারের সংকট শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আমদানির বিষয়টি। কারণ আমদানি করতে হয় ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিদেশি মুদ্রায়। সুতরাং এটাও একটা বিশাল বোঝা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ বোঝার বার্ষিক পরিমাণটা কত, সেটা মিডিয়াও প্রকাশ করছে না। কারণ মিডিয়ার কাছে এর এক্সেসস নেই।

ডলারের সংকটের কারণে আমরা কয়লা আমদানি করতে পারছি না, যার ফলে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে পতিত হয়েছে দেশ। গত দুই বছর ধরে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভে মিস ম্যানেজমেন্ট চলছে। এভাবে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভে মিস ম্যানেজমেন্ট চলতে থাকলে দেশের জন্য সেটা হবে অশনিসংকেত।

একসময় আমরা খুশির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকল্পে ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম, এখন যার খেসারত দিচ্ছে দেশ। উপরন্তু শ্রীলংকাকেও আমরা ঋণ দিয়েছি। সত্য কথা বলতে কী, বৈদেশিক ঋণের বোঝা টানতে টানতে বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি নিচের দিকে নামতেই থাকে অথবা ডুবতেই থাকে, তাহলে এটা খুবই চিন্তার বিষয়।

সুতরাং এ বলয় থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আর এ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সরকারের উচিত হবে নতুন করে বৈদেশিক ঋণ না নেওয়া এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে রাখা। সরকারের আকার কমানো। সরকারি সেক্টরে কৃচ্ছ্রসাধন করা। কেউ বলতে পারে, কৃচ্ছ্রসাধনে ডলার তো আসবে না। কথাটি সত্য, ডলার তো আসবে না। কিন্তু সরকারের ঋণের পরিধি কিছুটা হলেও কমবে। (অনুলিখন)

লেখক: অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ



বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম

॥ মতি লাল দেব রায় ॥

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সকল বেসরকারি সংগঠন সরকারী নিয়ন্ত্রনমুক্ত মুনাফাবিহিন, সন্ত্রাসবিহীন ও অরাজনৈতিকভাবে মানব উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে তাদেরকেই এনজিও বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অনেক এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়। কারিতাস নামে সংস্থা বাংলাদেশে প্রাথমিক অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রান ও রিলিফ দিয়েকাজ শুরু করে, পরবর্তী পর্যায়ে রিলিফ ও ত্রান কারয্যক্রমের বাহিরে ধীরে ধীরে উন্নয়ন শিক্ষা কারয্যক্রম সহ অনেক প্রকল্প শুরু করে। বর্তমানে কারিতাস দেশের সকল উপজেলায় কাজ করে। কারিতাস হচ্ছে একটি ক্যাথলিক উন্নয়ন সংস্থা। কারিতাস উন্নয়ন শিক্ষা কর্মসূচী প্রকল্পের মাধ্যমে কম পক্ষে ৫০টি উপজেলায় 'সার্বিক মানব উন্নয়ন সগঠন' নামে সংগঠন সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধ করেছে। ইহা একেকটি উপজেলায় এক একটি এনজিও হিসাবে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করেছে।

ব্রাকের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ফজলে আহসান আবেদ স্বাধীনতার পর সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই শাল্লা উপজেলায় স্বাধীনতা যুদ্বে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের কে রিলিফ দেওয়া শুরু করেন এবং সর্বহারাদের পুনর্বাসন ও সাথে সাথে শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তার নিজস্ব অর্জিত অর্থ দিয়ে শরণার্থীদের সাহায্য সহযোগিতা দিতে থাকেন এক পর্যায়ে প্রবাসী কয়েকজন শুভাকাংঙ্খী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তারপর থেকে ব্রাককে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি, ধীরে ধীরে ব্রাক হয়ে উঠে এনজিও জগতে পৃথিবীব্যাপি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তার পর ব্রাকের, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খুশী কবির ব্র্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেন 'নিজেরা করি' নামে একটি এনজিও। কামাল উদ্দিন ব্র্যাক ছেড়ে গড়ে তুলেন 'আরবান' নামে আরেকটি এনজিও। তার পর গঠিত হয় ড. কাজী ফারুক আহমেদের প্রশিকা যার পুরা অর্থ হল 'প্রশিক্ষন, শিক্ষা ও কাজ'। পর পর গঠিত হয় প্রয়াত ডা. জাফরউল্লা চৌধুরী কর্তক সংগঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সাভার, হবিগঞ্জের সাফিকুল গনি চৌধুরীর উদ্যোগে গঠিত হয় আশা, আতাউর রহমান খানের 'গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা', আকরাম হুসেন চৌধুরী গঠন করেন 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন', এডভোকেট সিগমা হুদা গঠন করেন 'বাংলাদেশ মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা', অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম গঠন করেন 'মহিলা মানবাধিকার সংগঠন', বাঁচতে শিখা গঠন করেন এঞ্জেলা গমেজ, ড. কামাল হোসেনের স্ত্রী ফামিদা হোসেন গঠন করেন 'আইন ও শালিশী কেন্দ্র', টাঙ্গাইলের জাকির হোসেন প্রতিষ্ঠা করো বুরো টাঙ্গাইল। পরবর্তীতে বুরো টাঙ্গাইল 'বরো বাংলাদেশ' নামে সারা দেশে তার কার্যক্রম চালু করে। তার পর 'কুমিল্লা প্রশিকা' নামে আরেকটি সংগঠন। পর পর গঠিত হয় উদ্দীপন, গণ সাহায্য সংস্থা, কমলগঞ্জে আগমন ঘটে 'হিড বাংলাদেশ' নামক একটি সংস্থা, কুমিল্লার প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি এরমা দত্ত গড়ে তুলেন 'PRIP TRUST ' নামে একটি এনজিও।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনাদের হাতে নিহত হওয়া টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার মেয়ে জয়া সাহা গড়ে তুলেন 'কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট', নটারডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার আর ডব্লিউ টিম কারিতাস'র একজন আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হিসাবে যোগ দেন। ফাদার টিমের পরামর্শে কয়েকজন নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিত্ব দেশের নব গটিত এনজিওদের নিয়ে এডাব-ADAB (Association of Development Agenciesin Bangladesh) নামক এনজিও-দের একটি বড় বারগেইনিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেন। তখন এডাবের নির্বাহী পরিচালিক ছিলেন প্রয়াত ড. খাজা সামসুল হুদা প্রতি ২মাস পর পর আলোচনা সভা করে কিভাবে সকল সংগঠনের কাজের সমন্নয় করা যায়, তা খুজে বের করতেন এবং সমাধানের উপায় বের করা হতো। এডাব প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর গঠিত হয় NGO Forum for Water Supply and Sanitation নামে এনজিও নেট ওয়ার্ক। কয়েকটি এনজিএ'র যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এটি। যে সকল এনজিওরা পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে সদস্য পদ দেওয়া হয়। যতদুর মনে পরে তখন এই ফোরাম এর নির্বাহী পরিচালক ছিলেন আব্দুর রশিদ চৌধুরী। অনেক ছোট-বড় এনজিও'রা এই নেটওয়ার্ক এর সদস্য পদ নেয় এবং কারয্যক্রম বাস্তবায়ন করে। CAMPE (Campaign for Popular Education) নামে তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, সাবেক শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী রাশেদা কে চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কার্যক্রম সাড়া দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে গঠিত হয় ইহার সদস্যপদ নিয়ে অনেক এন জি ও ইহার শিক্ষা কারয্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার নামে জাতীয় এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নিয়ে চরা সুদে এনজিও নামে ঋণ ব্যেবসা শুরু করে ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তক পরিচালিতক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপজেলা ভিত্তিক অনেক এনজিও গড়ে উঠে। অনেক এনজিও যে এই ঋণ কার্যক্রম শুরু করে তাদের মূলধন হারিয়ে ফেলেছে। এতে এই ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসুচি ঝুকির মধ্যে পরে, এদেরকে আর্থিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে সরকারের অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা গটিত হয় যা উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক অসচ্ছল এবং যাদের সাংগঠনিক কাঠাম দুর্বল তাদের-কে সক্ষমতা মজবুত করা। যাদের ক্ষুদ্র ঋণ চালানোর নিম্নতম এক বছরের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে মুল্যায়নের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক ঋণ কার্যক্রম চালানোর জন্য কয়েক লক্ষ টাকার তহবিলঋণ দেওয়া হয়। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউনডেশনের এই কার্যক্রম খুব সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যারা অনুদানের উপর নির্ভরশীল তারা দেশের জনগনের আর্থিক কেপাসিটি বাড়ানোর চেষ্টা করে সাথে সাথে তাদের স্ব স্ব এনজিওগুলো নিজেদের সক্ষমতা বাড়ার সুযোগ পায়। ব্র্যাক এনজিও সাপোর্ট ইউনিট নামে আলাদা একটি সেক্টর তৈরি করে এবং সেই সাপোর্ট ইউনিট থেকে উপজেলা ভিত্তিক যে সকল এনজিও নিজস্ব তহবিল দিয়ে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার জন্য এনজিও দের ঋণ দেয়। এনজিও-রা ঐ ঋণ নিয়ে তাদের দলীয় সদস্যকে ঋণ দেয়, প্রাথমিক পর্যায়ে এই কর্মসূচী খুব তড়িৎ গতিতে চলা শুরু করে। অনেক সংস্থা এই কর্মসূচী সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে তাদের সংস্থার সক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়। গ্রামাঞ্চলে তখন যে সকল এনজিও নিষ্ক্রিয় ছিল তারা ওপিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তা পেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। এতে মালটিপ্লিকেশন এফেক্ট এ দেশের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম চালানোর জন্য অনেক এনজিও ও সমিতি গড়ে উঠে কেউ সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত হয়ে আইনি বৈধতা নিয়ে দরিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী শুরু করে এবং কেউ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত করে।

১৯৮৭ সালে এসোসিয়েশন ফর সসিয়েল এডভান্সম্যানট, কারিতাস, প্রশিকা, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, নিজেরা করি, অক্সফাম, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, আর ডি আর এস উদ্যোগে 'এনজিও কোরডিনেশন কাউন্সেল ফর ল্যান্ড রিফরমস' গঠিত হয়। এই সংস্থা ভুমি সংস্কার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ শুরু করে। এই কোরডিনেশন কাউন্সেল ১৯৯১ সালে তাদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলাপমেনট। ২৭৩টি সহযোগী সংস্থা ইহার সদস্য পদ নেয়। ইহা আন্তর্জাতিক ল্যান্ড রিফরমস কোয়ালিশন রোম এবং এসিয়ান এন জি ও কোয়ালিশন ফর এগ্রেরিয়ান রিফরমস এন্ড রুরেল ডেভেলপমেনটম্যনিলা সদস্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীকে বেগবান করার লক্ষ্যে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৯৫সোলে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর' (Directorateof Non-Formal Education) প্রতিষ্ঠাকরা হয়।

এই শিক্ষা কারয্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা ভিত্তিক এনজিওদের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই সময় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কারয্যক্রম বাস্তবায়ন দেখে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকরা প্রায় প্রত্যেক উপজেলাতে নতুন নতুন এনজি ও প্রতিষ্ঠা করে এবং এই অধিদপ্তরের এনজিওনির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করে এতে অনেকেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুযোগ পায়। এই সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটিত অনেক এনজিও পরবর্তিতে, কয়েকটি দাতা সংস্থার সহায়তায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এনজিও কর্তৃক এনজিও তৈরির প্রকল্প শুরু করে কারিতাস, কারিতাসের নেট ওয়ার্ক বিশ্ব ব্যাপি বিস্তৃত।

কারিতাস কিভাবে এনজিও তৈরি করে তার কয়েকটি উদাহরন এখানে তুলে ধরছি। কারিতাস-কে অর্থায়ন করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কিছু দাতাসংস্থা। কারিতাস একটি জাতীয় এনজিও হিসাবে নিবন্ধিত। আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে যারা অর্থ দেয় তার অধিকাংশ অর্থ আসে বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদের তৈরি



দাতাসংস্থা থেকে। দাতাসংস্থা যারা কারিতাস-কে অর্থায়ন করে সে সকল দাতাদের কাছে উপজেলা পর্যায়ে কাজ করে এমন ছোট এনজিও দুই থেকে তিন বছর মেয়াদি কোন উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়নের জন্য প্রেরন করলে তারা কারিতাসের কাছে এই প্রকল্পটি স্বরজমিনে মুল্যায়ন করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য পাটিয়ে দেয়, মুল্যায়নকারীর সুপারিশ যদি অর্থায়নের পক্ষে যায় তাহলে ঐ দাতাসংস্থা ঐ প্রকল্পটি অনুমোদন করে এনজিওকে চিটি দেয়। কারিতাসের দাতা সংস্থা থেকে অর্থ এনে অনেক এনজিও তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে এনজিও ব্যুরো অবগত কিনা তা আমার জানা নেই। কারিতাস-কে এনজিও প্রতিষ্ঠার জনক বলা যেতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে এনজিও কর্মীগণ সরাসরি উপকার ভোগীদের বাড়ীতে গিয়ে 'উঠান বৈঠক' করছে যাদের উন্নয়নে কাজ করছে তাদের কে সরাসরি অংশ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করছে।ব্রাকের শিশু শিক্ষা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম, আড়ং এ কর্মরত গরীব মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে ব্রাকের অবদান, ডাইরিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লবন গুর মিকচার বা মুখে খাওয়ার সেলাইন তৈরি সম্পর্কে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া একটি সফল কর্মসূচী দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যায় যা এনজিওরা প্রথমে এই তথ্য সাড়া দেশে প্রচার করে। Leprosy International, Dhanjuri Leprosy Hospital, HEED Leprosy Hospital এর কর্মীগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায়, সকল চা বাগানে বাড়ীতে বাড়ীতে পরিদর্শন করে কুষ্ঠ রোগীদের খুজে বের করে এবং বিনা মুল্যে চিকিৎসা প্রদান করে। বর্তমানে ৪৩টি দেশীয় ও বিদেশী এনজিও যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির ১২টি চক্ষু হাসপাতাল গরীব মানুষদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে সার্জারি করে সহায়তা করছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে এনজিওরা ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সংস্থাগুলো বন্যা ও ঝড়-তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরুরী ত্রান সরবরাহ করে এবং এদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমুদ্র উপকুলে অনেক বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রগড়ে তুলেছে।ব্র্যাক দেশের গন্ডি পেড়িয়ে আফগানিস্তান পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া সহ আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে, ব্র্যাক যুদ্ব বিধস্ত আফগানিস্তানের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে।ব্র্যাক আমেরিকাতেও তার কর্মসূচী সম্প্রসারিত করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন উদেশ্যকে সামনে রেখে অনেক এনজিও গড়ে উঠেছে এবং বিদেশ থেকে অনেক এনজিও ও তাদের কার্যক্রম করার জন্য এ দেশে এসেছে। সেগুলোর কয়েকটি হল অক্সফাম ইউএসএ, অক্সফাম ইউকে, একশন এইড, প্লেন ইনটারনেশনেল, সেলভেশন আর্মি, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, রাডডাবারনেন, সিরডাপ, আইভিএস, ভিএসও, শাপলানীড়, কারিতাস, হিড বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কস্সার আইয়ারল্যান্ড, কস্সারন ইউনিভারসাল, মুসলিম এইড, আন্তর্জাতিক রেডক্রস, ওয়ার্ল্ড কস্সারন, ডেমিনিয়েন ফাউন্ডেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আহসানিয়া মিশন, ইসলামিক মিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সুশাসনের জন্য নাগরিক, সিডিএল (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট লাইব্রেরী) উত্তরন, পিপাশা, এস-এআরডি, পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র, বন্ধন, উন্নয়ন সহায়ক সংস্থা, ঠেঙ্গা মারা মহিলা সমিতি, সিসিডিবি, রাডডা বারনেন, নিউ লাইফ সেন্টার সহ আর অনেক সংস্থা দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশে কাজ করছে।

কয়েকটি এন জি ও সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ওয়ার্ল্ড ভিশনঃ এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় ৩৫,০০০ কর্মকর্তা কাজ করে, পৃথিবীর ১০০টি দেশে তার বর্তমান কর্মসূচী চলমান এই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ও ওয়ার্ল্ড ভিশন কাজ করছে। এই সংস্থা দরিদ্র শিশুদের কে সুন্দর ও নিশ্চিত জীবন গঠন করতে সহায়তা করে। বাংলাদেশের সকল পাহাড়ি নৃতাত্ত্বিক জনগুগোষ্ঠি যারা পাহাড়ে বাস করে তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

শাপলা নীড়ঃ এই নামটি দেখলে মনে হবে এটি একটি বাংলাদেশী সংস্থা। কিন্তু আসলে এটি একটি জাপানী সংস্থা। এই সংস্থা বাংলাদেশে দরিদ্র বিমোচনে কাজ করে, মোহম্মদপুর ঢাকাতে এর কার্যালয় অবস্থিত।

ভিএসওঃ একটি ব্রিটিশ সংস্থা। এটি বাংলাদেশী জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাকে তিন বছরের জন্য একজন ব্রিটিশ ভলান্টিয়ার দিয়ে থাকে যে ঐ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশী ঐ সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কর্মীগণকে প্রশিক্ষন এবং প্রয়োজনে দাতাসংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে। ঐ ভলান্টিয়ারের বেতন ভাতা, আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া ইত্যাদি ভিএসও প্রদান করে থাকে, বাংলাদেশী সংস্থাকে শুধু তার থাকার নিরাপদ একটি বাসার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। তিন বছরের পর ঐ ভলান্টিয়ার এই সংস্থা ছেড়ে চলে যাবে।

বিদ্যানন্দ ফাউনডেশনঃ এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় ২০১৩ সালে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে বসবাসকারী বাংলাদেশী কিশোর কুমার দাস, এটি অন্যান্য এনজিও থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী কাজ-কর্ম করে দেশে-বিদেশে আলোচনা -সমালোচনার ঝড় তুলেছে। এই সংস্থা এক টাকায় 'আহার' নামে গরীব শিশুদের মধ্যে প্রতিদিন এক টাকায় দুপুরের খাওয়ার বিতরন করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। এই সংস্থা ইতিমধ্যে কয়েকটি অনাথ আশ্রম, রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবা দেবার জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল গড়ে তুলেছে।

কারিতাস বাংলাদেশঃ এই সংস্থা বাংলাদেশের একটি জাতীয় বেসরকারি উন্নয়নমুলক সংস্থা। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে কাজ করা শুরু করে। গরীব মানুষদের জন্য ঘর নির্মাণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ লিংক রোড, স্কুল কলেজের প্রাঙ্গন ভরাটের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে এতে গরীব মানুষের হাতে কিছু নগদ টাঁকা থাকে। কারিতাসের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলির মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, জুট ওয়ার্কস, মটস মিরপুর, আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প সহ অনেক প্রকল্প চলমান আছে,কারিতাস বাংলাদেশে বন্যা, সাইক্লন সহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোটি কোটি টাকার ত্রান সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে বিতরন করে। বিএনএসবি কর্তৃক পরিচালিত ১২ টি চক্ষু হাসপাতাল গুলিতে কারিতাসের দাতা সংস্থা আন্দেরি হিল্পি জার্মানী থেকে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

ব্র্যাক বাংলাদেশঃ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থ্যা আজকে পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ফজলে আহসান আবেদ তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্র্যাক কে এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে যা পৃথিবীতে বিরল। ব্র্যাকবিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে সাধারন মানুষের আর্থ সামাজিক উনয়নে দীর্ঘদিন যাবত ভিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। ব্র্যাকের কয়েকটি সামাজিক ব্যবসা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরন, আর্থিক ক্ষমতা বর্ধিত করন, মহিলাদের স্বাবলম্বী করন সহ অনেক প্রকল্প দেশে এবং বিদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আড়ং, বিকাশ, ব্র্যাক ব্যাংক, আড়ং দুধ ইতাদি অসংখ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছে।ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্য ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ১০ নাম্বারে স্থান পেয়েছে। ব্র্যাকের উন্নত গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্র্যাক উপজেলা ভিত্তিক গড়ে উঠা ছোট ছোট এনজিওগুলোর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য তাদেরকে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে, যাতে তাদের কর্ম এলাকায় ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।ব্রাকের নেতৃত্বে ৪৩টি জাতীয় ও আঞ্চলিক এনজিও বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যার ফলে এই রোগে আক্রান্ত মানুষ আবার সুস্থ্য জীবন যাপন করছে। তাছাড়া ব্র্যাক ৮-১১ বছরের যে সকল দরিদ্র বাবা মায়ের শিশুদের ও স্কুল-ড্রপ আউট ছেলে মেয়েদের বিনা মুল্যে প্রাথমিক শিক্ষা কারয্যক্রম স্থানীয় এনজিওর সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তৃতীয় শ্রেনি পর্যন্ত পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেনিতে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ব্র্যাক কয়েক হাজার স্কুল পরিচালনা করেছে যেখান থেকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী তৃতীয় শ্রেনি পাস করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করছে। আজও ব্র্যাক এই কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে।

ডেমিনিয়েন ফাউনডেশনঃ ডেমিয়েন ফাউনডেশন বেলজিয়ামে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা ইহা লেপ্রসি বা কুষ্ঠ রোগী ও যক্ষা রোগ নিরমুল করার জন্য কাজ করে। এই সংস্থ্যা ১৯৬৪ সালে বেলজিয়ামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা বাংলাদেশের ১৪ টি জেলার ৩২ মিলিয়ন মানুষকে কর্মসূচীর অন্তরভুক্ত করেছে, ইহা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত করে। এর মোট২৫৫ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি হাসপাতাল আছে।

ধানজুরি কুষ্ঠ হাসপাতালঃ ধানজুরি কুষ্ঠ হাসপাতাল দিনাজ পুর জেলার ১৩ টি উপজেলায় যে খানে কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, ঐ উপজেলা গুলিতে ১টি করে ক্লিনিক আছে যেগুলোতে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। ইহা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি মিশনারি সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যাথলিক আদর্শ অন্যান্য ধর্ম্যাবলম্বিদের সামনে কাজের মাধ্যমে প্রদর্শনকরা।

লাম্ব হাসপাতাল (Lutheran Aid to Medicine in Bangladesh)ঃ লাম্ব হাসপাতাল দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে ১৯৭৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটি প্রতিষ্ঠান, এই হাসপাতাল ১৫০শয্যা বিশিষ্ট, হাসপাতাল, এটি তার কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ মিলিয়ন গরীব জনগোষ্ঠীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পার্বতীপুরে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে গরীব ও অপুষ্টি মানুষের বাসস্থান।

হেলেন কিলার ইনটারনেশন্যালঃ এই সংস্থ্যার উদ্দেশ্য অন্ধত্ব, বধিরতা শ্রবনশক্তি জনিত সমস্যা মেডিকেল রিসার্চ, চিকিৎসা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা। এই সংস্থা পৃথিবী থেকে অন্ধত্ব এবং বধিরতা গবেষণা শিক্ষার মাধ্যমে দূর করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

লেপ্রসি মিশন ইন্টারনেশন্যালঃ লেপ্রসি মিশন ইন্টারনেশন্যাল স্কটল্যান্ড লেপ্রসি ইনটারনেশন্যাল এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ে নিবেদিত একটি সংস্থ্যা ঢাকার বনানিতে এর প্রধান কার্যালয়। আমাদের দেশে কারো কুষ্ঠ রোগ ধরা পরলে তাকে পরিবার থেকে বের করে দেয়া হয়। কিন্ত এই সংস্থ্যা বাংলাদেশে কাজ শুরু করার পর থেকে এই রোগের আক্রান্ত মানুষের প্রতি সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি পালটাচ্ছে। তারা বলছে নিয়মিত চিকিৎসা নিলে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয় ইহা ছোঁয়াচে রোগ নয়, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগির সাথে এক বিছানায় ঘুমান যায়, একই পরিবারে বসবাস করলে পরিবারের কারো এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়। এই সংস্থা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন করে জরিফ করে রোগী খুজে বের করে রোগীর সার্জারি করে সুস্থ্য করে তুলে তাহাকে একটি মাসিক আয়ের ব্যেবস্থা করে দেয়।

শিশুদের নিয়ে কাজ করে যারা

শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন কয়েকটি সংস্থা সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, সেভ দি চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়া, টেরিদেস হোমস সুইজারল্যান্ড, টেরিদেস হোমস নেদারল্যান্ড, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

মহিলাদের নিয়ে কাজ করে যারা

মহিলাদের নিয়ে এবং মহিলাদের নেতৃত্বে কাজ করে এমন কয়েকটি সংস্থ্যা হচ্ছে প্রিপ.ট্রাস্ট, বাচতে শিখা, নারী পক্ষ, টিএমএসএস, নিজেরা করি, গান্ধী আশ্রম, জন সেবা কেন্দ্র, কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এনজিও দের নেট ওয়ার্ক

কিছু কিছু এন জিও আছে যারা দেশের অঞ্চলিক এনজিওদের সাথে অংশিদারিত্বে কাজ করে যেমন VERC (Village Education Resource Center), NFFWSS (NGO Forum For Water Supply and Sanitation), মানুষের জন্য ফাউনডেশন, CAMPE (Campaign For Popular Education), ADAB, SHAPLANEER, ALRD (Association for Land Reform and Development), CULB (Credit Union league of Bangladesh)

আইনি সহায়তা দেয় এন জিও

ঢাকা কেন্দ্রিক কিছু সংগঠন আছে যারা সাধারন মানুষ যারা আর্থিক কারনে কোর্ট কেস চালাতে পারেনা, যেমন নির্যাতনের শিকার কোন গরীব মহিলাকে বেআইনি তালাক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে বিনা মুল্যেআইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। যেমন আইন ও শালিস কেন্দ্র, ব্লাসট, মাদারীপুর লিগেল এইড অরগেনাইজেশন, বাংলাদেশ মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা।

বাংলাদেশে মোট ২৪৯৮টি এনজিও, এনজিও ব্যুরো থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত যাহারা বিদেশী অনুদান বাংলাদেশে আনতে পারবে তার মধ্যে ২৪০টি বিদেশী এন জিও যাহারা বাংলাদেশে কাজ করে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরে ৬৪ টি জেলায় ৬৯ ৯৯৬ টি সংস্থ্যা বা এন জিও নিবন্ধিত যার মধ্যে ৫২৮৬ টি এতিমখানা। দেশে সকল এনজিও দরিদ্র বিমোচন, জন স্বাস্থ্য,প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গ বৈষম্য কমানো সহ অনেক সামাজিক সমস্যা যেমন ডোমেস্টিক ভাইওলেন্স, নারি নির্যাতন, মানুষ পাচার বন্ধ করা সহ অসংখ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। দেশের মধ্যে অনেক ধরনের ছোট বড় এনজিও কর্মরত অনেকের উদ্দেশ্য ও ভিন্ন, অনেক স্থানীয় এনজিও দেশের উৎসাহী জনসধারনের অর্থে পরিচালিত, কোন ও এনজিও খুব সক্রিয়, আবার কোন কোন এনজিও প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোন কাজ করেনি। সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত এনজিও যাদের এনজিও বুরর নিবন্ধন নেই তাদের কার্যক্রম দেখা শুনা বা মনিটরিং করার কোন ও পদ্বতি সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেই, তাই এদের কোন জবাবদিহিতা নেই। সমাজ সেবা অধিদপ্তর নিবন্ধন করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। তাদের উচিৎ একটি রিপোরটিং মেকানিজম তৈরি করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর র











জন উদ্দিনের দাফন সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

শনিবার রাত ১টা ৩০ মিনিটে আলাবামায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জানা গেছে, রাতে হঠাৎ তার বুকে শুরু হলে এম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতাল নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, তার দেশের বাড়ী সিলেটের বিয়ানিবাজারে।

জন উদ্দিন গ্রীষ্মকালীন সময়ে আলাবামা রাজ্যের ডেমোপাস শহরে একটি হোটেলে কাজ করতেন। কাজের জন্যই তিনি পরিবারসহ এ শহরে থাকতেন। তাদের মূল বসবাস ছিলো টেক্সাসে। এর আগে তিনি ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে বসবাস করেন। তার ১২ বছরের একটি ছেলে ও স্ত্রীসহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে গেছেন জন উদ্দিন। এদিকে জন উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বড়ভাই জালাল উদ্দিন মিশিগান থেকে টেক্সাসে পৌঁছেন।

জানাজা: এদিকে জন উদ্দিনের নামাজে জানাজা গত ৭ জুন বুধবার বাদ জোহর নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কের আল আমান ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামী মতি করেন সেন্টারের ইমাম মোহাম্মদ আলী। জানাজা শেষে ঐদিনই তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

জানাজায় কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সোসাইটির সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ আলিম উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাবেক সভাপতি বুরহান উপদ্দিন কপিল, আজিমুর রহমান বুরহান ও মস্তফা কামাল, আল আমান ইসলামিক সেন্টারের সহ সভাপতি কবীর চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশনের সাবেক সভাপতি জুনেদ চৌধুরী, ওজনপার্ক ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের সভাপতি ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু ও সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি দরুদ মিয়া রনেল, যুবদল নেতা আতিকুল ইসলাম আহাদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বজলুর রহমান প্রমুখ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

শোক প্রকাশ: জন উদ্দিনের মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও সংগঠনের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামও এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

মিলকেন স্কলারস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে কুইন্স

(শেষের পাতার পর)

শিক্ষার্থীর একজন যে জিতেছে মিলকেন স্কলারস অ্যাওয়ার্ড-২০২৩। এই শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা, নেতৃত্ব, কমিউনিটি সেবা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই পুরস্কার জিতেছে। এরা সকলে ১০ হাজার ডলার করে নগদ অর্থ পাবে। একই সঙ্গে নিয়মিত মেনটরিং, কলেজের অন্যন্য সুবিধা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, ইন্টার্নশিপে সহায়তাসহ কমিউনিটি সেবার নানা সুযোগ পাবে এই শিক্ষার্থীরা।

মিলকেন স্কলার হিসেবে নিজের নাম দেখে ভীষণ আনন্দিত রিয়া। বলছিলো, আমি নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি এই অ্যাওয়ার্ড জিতে। কারণ কলেজের চারটি বছরই কেবল নয়, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্যারিয়ার বিল্ডিংয়ে এই স্কলারশিপ গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিকত্ব সেবায় তহবিল ছাড়ছে

(শেষের পাতার পর)

অ্যান্ড ইমিগ্রশন সার্ভিসেস-ইউএসসিআইএস এ দেশে নতুন অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব ও সমন্বয় কর্মসূচিতে মঞ্জুরি প্রদানের মেয়াদ বাড়িয়েছে। দেশ জুড়ে কমিউনিটিগুলোকে এদেশের নাগরিকত্বের জন্য প্রস্তুত করতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় এখন আবারও আবেদন নিতে শুরু করেছে ইউএসসিএস। এতে ২৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মঞ্জুরি পাওয়া যাবে। যা খরচ করা হবে অভিবাসীদের আত্মীকরণ ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিভিন্ন কার্যক্রমে। যার মধ্যে থাকবে

- ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও পৌরনীতি
- নাগরিক কর্তব্যবোধ ও অন্যান্য

তবে প্রচলিত এই বিষয়গুলো ছাড়াও ২০২৩ সালের মঞ্জুরি কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কাজে দক্ষ করে তোলার কর্মসূচি। যা ইমিগ্র্যান্টদের আত্মীকরণে অনেক বেশি সহায়ক হবে।

ইউএসসিআইএস্এর পরিচালক উর এম জাড্ডু বলেন, এই কর্মসূচিতে আমরা নব্য অভিবাসীদের ইংরেজি ভাষা, আমেরিকান ইতিহাস ও নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়েই জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানে চেষ্টা করি যাতে এই মানুষগুলো আমেরিকান সিটিজেটশিপ অর্জনের পথ সুগম করতে পারেন। এর বাইরেও অতিরিক্ত তহবিল সরবরাহ করে আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশি কমিউনিটিকে এই কর্মসূচির আওতায় আনতে এবং এই নব্য অভিবাসীয়দের নাগরিকত্ব শিক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে।

ইউএসসিআইএস এই কর্মসূচির আওতায় উচ্চ মানসম্পন্ন নাগরিকত্ব ও সমন্বয় সেবা নিশ্চিত করতে চায়, বলেন জাড্ডু। সেবা কর্মসূচিগুলো মধ্যে থাকছে-

নাগরিকত্ব নির্দেশনা ও আত্মীকরণ আবেদন সেবা মঞ্জুরি: সরকারি কিংবা অলাভজনক সংস্থাগুলোকে তহবিল সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে যাতে অভিবাসীরা আইনিভাবে এই দেশে স্থায়ী নিবাস করতে পারেন। ইউএসসিসআইএস মনে করছে, দেশের ৫৫টি এমন প্রতিষ্ঠানকে ৩০০,০০০ ডলার করে তহবিল দেওয়া সম্ভব হবে। এ জন্য আবেদনের শেষ তারিখ জুলাই ২৮, ২০২৩।

কমিউনিটি ও আঞ্চলিক সমন্বয় নেটওয়ার্ক মঞ্জুরি: এই মঞ্জুরি দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসী, বিশেষ করে যারা যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী প্রবেশ কর্মসূচির আওতায় এদেশে এসেছেন কিংবা কিউবা বা হাইতি থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছেন তাদের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। যাতে তারা সফল নাগরিক হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান পেতে পারেন। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এমন সংস্থাগুলোর প্রত্যেককে দুই বছরের জন্য ৩০০,০০০ ডলার পর্যন্ত তহবিল সংগ্রহে প্রস্তুত ইউএসসিসআইএস। এক্ষেত্রেও আবেদনের শেষ তারিখ জুলাই ২৮, ২০২৩।

আঞ্চলিক হাব কর্মসূচি: এই মঞ্জুরি সুবিধার লক্ষ্যই হচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য আইনিভাবে স্থায়ী নিবাসীদের সহায়তা ও প্রস্তুত করতে কমিউনিটি গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো। এই লক্ষ্য অর্জনে তহবিল প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিটিজেনশিপ নেটওয়ার্ক বাড়াবে এবং নেটওয়ার্কের ব্যক্তিসদস্যদের কারিগরি সহায়তা দেবে। এছাড়াও এই মানুষগুলো যাতে কমিউনিটিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে জন্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে। এই সুবিধার আওতায় ইউএসসিসআইএস প্রতি দুই বছর মেয়াদের জন্য প্রত্যেককে ১ মিলিয়ন ডলার করে বরাদ্দ দিতে প্রস্তুত। আবেদনের শেষ তারিখ জুলাই ২৮, ২০২৩।

নাগরিকত্ব শিক্ষা ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি: এই মঞ্জুরি থেকে ইউএসসিসআইএস তহবিল সরবরাহ করবে সরকারি, অলাভজনক ও লাভজনক সংস্থাগুলোকে যাতে তারা নব্য অভিবাসীদের এখানে আত্মীকরণ ও তাদের নাগরিক কর্তব্য, ভাষাগত দক্ষতা ও এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করতে পারেন। নাগরিকত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রস্তুতির এই কর্মসূচিতে ১৪ টি সংস্থাকে ২৫০,০০০ ডলার করে দুই বছর মেয়াদের জন্য সরবরাহ করা হবে। আবেদন করা যাবে জুলাই ২৮, ২০২৩ এর মধ্যে।

উল্লেখ, ২০০৯ সাল থেকে নাগরিকত্ব ও সমন্বয় মঞ্জুরি কর্মসূচির আওতায় মোট ৫৭৯টি মঞ্জুরির মাধ্যমে দেশের অভিবাসন সেবা সংস্থাসমূহকে মোট ১৩২ মিলিয়ন ডলার তহবিল সরবরাহ করেছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে দেশের ৩৯টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ায় এ পর্যন্ত মোট ৩০০,০০০ অভিবাসীকে প্রস্তুতকরণ সেবা দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ঘোষিত কর্মসূচির সেবা অভিবাসীরা আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ পেতে শুরু করবেন।

তহবিল পেতে grants.gov এ আবেদন করতে হবে। এছাড়া তথ্য পেতে ই-মেইল করা যাবে citizenship-grantprogram@uscis.dhs.gov এই ঠিকানায়।

কানাডার দাবানলে বায়ু দূষণে রেকর্ড নিউইয়র্কে

(শেষের পাতার পর)

এলাকাগুলো। নিউজার্সী ও কানেটিকাট রাজ্যের চিত্রও ছিলো একই। আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় স্বাস্থ্যসতর্কতা জারি করেছিলো। দাবানালের ধুঁয়ার ফলে ট্রাই-স্টেটের এই অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবন বিঘ্নিত হয়।

মূলত: পাশের দেশ কানাডায় সৃষ্ট দাবানলে কারণেই এই ধোয়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অংশে। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে দাবানল নিয়ন্ত্রণে ৬০০ দমকল কর্মীকে কানাডায় পাঠায়। দেশটির কুইবেক অঞ্চলে দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এই ব্যবস্থা নিতে হয়। গত ৭ জুন বুধবার আবহাওয়া দুষণ সূচকে ০ থেকে ৫০০ স্কেলের মধ্যে নিউইয়র্কের অবস্থা ছিলো ৪৮৪। যা ১৯৬০ এর দশকের পর এই প্রথম এতটা উচ্চতায় পৌঁছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, এটি স্টেট পর্যায়ে একটা বিপর্যয়ের সামিল। তবে শুক্রবার থেকে সপ্তাহান্তে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হতে শুরু করে। বৃহস্পতিবার এই দুষণের মাত্রা ১৬৩ তে নেমে যায়। ওই দিন দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে বিশ্বের দুষিত শহরের সূচকে নিউইয়র্ক ও ঢাকা একই অবস্থানে ছিলো।

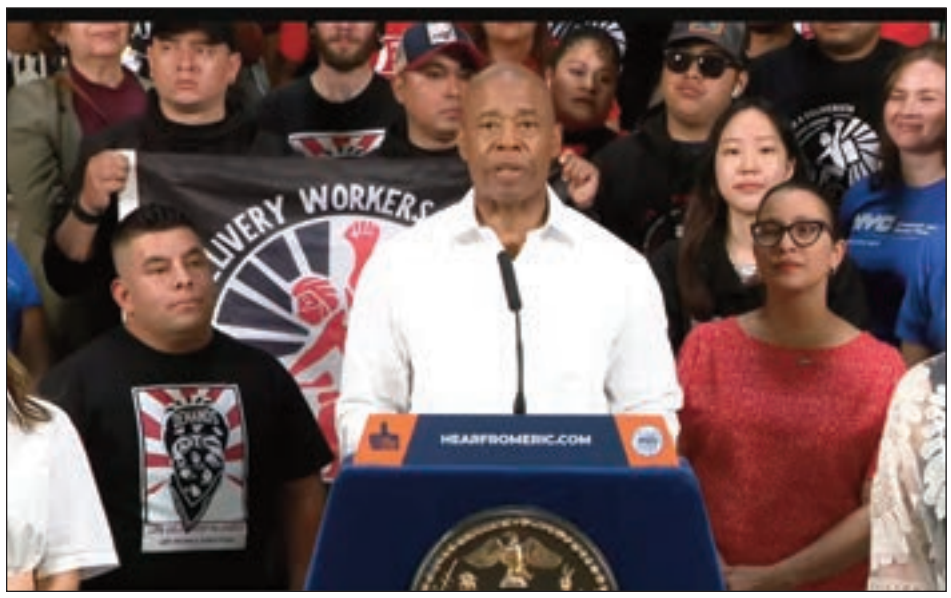
এদিকে একিউআই এর হিসাব অনুযায়ী সূচকে এই মাত্রা ১৫০ ছাড়িয়ে গেলে তাকে অস্বাস্থ্যকর হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে বুধবার এই শহরের অবস্থান ছিলো ৪৮৪। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, এই দাবানল আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আগুনের বড় ধরনের প্রভাব এসে যুক্তরাষ্ট্রে পড়েছে।

বিবৃতিতে কানাডায় এরই মধ্যে ৬০০ দমকল কর্মী পাঠানো বিষয়েও জানান প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে কথা হয়েছে জানিয়ে বাইডেন বলেন, আগুন দ্রুত নেভানোর জন্য আরও সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে তার প্রশাসন। বিশেষ করে কুইবেকের আগুনের কথা উল্লেখ করেছেন বাইডেন, কারণ এখানকার আগুনের প্রভাব আমেরিকান কমিউনিটির উপরই বেশি পড়ছে।

অপরদিকে নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ও স্টাফদের শুক্রবার থেকে রিমোট লার্নিংয়ে থাকতে বলা হয়। সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন এক নির্দেশনায় অনেক স্কুলই শুক্রবারে ছুটি ঘোষণা করা হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার স্কুলগুলো এনিভার্সারি ডে হিসেবে বন্ধ ছিলো।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কানাডা দাবানলের ধোঁয়ায় অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিলো নিউইয়র্ক সিটির বাতাসের মান। দাবানলের সৃষ্ট ধোঁয়া বুধবারেও ঢেকে রাখে নিউইয়র্কের আকাশ। সিটি মেয়র কার্যালয় জরুরি সতর্কতা জারি করে। বিপজ্জনক ধোয়ার কবল থেকে বাঁচতে অনেক কর্মসূচি বাতিল করা হয়। এয়ারপোর্টগুলোতে বিমান ওঠানামা বিঘ্নিত হয়। ফ্লাইট শিডিউল এলোমেলো হয়ে পড়ে।

গত ৬ জুন মঙ্গলবার রাত থেকে নিউইয়র্কের আকাশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে শুর করে কানাডার বনাঞ্চলে সৃষ্ট দাবানলের ধোঁয়া। তাতে খারাপ হতে থাকে নিউইয়র্কের বাতাসের মান। মঙ্গলবারই বিশ্বের সবচেয় দুষিত বাতাসের নগরী হিসেবে উঠে আসে নিউইয়র্কের নাম। আকাশের জ্বলজ্বলে সূর্য থাকলেও নিউইয়র্ক থেকে তা দেখা যায় অস্পষ্ট। ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে থাকে সূর্য আর নিউইয়র্কের স্কাইলাইন এখন পুরোটাই ধোঁয়ায় ঢাকা। বুধবারেও বাতাসের মানের দুষিতাবস্থা সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। বুধবার বিকেল ৫টায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে এখানকার বাতাসের হ্যাজারডাস স্কোর ছিলো ৫০০ মধ্যে ৪৮৪। এ অবস্থায় মেয়র এরিক অ্যাডামস নগরবাসীকে বাইরে বের হলে মাস্ক পরার আহবান জানান আর। জরুরি না হলে ঘরেই অবস্থান করতে বলেন তিনি।



নিউয়র্কে ডেলিভারি ওয়ার্কারদের ঘন্টায় ১৭ ডলার ৯৫ সেন্টস মজুরি

(প্রথম পাতার পর)

কোম্পানির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান মেয়র।

সিটি হলে এ ঘোষনা দেয়ার প্রাক্কালে দেয়া ভাষনে মেয়র এরিক এডাম বলেন, এই নগরে ৬০ হাজার ডেলিভারি ওয়ার্কার মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলে নগরের ঘরে ঘরে প্রতিবেলা খাবার পৌঁছে দিয়েছেন তারা। প্রচন্ড তুষারপাত কিংবা অসহ্য গরমেও তারা ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেন। কিন্তু তাদের সুনির্দিষ্ট কোন মজুরি কাঠামো না থাকায় ডেলিভারি কোম্পানিগুলো ইচ্ছেমত তাদেরকে বেতন দেয়। এতে ন্যায্য মজুরি থেকে তারা প্রায়ই বঞ্চিত হন। এ সেক্টরটিকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে বহুদিন ধরে সিটির লেবার বিভাগ কাজ করছে বলেও জানান মেয়র। শেষ পর্যন্ত রোববার ডেলিভারি ওয়ার্কারদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষনা করে তাদের কাজকে অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি উপযুক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হলো- বলেছেন মেয়র এরিক এডামস।

ষ্টেট সিনেটর সেপুলভুদার দুটি সাফল্য

(প্রথম পাতার পর)

বা টেরিটরি থেকে ড্রাইভার লাইসেন্স নিয়ে আসা চালকরা সমান সুযোগ পাবেন। একে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি অর্জন বলে জানিয়েছে লুইস সেপুলভুদার দফতর।

এই বিল অনুযায়ী নিউইয়র্ক মটর ভেহিকেল কমিশনার একন একটি চুক্তিতে উপনীত হতে পারবেন যাতে অন্য কোথাও থেকে পাওয়া বৈধ ড্রাইভার লাইসেন্স এখানে স্বীকৃতি পায়। বিলে বলা হয়েছে যেসব দেশে ড্রাইভার লাইসেন্সের ক্ষেত্রে একই ধরনের উচ্চ মান বজার রাখা হয়, একই ধরনের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে তাদের অনুমোদন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সড়ক পথের নিরাপত্তাই থাকবে সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয়।

বেশ কিছু সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান সেনেটর লুইস সেপুলভুদা। এছাড়াও তিনি অ্যাসেম্বলিম্যান ফিল র‍্যামোস ও অ্যাসেম্বলি ম্যান মানি ডি লস সান্টোসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান এই বিলটি আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাস করিয়ে আনার জন্য।

সিনেটর জন লিউ বিলটি পাস করার সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এজন্য তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান লুইস সেপুলভুদা।

নিউইয়র্ক সিনেটর সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতা আন্দ্রিয়া স্টুয়ার্টকে বিশেষ স্বীকৃতি দেন তার নেতৃত্বের জন্য এবং নিউইয়র্ককের দরজা সকলের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য।

ষ্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভুদা এই বিলের ইতিবাচক প্রভাবগুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এই বিল নিউইয়র্কের ব্যবসা, কমিউনিটি এবং সার্বিকভাবে স্টেটের জন্য ইতিবাচক কিছু হবে। নিউইয়র্কের সকল অতিথি ও অধিবাসীদের জন্যও হবে সহযোগিতাপূর্ণ।

ব্রঙ্কসে বাড়বে রেল রোড সার্ভিস

এর আগে নিউইয়র্কের স্টেট সেনেটর লুইস সেপুলভুদার আনা মেট্রো-নর্থ রেলরোড বর্ধিতকরণ বিল পাস করে নিউইয়র্ক সিনেট ও অ্যাসেম্বলী। এক ঘোষণায় তিনি বলেন, 'আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আমার আনা এস৬৬৮২এ বিলটি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে পাস করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্রঙ্কসে মেট্রো-নর্থ রেলরোড সার্ভিস আরও বর্ধিত করা হবে।'

ব্রঙ্কসবাসীর জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং এখানকার মানুষের পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করার অব্যহত প্রচেষ্টায় এটি একটি বড় অর্জন বলে মনে করছেন এই স্টেট সিনেটর। স্টেট সিনেটে উভয় পক্ষের সেনেটররাই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। মেট্রো পলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অরথরিটির (এমটিএ) পেন স্টেশন অ্যাকসেস প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত এলাকাগুলোর জরুরি উন্নতিকরণই এই বিলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

সিনেটর সেপুলভুডা এ বিষয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেন, আমার এটা ভেবে ভালো লাগছে যে সেনেটে ও অ্যাসেম্বলিতে আমার সহকর্মীরা এই বিলের গুরুত্ব উপলব্দি করতে পেরেছেন এবং ব্রঙ্কসের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে তাদের মত দিয়েছেন। মেট্রো-নর্থ রেলরোড সার্ভিসের উন্নয়ন ঘটিয়ে আমরা কমিউনিটির মানুষদের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যন্যা প্রয়োজনীয় কাজে যাওয়া-আসার সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবো।

নিউইয়র্ক বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর

(প্রথম পাতার পর)

চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আট ধাপ এগিয়ে ৫ম স্থানে আছে সিঙ্গাপুর। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং আবাসন খরচ নিউইয়র্ককে ২০২৩ সালের জন্য ইসিএ ইন্টারন্যাশনালের কস্ট অফ লিভিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে তুলে এনেছে। সিঙ্গাপুর গত বছর ১৩তম স্থান থেকে প্রথমবারের মতো শীর্ষ পাঁচে উঠে এলো।

এই পদক্ষেপটি এশিয়ান শহরগুলির মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে যাওয়ার একটি সাধারণ প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করে, আংশিকভাবে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতির নিম্ন হারের জন্য দায়ী, বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ইসিএ ইন্টারন্যাশনালের এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক লি কোয়ান বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আর্থিক কেন্দ্রের উত্থান মূলত আবাসন খরচ বৃদ্ধির কারণে হয়েছে। কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের পর বাসা ভাড়া নেবার চাহিদা বেড়েছে, তবে বাড়ির সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তাকে ১০৮ থেকে ৯৫ তম স্থানে এসেছে ইস্তাম্বুল। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের অর্থনৈতিক নীতিতে ৮০% পর্যন্ত দাম বৃদ্ধিই এর সবচেয়ে বড় কারণ।

খরচ বেড়েছে দুবাইয়ের। সেখানে রাশিয়ান প্রবাসীদের কারণে এখানে ভাড়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে, শহরটি তালিকায় ১২তম স্থানে রয়েছে। ইউরোপীয় শহরগুলি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপরের দিকে উঠে এসেছে, নরওয়েজিয়ান এবং সুইডিশ শহরগুলি দুর্বল মুদ্রার ধাক্কা সামলাচ্ছে এবং ফরাসি শহরগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমকক্ষদের তুলনায় কম মুদ্রাস্ফীতির হারে পিছিয়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায় দুর্বল এবং নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির হারের কারণে চীনা শহরগুলি র‍্যাঙ্কিং হারিয়েছে শক্তিশালী ডলার এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমেরিকার সকল শহরের র‍্যাঙ্কিং বেড়েছে, সান ফ্রান্সিসকো শীর্ষ ১০-এ উঠে এসেছে। ইসিএ ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্বের ১২০ টি দেশ ও ২০৭ টি শহরকে এই র‍্যাংকিংয়ের আওতায় এনেছে।

প্রবাসীদের বসবাসের জন্য বিশ্বের শীর্ষ ২০টি সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্থান

জামায়াতে ইসলামীর বিবৃতি

(৩ পাতার পর)

বিএনপি' মর্মে যে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। জনাব ওবায়দুল কাদের জামায়াতের বিরুদ্ধে অগ্নি-সন্ত্রাসের যে অভিযোগ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। আজ পর্যন্ত তারা তাদের ঐ ধরনের বক্তব্যের কোনো সত্যতা কোথাও প্রমাণ করতে পারেনি। জামায়াত কখনো অগ্নি-সন্ত্রাস করেনি, করার প্রশ্নই আসে না। দেশের জনগণ জনাব ওবায়দুল কাদেরের কাছ থেকে এ ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্য আশা করে না। আমরা তার এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কল্পিত ও বানোয়াট বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জনাচ্ছি।'

নিউইয়র্কের অনেক স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক অবৈধ, অসাংবিধানিক : কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ

(প্রথম পাতার পর)

অনেক মানুষকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রিসিঙ্কটে যাদের থামানো হয়েছে তাদের মাত্র ৪১ শতাংশ ছিলো সঠিক। এছাড়া যাদের কব্জা করা হয় তাদের মধ্যে ৬৮ শতাংশই ছিলো অন্যায় আর তল্লাশির আওতায় যাদের আনা হয় তাদের মধ্যেও মাত্র ২৬ শতাংশ ছিলো সঠিক বাকি ৭৬ শতাংই ছিলো অবৈধ।

নেইবারহুড সেফটি টিমস নামে পুলিশের একটি বিশেষ বাহিনী নগরীর ৮০ শতাংশ অপরাধ হয় এমন ৩৪টি এলাকায় তাদের কর্মতৎপরতা চালায়। এই সময়ে তারা যাদের থামিয়েছে তাদের ৯৭ শতাংশই ছিলো কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা হিসপ্যানিক।

মেয়র এরিক অ্যাডামসের কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছে, তারা এই জরিপটি সম্পর্কে জেনেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। ডেনারস্টেইনের পর্যবেক্ষন পদ্ধতিও তারা খতিয়ে দেখছেন।

মুখপাত্র ফ্যাবিয়েন লেভি বলেন, নেইবারহুড সেফটি টিম মাঠে নামার পর নিউইয়র্কে বন্দুক হামলা কমেছে। তিনি বলেন, যে অফিসাররা এই টিমে কাজ করেন তারা শুধু নিউইয়র্কারদের নিরাপদ রাখতেই নয় ববং তাদের নাগরিক স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকেন। এ লক্ষ্যে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়, বলেন লেভি। তিনি আরও বলেন, অসাংবিধানিক কোনো বাধা অগ্রহণযোগ্য। আমরা নিউইয়র্কারদের প্রত্যাহিক জীবনকে আরও নিরাপদ করতেই কাজ করে যাচ্ছি।

ডেনারস্টেইন তার পর্যালোচনার কাজটি শুরু করেন ২০২২ সালের মার্চে মেয়র এরিক অ্যাডামন নেইবারহুড সেফটি টিমস মোতায়েনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে। এর আগে অপরাধ-দমন বাহিনী হিসেবে কাজ করতো পুলিশের একটি দল যা বাতিল করে নেইব-ারহুড সেফটি টিম গঠন করা হয়। এই টিমের লক্ষ্যই হচ্ছে অস্ত্র সহিংসতা কমানো। এই টিমের সদস্যরা বিশেষভাবে তৈরি ইউনিফর্ম পরে, সাধারন গাড়িতে ঘুরে বেড়ান, এবং সন্দেহভাজন কাউকে পেলেই থামিয়ে তল্লাশি করেন।

ডেনারস্টেইন তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে ফলাফল এসেছে হতাশাজনক।

এর আগে ২০১৩ সাল একজন কেন্দ্রীয় বিচারক রায় দিয়েছিলেন স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্কের নাম এনওয়াইপিডি কৃষ্ণাঙ্গ ও হিসপ্যানিকদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। ওই বিচারক এই ব্যবস্থাকে বর্ণবাদী বলেও উল্লখ করেছিলেন। তখন এই ব্যবস্থার অন্যতম উদগাতা সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ এ জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন।

ওই রুলের পর এমন থামানো ও তল্লাশির ঘটনা অনেক হারে কমে যায়। ২০১৬ সাল নাগাদ তা বছরে ১১ হাজার ৭৩০ জনে নেমে আসে। অথচ ২০১১ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৬৮৬,০০০। ২০২১ সাল থেকে সংখ্যাটি বাড়ছে। এবং পুলিশের অন্যতম টার্গেট হয়ে উঠছে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিসপ্যানিকরা, বলা হয়েছে খবরে।

১৪ বছরে গ্রাজুয়েশন শেষ কায়রান কাজীর,

(প্রথম পাতার পর)

বলছি, সে বাংলাদশী বংশদ্ভুত এক আমেরিকান। মাত্র ১৪ বছর বয়সে সে সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম স্যান্টা ক্লারা ইউনিভার্সিটি। তাদের প্রতিষ্ঠার ১৭২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ এত কম বয়সে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করলো। আরও বড় কথা হচ্ছে কায়রান কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন সম্পন্নই করেনি। এরই মধ্যে পেয়ে গেছে চাকরির অফার। আর তা কোথায়? স্পেসএক্স-এ। তাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এরই মধ্যে কায়রানকে নিয়োগ দিয়েছে স্পেসএক্স। আগামী জুলাইয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে স্পেসএক্সের কার্যালয়ে চাকরি জীবন শুরু করবে এই ছোট্ট ছেলেটি। ছেলেটি এই জন্য বলা যে বাস্তবিকই এক বালক এই কায়রান আমান কাজী। হোক সে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট, কিংবা ফরচুন হান্ড্রেড কোম্পানির অন্যতম কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার! 'এখনো বালসুলভ ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা তার, জ্ঞানেই না বড় হয়েছে, বয়সে তো ছোট্টটিই রয়ে গেছে,' এভাবেই বলছিলেন কায়রানের নানী সৈয়দা হাসনা বেগম।

টেলিফোনে যখন কথা হয়, তার কণ্ঠে ঝরে পড়ছিলো আনন্দ-উচ্ছাস। জানালেন নাতির এই বিশাল অর্জনের তার খুশির সীমা নেই। নিউইয়র্কের বাসিন্দা হাসনা বেগম ছুটে গেছেন স্যানফ্রান্সিসকোতে। সেখানেই কায়রান আমান কাজি তার বাবা মুস্তাহিদ কাজী ও মা জুলিয়া কাজীর সঙ্গে থাকে। তবে পরিবারটি শিগগিরও মুভ করবে ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে কর্মযোগে যেতে হবে কায়রান কাজীকে। কিন্তু অতটুকু ছেলেকে তো আর বাবা-মা একা ছাড়তে পারবেন না। আর এত ছোট বয়সে তাকে ডরমে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। ফলে বাবা-মাসহ শিগগিরই ওয়াশিংটনের বাসিন্দা হচ্ছে পরিবারটি। প্রকৌশলী বাবা ও ব্যাংকার মা কায়রান আমান কাজীর।

পরিবারের সকলেই উচ্ছসিত আগামী ১৮ জুনের গ্রাজুয়েশন সেরিমনি নিয়ে। সেদিন কায়রান আমান কাজীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রি হস্তান্তর করা হবে। আর সে কারণেই স্যানফ্রান্সিসকো গেছেন সৈয়দা হাছনা। তিনি বলেন, এটা আমাদের পরিবারের জন্য একটা বড় ব্যাপার। তবে শুধু পরিবার কেনো, বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত কায়রান কাজীর জন্য গর্বিত হতে পারেন প্রতিটি বাংলাদেশী, বলছিলেন বাংলাদেশের এই সাবেক নারী সংসদ সদস্য। তিনি বলেন, এদেশের অনেক মিডিয়া থেকে তার নাতির সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে, সকলে তার প্রশংসা করছেন এতে তার ভীষণ গর্ব হচ্ছে।

কায়রানের ছোটবেলার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুই বছর বয়স থেকেই স্কুলে যেতে শুরু করে। তবে যখন চতুর্থ গ্রেডে উঠে যায়, তার মেধা চর্চার অস্বাভাবিকতার দিকটি তার বাবা-মায়ের নজরে আসতে শুরু করে। প্রথমে তারা ঘাবড়ে যান এবং ছেলেকে মনো চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন এক গিফটেড সন্তানের গর্বিত পিতা মা তারা। সেইতো শুরু। সে বছরই কায়রান আমান কাজীকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কলেজে। এরপর কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই তার ব্যাচেলর শেষ হলো।

কায়রানের নিজের তার এই অর্জন আর চাকরির জন্য এক্সাইটমেন্ট কেমন? এমন কথা জানতে চাইলে, নানী সৈয়দা বলেন, সারাক্ষণ হাতে ভারী বই, আর পড়ালেখা। উচ্ছ্বাস দেখানোর সুযোগই তার হয় না। রাত সাড়ে দশটায় যখন কথা হচ্ছিলে তখন তিনি জানান, এত রাত পর্যন্ত তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হচ্ছে। আর তার মা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকছেন। 'অতটুকু বাচ্চাকে তো আর একলা পাঠানো যা না!' এই কারণে মাকে ছয় মাসের ছুটি নিতে হয়েছে বলেও জানালেন তিনি।

স্পেস-এক্স এ যোগ দিতে যাওয়া নিয়ে কায়রানের উচ্ছ্বাস অনেক বেশি, তবে চাকরি নয়, নিজে কিছু একটা আবিষ্কার করতে চায় কায়রান।

কায়রান সাধারণ কোনো শিশু নয় তা এই খবরে স্পষ্ট। সবার আগে বিষয়টি টের পান তার মা। একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ওর জন্মের কয়েক মাস পরেই কিছুটা ব্যতিক্রমি বিষয় তার চোখ পড়ে। দুই বছর বয়সেই সে পুরো বাক্য বলতে শিখে যায়। তখনই চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন তার বুদ্ধিমত্তার মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। সে বছরই তার প্রি-স্কুল শুরু হয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের স্কুলকে বোরিং ঘোষণা করলো কায়রান। তখন আরব স্প্রিং চলছে। বন্ধুদের নিয়ে সেই দুই বছর বয়সেই কায়রান 'মিসর মুক্ত করো, গণতন্ত্র দাও'। এরপর কায়রানকে 'অত্যন্ত মেধাবী' হিসাবে চিহ্নিত করা হলো আর দেখা গেলো তার আইকিউর মাত্রা ৯৯.৯৯ শতাংশ মানুষের চেয়ে আলাদা। ১০ম জন্মদিনের আগেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কলেজে।

সিরাজুল আলম খানের দাফন সম্পন্ন

(প্রথম পাতার পর)

জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আলীপুর গ্রামে মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে। শনিবার (১০ জুন) তৃতীয় জানাজার পর সাহেব বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যদায় মা সৈয়দা জাকিয়া খাতুনের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। এর আগে, বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তার তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মায়ের শাড়িতে মুড়িয়ে মায়ের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল আলমের দাফনের আগে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

ঢাকা থেকে এর আগে পৈতৃক ভিটায় সিরাজুল আলম খানের লাশ আনা হয়। সেখানে এলাকার সব শ্রেণি-পেশার মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেয়। এ সময় প্রিয় নেতার লাশ দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বাংলাদেশের রাজনীতির 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিত সিরাজুল আলম খানের (দাদা ভাই) প্রথম জানাজা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় শরীক হন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, জনসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। সেখান থেকে লাশ নেয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে সিরাজুল আলম খানের লাশ নেওয়া হয় গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। সেখানে বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

সিরাজুল আলম খান গত ৯ জুন শুক্রবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ৮২ বছর বয়সী এই রাজনীতিক দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন।

গারবেজ ব্যাগে খাবার ফেললে জরিমানা

(প্রথম পাতার পর)

হচ্ছে।

২০১১ সালে নিউইয়র্স সিটির কম্পোস্ট কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। যাতে ঘরে ঘরে যে খাদ্যাবশিষ্ট তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেল আসার সুযোগ রাখা হয়। নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে এমন ২০০টি খাদ্যাবশিষ্ট ফেলার (ফুড স্ক্র্যাপ ড্রপ-অফ) ব্যবস্থা রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি কম্পোস্ট প্রোগ্রামের আওতায়ই পরিচালিত হয় এমন ৫৬টি ড্রপ অফ সাইট। যার মাধ্যমে সপ্তাহে প্রায় ২৫ টন খাদ্যবশিষ্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। স্থানগুলো সম্পর্কে জানতে এখানে ব্রাউজ করুন: https://www.grownyc.org/compost

ছুটি থাকবে চীনা নববর্ষেও

(প্রথম পাতার পর)

স্কুলে ছুটি থাকবে। একই সঙ্গে চীনা নববর্ষের দিনেও ছুটির সিদ্ধান্ত হলো এই বিলের মাধ্যমে। গত ৯ জুন শুক্রবার বিলটি অ্যাসেম্বলিতে পাস হয়। এখন সেটি গভর্নর ক্যাথি হোকুলের স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রতিনিধি দলের সদস্য গ্রেস মেং বলেন, স্টেট আইন প্রণেতাদের এই অনুমোদন এটাই প্রমাণ করে নিউইয়র্ক বহুজাতির আনন্দময় জীবনের একটি স্থান। আমাদের অধিবাসীরা তাদের নিজ নিজ আনন্দ উদযাপনের মধ্য দিয়েই এই বহুজাতিকতার প্রকাশ ঘটাতে পারবেন। এর আগে গত মাসে অ্যাসেম্বলি স্পিকার কার্ল হেস্টি দিপাবলী ও লুনার নিউইয়ারে স্টেট পর্যায়ে ছুটি ঘোষণায় তার আগ্রহের কথা জানান। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের সম্মৃদ্ধ ও বহু সংস্কৃতির চর্চায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত অক্টোবরে মেয়র এরিক অ্যাডামসও তার একই আগ্রহের কতা প্রকাশ করেন।

এদিকে হিন্দুদের ধর্মীয় আনন্দউৎসব দিপাবলীর দিনে নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে ছুটি রাখার জোর দাবি তোলা হয় বিভিন্ন মহল থেকে। বলা হচ্ছিলো সিটির ৬০০,০০০ হিন্দু অধিবাসী এই উৎসব পালন করে। এই দিনটিতেই স্কুলগুলোতে ছুটি থাকা প্রয়োজন। এজন্য ব্রুকলীন-কুইনস ডে'র পরিবর্তে দিওয়ালীর দিনে ছুটি ধার্য করার পক্ষে মত আসে।

সবচেয়ে জোর গলায় এই দাবি তুলেছিলেন অ্যাসেম্বলি উম্যান জেনিফর রাজকুমার। তিনি বলেছেন, জিউস ও ক্রিশ্চিয়ানদের ক্ষেত্রে যেমন তাদের সবচেয়ে পবিত্র দিনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ছুটি রাখা হয়, মুসলমানদের উৎসব ঈদ-উল-ফিতরে ছুটি থাকে তেমনি হিন্দুদের উৎসব দিওয়ালিতেও ছুটি থাকা প্রয়োজন। এতসব দাবির মুখে নতুন এই অনুমোদন দিলো নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

শাহরিয়ার কবিরের মেয়ের লাশ উদ্ধার : হত্যা, নাকি আত্মহত্যা?

ঢাকা ডেস্ক: ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের মেয়ে অর্পিতা কবির মুমুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (০৮ জুন) রাতে রাজধানীর বনানীর একটি বাসা থেকে অর্পিতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রাতেই মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেয় বনানী থানা পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনানী থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার বনানীর একটি বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় শাহরিয়ার কবিরের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রাতেই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু বলতে পারেননি তিনি।



মৃত্যুর আগে চিরকুট লিখে গেছেন অর্পিতা শাহরিয়ার কবির

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের মেয়ে অর্পিতা শাহরিয়ার মুমুর (৪১) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দিন রাতেই তার মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরের দিন রাজধানীর মিরপুরে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মা ডানা কবিরের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, বাথরুমের জানালার সঙ্গে গলায় রশিয় বাঁধা অবস্থায় তার লাশ ঝুলছিল। বাসা থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করা হচ্ছে তিনি 'আত্মহত্যা' করেছেন।

শুক্রবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে শাহরিয়ার কবিরের পরিবারের কেউ গণমাধ্যমে বিস্তারিত কথা বলতে রাজি হননি। মেয়ে হারানোয় শোকাহত শাহরিয়ার কবির অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার বাসায় গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বনানী থানার এসআই গুলশান আরা বলেন, 'মহাখালীর আমতলীর একটি বাসা থেকে অর্পিতা শাহরিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ওই রাতেই তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অর্পিতা আত্মহত্যা করেছেন। তবে তিনি কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন তা সুনির্দিষ্ট করে জানাতে পারেনি পুলিশ। তার পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

অর্পিতা লন্ডনে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে মা ডানা কবিরের মৃত্যুর পর তিনি দেশে আসেন। এর পর থেকে দেশেই ছিলেন। বৃহস্পতিবার তার লন্ডনে ফেরার কথা ছিল। আগের দিন বুধবার রাতে বাসার বাথরুমের জানালার সঙ্গে রশি দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার লিখে যাওয়া একটি চিরকুটে (সুইসাইড নোট) আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন অর্পিতা।

পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার মো. শহীদুল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মহাখালীর ওই বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে। পরে স্বজনদের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়।

এদিকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল জানান, বৃহস্পতিবার মিরপুরের বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মায়ের কবরের পাশে অর্পিতার লাশ দাফন করা হয়েছে। তিনি কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আগামী রোববার মহাখালীর বাসায় তার কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে। ২০২০ সালের ১৩ জানুয়ারী শাহরিয়ার কবির তার স্ত্রী ডানা কবিরকে হারান। (দৈনিক যুগান্তর)

শাহরিয়ার কবিরের কন্যার মৃত্যুতে নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের শোক প্রকাশ

নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের কন্যা অর্পিতা শাহরিয়ার কবির মুমুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার। গত ৮ জুন বৃহস্পতিবারে তিনি ঢাকার বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।



অর্পিতা শাহরিয়ার কবির মুমু



উল্লেখ্য, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের কন্যা অর্পিতা শাহরিয়ার মুমু লন্ডনে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করতেন। ২০২০ সালের জানুয়ারীতে মা ফাতেমা কবির ডানার মৃত্যুর কারণে তিনি দেশে আসেন। এরপর দেশেই ছিলেন।

এক শোক বার্তায় সংগঠনের পক্ষে সভাপতি ফাহিম রেজা নূর ও সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া প্রয়াত অর্পিতা শাহরিয়ার কবির মুমুর আত্মার শান্তি কামনা এবং শাহরিয়ার কবির ও পরিবারের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



এই উচ্ছ্বাসই আমার বাংলাদেশ

হে নবীন, যুবক যুবতিরা। তোমাদের উচ্ছ্বাসের প্রতি আমার ভালোবাসা। এই বয়সে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছি। এই বয়সে তোমরা এই আমেরিকায় সমাজ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। নগর বাউল জেমস সঙ্গীত জগতে আমাদের সম্পদ। তাকে ভালোবেসেই তোমাদের এই উচ্ছ্বলতা। স্পন্দিত চিত্তে আজ স্বাগত জানাতে এসেছি আমাদের নগর বাউলকে। বাংলাদেশের নগর বাউলকে। জয় বাংলাদেশ।

আবু জাফর মাহমুদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, '৭১
প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক ও আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশন

৪ জুন ২০২৩, রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা আমাজুরা হলে শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে নগরবাউল জেমস এর জমকালো কনসার্ট।



উদ্বোধনী বক্তৃতা করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

স্বাধীনতা মানে

নাসির আহমেদ

একটি বজ্রকণ্ঠ-ধ্বনি, তিরিশ লক্ষ রক্তগোলাপ,
আকাশে- বাতাসে গুলির শব্দ, গণহত্যার ভয়ালরাত্রি!
পচিশে মার্চে কামান এবং মেশিনগানের বিকট শব্দ! অগ্নির দাহ
এবং রক্ত- স্রোতে ভাসমান স্বদেশ আমার লালসবুজের ঠিকানায় যাবে।

স্বাধীনতা মানে লক্ষ লক্ষ সাহসী তরুণ-তরুণীর বুকে
প্রবল তৃষ্ণা জন্মভূমির স্বাধীন সত্তা, গেরিলা যোদ্ধা, সাড়ে সাতকোটি
মানুষের প্রাণে হঠাৎ প্রবল জোয়ার! এবং কত যে সাহসী
মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান দেশের জন্য মৃত্যুর মুখে দেবার সাহস!
এবং গেরিলা সন্তান প্রাণ দেয় হাসিমুখে, দেশজননীর পদতলে যেন
স্বেচ্ছামৃত্যু উৎসবে মাতে লক্ষ শহীদ!

স্বাধীনতা মানে মুক্তিযুদ্ধ, তারও আগে সেই বাতিঘর প্রায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রেসকোর্স মাঠে গণজোয়ারের উত্তাল ঢেউয়ে
বজ্রকণ্ঠ : এবারের সংগ্রাম মুক্তির...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা...
নির্দেশে তাঁর বাংলার প্রতি ঘর হয়ে ওঠে প্রতিরোধ-ঘাঁটি।

স্বাধীনতা মানে একটি কণ্ঠে কোটি কণ্ঠের প্রতিধ্বনিত
মুক্ত স্বাধীন দেশের স্লোগান 'জয় বাংলা'র, আকাশের চেয়ে বিশাল মুক্ত
স্বপ্নের পথে ভেসে যাওয়া এক জাতির গল্প।
একটি স্বপ্নে একাকার হওয়া ঐক্যবদ্ধ কোটি মানুষের
দেশের জন্য আত্মত্যাগের মহান শক্তি!

স্বাধীনতা মানে বর্বর পাকবাহিনীর নীল নকশা এবং পঁচিশে মার্চে
ভয়াবহ গণহত্যার রাত! লাখো শহীদের তাজা রক্তের স্রোতে ভাসা দেশ,
এক কোটি শরণার্থীর কী যে দুর্গত দিন-রাত্রির গাথা।
মুক্তির আলো উদ্ভাষণের ষোলোই ডিসেম্বর।

স্বাধীনতা মানে ভোরের সূর্যে শিশিরের বুকে আলোর ঝিলিক,
সবার উপরে মানুষ এবং ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদহীন, কেবল বাঙালী
পরিচয়ে যারা গর্বিত আর মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা
প্রগাঢ় এখনো। তাদের স্বপ্নে বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
একটি মুক্ত বিহঙ্গ যেন স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলা এবং শেখ মুজিব।

চুম্বন

আবু আফজাল সালেহ

সবুজ আমাকে চুমু দিয়েছিল বসন্তে
বৃষ্টি চুমু দিয়েছিল শ্রাবণে
শিশির চুমু দিয়েছিল হেমন্তে।

সবুজের চুম্বন ঠাট্টায় হারিয়ে যায়
বৃষ্টির চুম্বন অবহেলায় হারিয়ে যায়
শিশিরের চুম্বনে হিম হয়ে যায় আজকাল।

চোখে কে যেন চুম্বন দিয়েছিল ঠিক মনে নেই
হয়তো ঘুমের ঘোরে কেউ দিয়েছিল
চোখ খুলে দিন দেখি শুধু
রাত আমাকে তাড়া করে যদিও।

থমকে গেছে প্রেমে

নাসরীন নঈম

সেতো দিনের শেষে ছাপ রাখেনি কোনও
সেতো সহজে এসে নিরবে চলে গেছে
তার রূপের ছায়া দেখেনি একজনও
তার সুরের পথে দূরকে ডাকে কে যে।

যেন ছিলনা কিছু, তবু কী বিশ্বাসে
বুকে উছলে উঠে অন্য কোনও ছলে।
যেন হারিয়ে ফের মনের আশে পাশে
সুখ উঠেছে মেতে ব্যথার কৌশলে।

সেতো দিগ্বিদিক যাচ্ছে ছুটে একা
সেতো পড়ছে বাঁধা মুগ্ধ কোনো চোখে
তাকে অন্ধ ছাড়া পাবেনা কেউ দেখা
তাকে মাতাল ছাড়া ভাবেনা কোনো লোকে।

সেই অন্ধ আছে একলা জেগে রাতে
তার বন্ধ ঘরে স্বপ্ন এলো নেমে
যেই আসার পথে হাত পড়েছে হাতে
তার যাওয়ার পথটা থমকে গেছে প্রেমে।

অরণ্যবাস

মাসুম আহমদ

আমার ভিতরে একটা রঙধনু বাস করে
এই কথাটা যখন রাষ্ট্র হলো,
তখন সব মাযহাব
আমার বিরুদ্ধে চলে গেলো।
অত:পর আমাকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে
দরজার বাহিরে যেতে হয়।
আঙুলের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি
আগুনের সাথে খেলা করতে করতে
জেগে উঠছে উইন্টারের প্রথম স্নোম্যান,
নির্জন কোন গ্রাম দৌড়াতে দৌড়াতে
শহরের দিকে ছুটে আসছে,
আমার ভিতরের রঙধনুটা
কথা বলছে মেঘেদের সাথে।
তারপরেও,
ব্যস্ত নির্ঘুম কোন একটা শহরে
মানুষ যে একা থাকতে পারে,
এই ফ্যাক্টটা কাউকেই বিশ্বাস করানো গেলো না।
তাই আমিও কাউকে আর বলতে গেলাম না-
আমি পিথাগোরাসের সুত্র হয়ে
আরেকবার জন্মগ্রহন করেছিলাম,
আমার একটা পুরাতন ইচ্ছা
ইজিপশিয়ান পিরামিডে বন্দী হয়ে আছে,
এবং এই পৃথিবীটা খুবই ক্ষুধার্ত!

সমাহিত শব্দগুচ্ছ

জাফর ওবায়েদ

(প্রাণীদের দু'টি দল-দুর্বল ও মাংসল)

হেঁটে যাচ্ছে দুর্বল প্রাণীদল যে যার মতো গন্তব্যের পথে
কেউবা দৌড়াচ্ছে প্রাণপণ
বাঘের থাবায় আহত হরিণীর মতো
(মাংসল প্রাণীদল আর ওদের পথ কিন্তু এক নয়)
ছায়াগুলোও তাদের সুভদ্র এবং সুবোধ
মাটির মমতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সমুখের দিকে
পেছনটায় পড়ে আছে ভাতভরতি গোটা মর্ত্যসমান হাড়ি
পড়ে আছে হাজার মাইল ধানের ঢেউখেলানো মাঠ
ওখানটায় চেয়ে চেয়ে মনস্তাপে পোড়ে দুর্বল প্রাণীদল
কিন্তু মুখ দেওয়া স্বর্গহারানো পাপ!

এদিকে বড়ো হচ্ছে ধানের মাঠ, বড়ো হচ্ছে সবুজ ধানের আমাজন
ভাতের হাড়িতে বসেছে পোকার নিরঙ্কুশ রাজত্ব;
আর দুর্বল প্রাণীদের পেছনে ছুটছে একপাল ক্ষুধার্ত শকুন!

জোড়া শালিক

সাজ্জাদুর রহমান

তারা গুণতে গুণতে বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে যাই
বারান্দায় জোড়া শালিকের আঁতুড়ঘর
সেই ঘর থেকে অপেক্ষার বছর গলে গলে পড়ছে।

আটপৌরে শাড়ির ছেঁড়া পাড়ে হরেক রঙের ক্ষুধা
অপেক্ষার নাড়ি ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে
গলিত হিসেবে টানছে যোগফল কতো হলো!

শ্রম বিক্রির আটপৌরে বসন্তে
জল দিয়ে সন্তানদের লালন করেন
দুঃখের করমচায় ঘাম ভেজে
অপেক্ষার ভবিষ্যৎ গড়েন
সেই অপেক্ষার ফুল থেকে ঘরে ফেরার তাড়া।

চৌহদ্দি পেরিয়ে নির্লোভ আর্তনাদে ঘরে ফিরলে
জোড়া শালিক কোঁকিয়ে ওঠে
বাবা-মা'র চোখ লাবণ্য থেকে সরে গিয়ে
পোড়া মেঘে ছটফট করে
যেখানে আমার ভবিষ্যৎ তারা গুনছে!

মৃতপুষ্পা

সুমন শামসুদ্দিন

অশ্বত্থগাছের মতো থিতু হয়ে আছি;
জীবনের গতি হঠাৎ মন্থর, জবুথবু মন!
রাগ ভৈরবী সুরের মুর্ছনায় প্রতিষ্ঠাপিত সকাল;
তবুও এখানে বাতাস বহে নিস্পৃহ স্পন্দনে।

কৃষ্ণচূড়ার তলায় স্পষ্ট আবেশিত হই
নিত্য বিদিত তোমার সৌরভসিক্ত বীজনে!
প্রচ্ছন্ন তোমার অবয়বী, অথচ কী জীয়ন্ত
তোমার সেই চাহনি, যা আমার অক্ষিপটে
অবিনশ্বরভাবে অঙ্কিত এক দৃশ্যপট!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



জানা গেল রুক্মিণীর ফিটনেসের রহস্য!

বিনোদন ডেস্ক: রুক্মিণী মৈত্রের ফিটনেসকে অনেকেই পছন্দ করেন। পাশাপাশি চেহারা দেখেও আকর্ষিত হন। তাকে দেখলেই সবার একটাই প্রশ্ন থাকে। তিনি নিজের এই চেহারা ধরে রাখার জন্য কী কী করেন, সারাদিনে কী খাওয়াদাওয়া করেন, কতক্ষণ সময় কাটান জিমে তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই।

তবে বারবার অনেক সাক্ষাৎকারেই এই উত্তর দিয়েছেন নায়িকা। তিনি বলে এসেছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদে তার ফিটনেস খুবই ভালো। চাইনিজ, বিরিয়ানি থেকে চকলেট কেক, আইসক্রিম খেতে তিনি খুবই ভালোবাসেন। ফলে ডায়েটে থাকার কথা তিনি নাকি কখনো ভাবতেই পারেন না। সব সময় খাওয়াদাওয়ার মধ্যে থাকেন।

এবার জিম করতে গিয়ে বেজায় মন খারাপ রুক্মিণীর। সে ছবিই শেয়ার করে নিলেন রুক্মিণী। তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জিম করার ছবিই দিয়েছেন অভিনেত্রী। ধূসর রঙের টিশার্ট পরে রুক্মিণী। যোগাসন করার ম্যাটে শুয়ে আছেন তিনি। মুখে বিন্দুমাত্র হাসি নেই। সেই কারণটাও নিজেই জানিয়েছেন নায়িকা।

রুক্মিণী লিখেছেন, 'জিম করতে মোটে ভালো লাগছে না। চকলেট খেতে ইচ্ছে করছে।' যতই ক্যামেরার সামনে তার কাজ হওয়ার জন্য প্রিয় খাবার ত্যাগ করার পাত্রী তিনি নন।

ব্যোমকেশ ছবির শুটিংয়ের জন্য কিছু দিন আগে মধ্যপ্রদেশে শুটিং করতে গিয়েছিলেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের একটি মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই মন্দিরের ঘিয়ের লাড্ডু পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারেননি। এত খাওয়াদাওয়া করার জন্যই কি জিমে যাচ্ছেন রুক্মিণী? সেই উত্তর অবশ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

শাকিব খান ছাড়া অন্যদের নিয়ে চিন্তিত নই

অপু বিশ্বাস



বিনোদন ডেস্ক: কথা ছিল রোজার ঈদে মুক্তি দেওয়া হবে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস প্রযোজিত প্রথম সিনেমা 'লাল শাড়ি'। কিন্তু আওয়াজ দিলেও সেটা কার্যকর হয়নি। কারণ সিনেমাটি রোজার ঈদের আগে সেন্সরেই জমা দেওয়া হয়নি। এবার রব উঠেছে, কুরবানির ঈদে আসছে 'লাল শাড়ি'। এমন রবের সত্যতার কথাও জানিয়েছেন সিনেমার নায়িকা কাম প্রযোজক অপু বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, সেন্সর সনদ পেলে সিনেমাটি কুরবানির ঈদে মুক্তি দেওয়া হবে।

আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সেন্সর ছাড়পত্রের জন্য জমা দেওয়া হবে। এ সিনেমার মূল অংশের প্রযোজক খোদ রাষ্ট্র। সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত হয়েই সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন অপু বিশ্বাস।

মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগামী ঈদে কমার্শিয়াল সিনেমা বলতে যা বোঝায় তা শুধু শাকিব খান অভিনীত প্রিয়তমাই মুক্তি পেতে যাচ্ছে। বাকি আর কী কী সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে তা নিয়ে আমি একদমই চিন্তিত নই। যে কারণে আমি আগামী সপ্তাহের শুরুতেই আমার প্রযোজিত লাল শাড়ি সিনেমাটি সেন্সর ছাড়পত্রের জন্য জমা দেব। যদি ঠিকঠাকভাবে সেন্সর ছাড়পত্র পেয়ে যাই, তাহলে আগামী ঈদেই মুক্তি পাবে এটি। আমি সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার জন্যও সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তারাও আমার পাশে আছেন, আমাকে সাহস দিচ্ছেন, অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। যে কারণে আমি আরও আশাবাদী হয়ে উঠেছি।' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বন্ধন বিশ্বাস।

এতে অপুর নায়ক সাইমন সাদিক। উল্লেখ্য, বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় এর আগে অপু বিশ্বাস 'ছায়া বৃক্ষ' নামের একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এদিকে শাহরিয়ার নাজিম জয়ের পরিচালনায় 'তাহাদের স্বর্গ' নামের আরও একটি সিনেমায় অভিনয় করার কথা রয়েছে তার।



যেসব যুক্তিতে মামলা বাতিল চান পরীমনির আইনজীবী

বিনোদন ডেস্ক: আলোচিত-সমালোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মাদক মামলা বাতিল হবে কিনা, এ বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ১৫ জুন দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (৯ জুন) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা বাতিল সংক্রান্ত শুনানি শুরু হয়।

বাসা থেকে জব্দ করা সাত বোতল মদ পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। মামলার এজাহার ও চার্জশিটে গরমিল রয়েছে– এমন চার যুক্তিতে এ মামলা বাতিলের দাবি চান অভিনেত্রীর আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক। তিনি বলেন, পরীমনিকে আটকের ২৩ ঘণ্টা পর মামলা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। জব্দকৃত মাদকে অ্যালকোহলের পরিমাণ ৪০ শতাংশের কথা বলা হলেও কেমিক্যাল রিপোর্ট বলছে, তাতে ১১-১২ শতাংশ অ্যালকোহল ছিল। এ ছাড়া নায়িকার গাড়িতে করে মাদক বহনের বিষয়টিও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ছাড়া পরীমনির আইনজীবী বলেন, তার মাদকের লাইসেন্স ছিল। মহামারি করোনার কারণে লাইসেন্সের নবায়ন হয়নি। মামলা হয়েছে এক মাস পর। এক মাস তার নবায়ন ছিল না। সে সময় করোনার কারণে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা হতো না।

এদিকে পাল্টা জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, ২০২০ সালের জুন মাসে মাদক গ্রহণের লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হয় পরীমনির। ঘটনাটি ঘটেছে এক বছরেরও বেশি সময় পরে এসে। এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে করা মামলাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বলার কোনো সুযোগ নেই।

উল্লেখ, ২০২১ সালের ৪ আগস্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালায় পরীমনির বনানীর বাসায়। অভিযানে অভিনেত্রীর বাসা থেকে মদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। পরে মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাকে। প্রায় এক মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পান তিনি। আর বর্তমানে মামলাটির বিচারকাজ নিম্ন আদালতে স্থগিত রয়েছে।

জন্মদিনে নিপুণকে যে খোঁচা দিলেন জায়েদ খান

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তারের জন্মদিন ছিলেঅ বৃহস্পতিবার (৯ জুন)। জীবনের ৩৯ বসন্ত পেরিয়ে ৪০-এ পা রাখলেন এ অভিনেত্রী। ১৯৮৪ সালের ৯ জুন কুমিল্লার জালগাঁওয়ে জন্ম তার। উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর রাশিয়ায় চলে যান ১৯৯৯ সালে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত মস্কোতে পড়ালেখা করেন। এর পর চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন ২০০৬ সালে। আর ওই বছরই অভিষেক করেন ঢাকাই চলচ্চিত্রে।





ঢাকাই চলচ্চিত্রের এ নায়িকার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিকমাধ্যমসহ নানা মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অনেকে। এর মধ্যে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীসহ রয়েছে ইন্ডাস্ট্রির তারকারা। অন্যসব তারকার মতো নিপুণকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিত্রনায়িকা শাহনূর। আর সেখানেই নিপুণকে 'অনির্বাচিত মানুষকে পদবি দিচ্ছেন' বলে মন্তব্য করলেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান।

বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে নায়িকা শাহনূর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নিপুণের সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে ক্যাপশনে লেখেন– 'আজকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী নিপুণ আক্তারের শুভ জন্মদিন। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং দোয়া রইল। সব সময় ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবারও শুভ জন্মদিন।'

অভিনেত্রী শাহনূরের সেই পোস্ট নজর কাড়ে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির দুবারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানের। এ অভিনেতা শাহনূরের পোস্টে মন্তব্যের ঘরে লেখেন– 'একজন অনির্বাচিত মানুষ ভোটে পাস না করে জোর করে চেয়ারে বসে আছে, সর্বোচ্চ আদালতে মামলা চলমান। আপনার মতো শিল্পী তাকে সাধারণ সম্পাদক পদবি দিয়ে যাচ্ছেন।'

এ নায়ক আরও লেখেন– 'এর পরও নীতি বাক্য ছাড়বেন ও ভালো ভালো উপদেশ দেবেন। সত্যিকারে যে সততা আর নীতির মধ্যে আপনারা নাই, এটি বুঝতে পারছেন তো?'

তবে শুধু চিত্রনায়িকা শাহনূরের পোস্টেই নয়। চিত্রনায়িকা অঞ্জনা রহমানের নিপুণকে নিয়ে করা জন্মদিনের পোস্টেও একই মন্তব্য করেছেন জায়েদ খান।

এদিকে জায়েদ খানের এ মন্তব্যে চিত্রনায়িকা নিপুণ, শাহনূর কিংবা অঞ্জনার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি এখনো।

রাম-সীতা রূপে লিউড দম্পতি



বিনোদন ডেস্ক: রাম চরিত্রে রুপালি পর্দায় আবির্ভূত হবেন বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর। সীতার রূপে দেখা দেবেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। এ ছবি ঘিরে দারুণ উচ্ছ্বসিত রণবীর-আলিয়া দম্পতি। ওম রাউত পরিচালিত 'আদিপুরুষ' ১৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। প্রভাস-কৃতী শ্যানন অভিনীত এ ছবি 'রামায়ণ' মহাকাব্যের আলোকে নির্মিত। আরেক রামায়ণের কথা দীর্ঘ সময় ধরে শোনা যাচ্ছিল। নীতেশ তিওয়ারি এ ছবির পরিচালক। এর শুটিং শুরু হবে ডিসেম্বরে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে রণবীর ও আলিয়াকে 'রামায়ণা অফিস'-এ আসতে-যেতে দেখা গেছে। নীতেশ, মধু মান্টেনা, নমিত মালহোত্রারা এ ঠিকানায় 'রামায়ণ' ঘিরে গড়ে তুলেছেন এক ভিন্ন জগত।

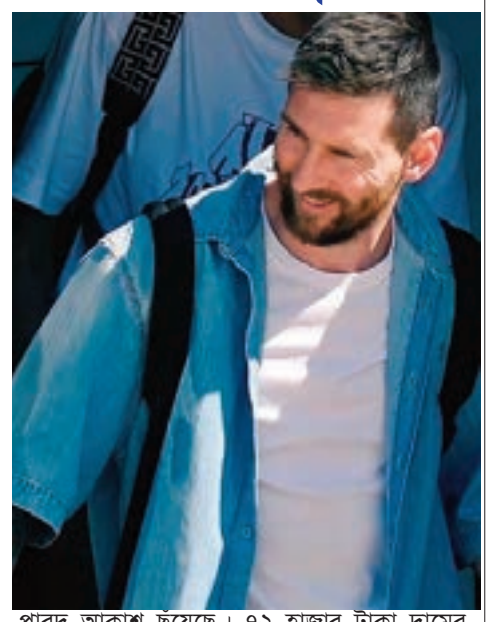
সোয়াতেকের তৃতীয় শিরোপা জয়



ঢাকা ডেস্ক, ১২ জুন : বিশ্বের এক নম্বর ইগা সোয়াতেক চ্যাম্পিয়ন হলেন ফরাসি ওপেনে। এই গ্র্যান্ড স্লাম আসরের এটি তার তৃতীয় শিরোপা জয়।
শনিবার প্যারিসে ২২ বছর বয়সি পোলিশ টেনিস তারকা সোয়াতেক ৬-২, ৫-৭, ৬-৪ এ ফাইনালে হারিয়ে দেন চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুকোভাকে। ২০০৭-এ জাস্টিন হেনিনের পর সোয়াতেক দ্বিতীয় নারী খেলোয়াড়, যিনি টানা দ্বিতীয়বার ফরাসি ওপেন জিতলেন। এটি তার তৃতীয় শিরোপা জয় রোঁলা গারোঁয়।
সব মিলিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব। প্যারিসে ২০২০ ও ২০২২-এ এবং গত বছর ইউএস ওপেনের শিরোপাও জিতেছিলেন তিনি।

চীন কাঁপছে মেসি-জ্বরে

ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : দুদেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান বিপরীত মেরুতে। তা সত্ত্বেও সব ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে যেন এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরকে নিয়ে উন্মাদনার জোয়ার বইছে দুই দেশেই। আল হিলাল ও বার্সেলোনার প্রস্তাব ফিরিয়ে গত বুধবার মেসি জানিয়ে দিয়েছেন, তার নতুন ঠিকানা হতে যাচ্ছে মার্কিন ক্লাব ইন্টার মায়ামি। চুক্তির সব প্রক্রিয়া এখনো শেষ না হলেও মেসি-জ্বরে আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র। ভিন্ন কারণে সেই উত্তাপ চীনেও ছড়িয়ে পড়েছে। মায়ামিতে পাড়ি জমানোর আগে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে শনিবার চীনে এসেছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা। বেইজিংয়ে রকস্টারের মতো অভ্যর্থনা পেয়েছেন মেসি।
১৫ জুন বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচ খেলতে কাল কয়েকভাগে বেইজিংয়ে পৌঁছে আর্জেন্টিনা দল। মেসি আসেন ব্যক্তিগত বিমানে। তার সঙ্গে ছিলেন আনহেল দি মারিয়া, রদ্রিগো দি পল, লিয়ান্দো পারেদেস, লো সেলসো, এনজো ফার্নান্দেজ ও নাহুয়েল মলিনা। কিন্তু বিমানবন্দরে আর্জেন্টিনা দলকে বরণ করে নিতে আসা চীনা ফুটবলপ্রেমীদের মুখে ছিল একটাই নাম-মেসি। গোটা বেইজিং যেন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে মেসি, মেসি চিৎকারে! ভক্তদের অনেকের গায়ে ছিল মেসির ১০ নম্বর জার্সি।
এ নিয়ে সপ্তমবার চীন সফরে এলেন মেসি। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে প্রথমবার। এজন্যই উন্মাদনার



পারদ আকাশ ছুঁয়েছে। ৭২ হাজার টাকা দামের টিকিটও বিক্রি শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। মাঠে বসে মেসির খেলা দেখতে বান্ধবী বিসর্জন দিতেও রাজি অনেক চীনাভক্ত! ১৫ জুনের ম্যাচ দিয়ে তিন বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবল ফিরছে চীনে। অন্যদিকে বিশ্বকাপ জয়ের পর দেশের বাইরে এটাই আর্জেন্টিার প্রথম ম্যাচ। চীন সফর শেষে ১৯ জুন জাকার্তায় স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা।

আরেকটি স্বপ্নযাত্রা জামালদের



ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : ২০০৩ সালে প্রথম ও শেষবার সাফের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। এরপর শুধুই খরা। বুধবার ভারতের বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে আট দলের সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন নিয়ে শনিবার দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ দল। তবে জামালরা প্রথমে যাবেন কম্বোডিয়ায়। সেখানে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন।
বিদেশি কোচ প্রতিবার স্বপ্ন দেখান। এবারও দেখিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ছেঁটে ফেলেছেন সেরা ফরোয়ার্ড এলিটা কিংসলিকে। তাকে ছাড়াই ২১ জনকে নিয়ে কম্বোডিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন তিনি। এলিটাকে বাদ দেওয়ায় কাবরেরার সমালোচনা হচ্ছে। ১৫ জুন কম্বোডিয়ায় ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। র‍্যাংকিংয়ে ১৭৬ নম্বরে কম্বোডিয়া। তাদের হারিয়ে সাফে খেলতে চায় র‍্যাংকিংয়ে ১৯২ স্থানে থাকা বাংলাদেশ।
র‍্যাংকিংয়ে ৯৯ স্থানে থাকা লেবাননের কাছে হারলেও মালদ্বীপ ও ভুটানকে হারিয়ে গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে শেষ চারে খেলার স্বপ্ন দেখছেন কোচ। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে এ দুই দেশই। মালদ্বীপ ১৫৪, ভুটান ১৮৫। নিকট অতীতে এ দুটি দেশকে যে হারায়নি বাংলাদেশ, তা নয়। মালদ্বীপের সঙ্গে শেষ সাতবারের দেখায় পাঁচটিতে হেরেছে বাংলাদেশ। জিতেছে দুটিতে। অন্যদিকে ভুটানের বিপক্ষে নয়বারের দেখায় ছয়টিতে জিতেছে বাংলাদেশ। হেরেছে একটিতে। ২০১৬ সালে ৩-১ গোলে ভুটানের কাছে হেরে দুই বছরের জন্য নির্বাসনে যায় দেশের ফুটবল।

দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়ে যা বললেন শোয়েব আখতার

ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : নিজের ঝলমলে ক্যারিয়ারের অন্তিমলগ্নে ২০১৪ সালে 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'খ্যাত শোয়েব আখতার বিয়ে করেন রুবাব খানকে। তারা দুই ছেলের বাবা-মা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানি সাবেক এই ফাস্ট বোলারকে দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।
দ্বিতীয় বিয়ে? প্রশ্নই ওঠে না। শোয়েব আখতার ওই পথে হাঁটতে নারাজ।
তিনি বলেন, 'জীবনসঙ্গী একজনই যথেষ্ট। লোকে দ্বিতীয় বিয়ে করে বৈকি। কিন্তু আমি মনে করি, যে মেয়ে তার সব কিছু ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসে, আপনারও উচিত তার জন্য অনেক কিছু ছেড়ে দেওয়া। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা এবং তার প্রতি সদয় হওয়া।'
আগামী ১৩ আগস্ট ৪৮-এ পা রাখতে যাওয়া সাবেক ডান-হাতি ফাস্ট বোলার শোয়েব ৪৬ টেস্টে ১৭৮ এবং ১৬৩ ওডিআইতে ২৪৭ উইকেট নিয়েছেন।
২০১১ বিশ্বকাপের পর তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। বর্তমানে শোয়েব একজন ধারাভাষ্যকার।



রেকর্ড জয়ে কোহলি-রাহানের দিকে তাকিয়ে

ঢাকা ডেস্ক, ১২ জুন : টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জিততে হলে রেকর্ড গড়তে হবে ভারতকে। ৪৪৪ রানের বিশাল টার্গেট তাড়ায় ৯৩ রানেই দলের সেরা তিন ব্যাটসম্যান শুভমান গিল, অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও চেতেশ্বর পুজারার উইকেট হারায় ভারত।
দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ে হাল ধরেছেন সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও সহ-অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে।
এই দুই তারকা ব্যাটসম্যান চতুর্থ দিনের শেষ বিকেলে ৭১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন। জয়ের জন্য রোববার আরও ২৮০ রান করতে হবে ভারতকে।
শেষ দিনে বিরাট কোহলি-আজিঙ্কা রাহানে ও রবিন্দ্র জাদেজারা দায়িত্বশীল ব্যাটিং করতে পারলে জয় পেতেও পারে ভারত। তবে সবচেয়ে বড় অবদান রাখতে হবে কোহলি-রাহানেকে। তারা দিনের তিন সেশনের মধ্যে দুটি সেশন কাটিয়ে দিতে পারলে জয়ের পথেই থাকবে ভারত।
ইংল্যান্ডের দ্য ওভালে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ট্রাভিস হেড ও স্টিভ স্মিথের জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে ৪৬৯ রান করে অস্ট্রেলিয়া।
জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে আজিঙ্কা রাহানে (৮৯) ও শার্দুল ঠাকুরের (৫১) জোড়া ফিফটিতে ভর করে ২৯৬ রানে অলআউট হয় ভারত।
১৭৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ২৭০ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৪৪ রান।
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪১৮ রানের টার্গেট তাড়ায় জয়ের রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ায় এটাই রেকর্ড। উইন্ডিজের সেই রেকর্ড ভাঙতে হলে কোহলিদের করতে হবে ৪৪৪ রান।





তুর্কি ভাষায় টুইট করে যা বললেন আমিরাতি প্রেসিডেন্ট

ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান শনিবার ইস্তাম্বুলে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এর পর তুর্কি ভাষায় টুইট করেছেন তিনি।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যম ইয়েনি শাফাক এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান তুর্কি ভাষায় লিখেছেন, 'আজ তুরস্কে আমার সফরের সময় প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে সাথে দেখা করে আমি আনন্দিত হয়েছি।'

'আমরা আমাদের দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার উপায় এবং সবার জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে উন্নীত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি,' যোগ করেন আমিরাতি নেতা।

এর আগে ইস্তাম্বুলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এরদোগান। আতাতুর্ক বিমানবন্দরে দুই নেতার মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। তবে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আর কোনো তথ্য শেয়ার করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, আল নাহিয়ান উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল দেখার জন্য তুরস্কে গিয়েছিলেন। গত ২৮ মে এরদোগান পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর যেসব বিশ্বনেতা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম এই আল নাহিয়ান।

পাল্টা হামলা: পুতিনের বক্তব্যের জবাবে যা বললেন জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখনও রাশিয়ার দখলদার বাহিনীর হাতে থাকা অঞ্চল মুক্ত করার জন্য ইউক্রেনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পাল্টা হামলা চলছে। শনিবার রাজধানী কিয়েভে দেওয়া এক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় নেতা বলেন, 'ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'



প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের পাল্টা হামলা নিয়ে রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের বক্তব্যের জবাবে এমন কথা বলেন জেলেনস্কি। কারণ কিয়েভে ভাষণ দেওয়ার সময় ইউক্রেনীয় নেতাকে তার প্রতিপক্ষ রাশিয়ান নেতা পুতিনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। এর আগে শুক্রবার পুতিন বলেছিলেন, এটি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, ইউক্রেনীয় পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছে।

অবশ্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, পাল্টা হামলা শুরু হলেও এর কোনো সাফল্য লক্ষ করেননি তারা।

তবে জেলেনস্কি বলেন, 'এটা খুশির খবর যে, পুতিন আমাদের পাল্টা আক্রমণের কথা স্বীকার করেছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়া (পাল্টা আক্রমণ) অনুভব করছে, অনুভব করতে পারছে যে তাদের কাছে বেশি সময় নেই।'

এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জাপোরিঝিয়ার দক্ষিণ এবং পূর্বে ফ্রন্টলাইন বরাবর আরও ইউক্রেনীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের কথা জানিয়েছে।

অপরদিকে ইউক্রেনীয় বাহিনী দাবি করেছে, বিগত ২৪ ঘণ্টার অভিযানে তারা আরও অগ্রসর হতে পেরেছে। এ সময় রুশ বাহিনীকে পিছু হটিয়ে অন্তত ১৪০০ মিটার পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে তাদের বাহিনী।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



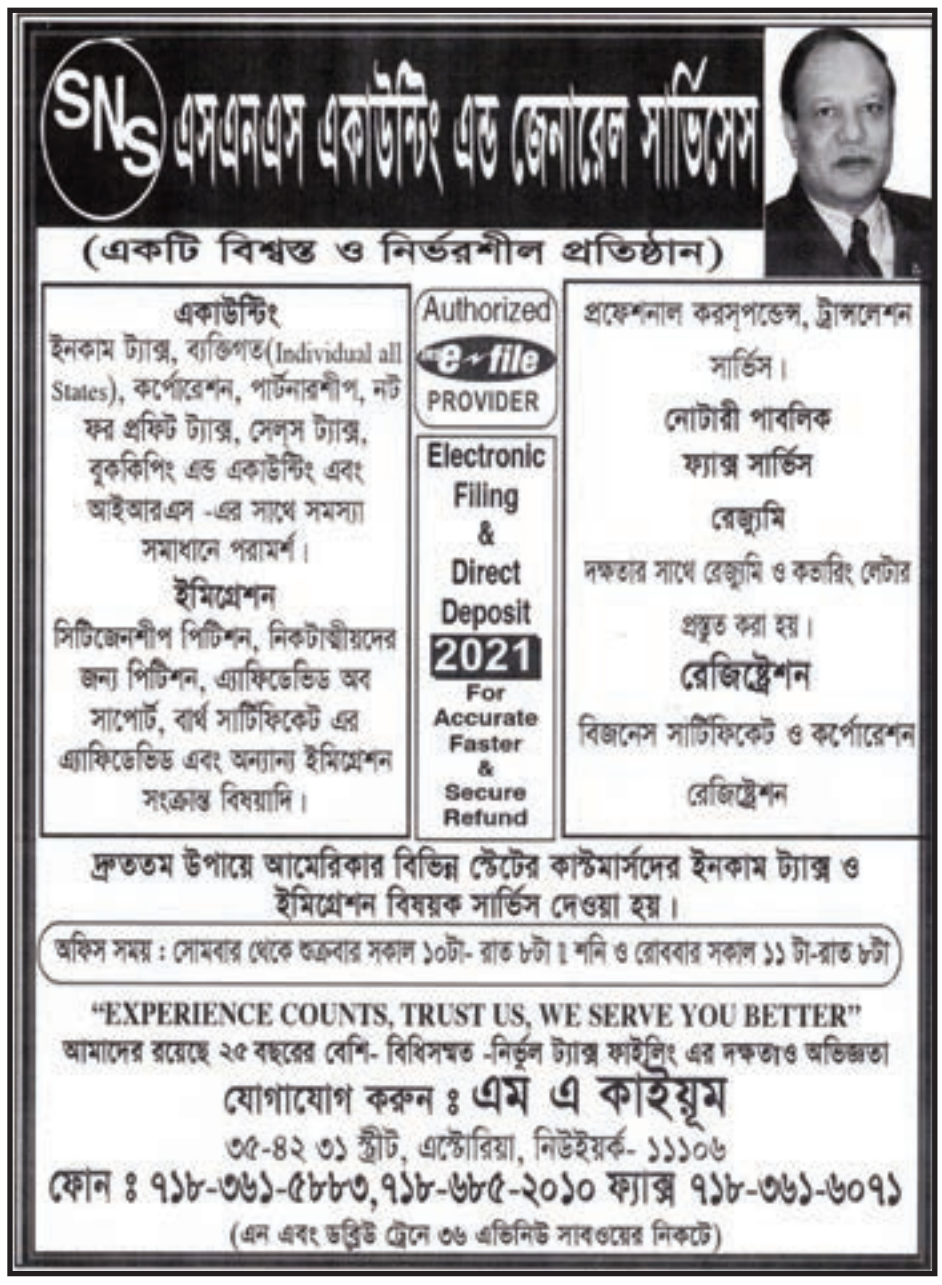
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

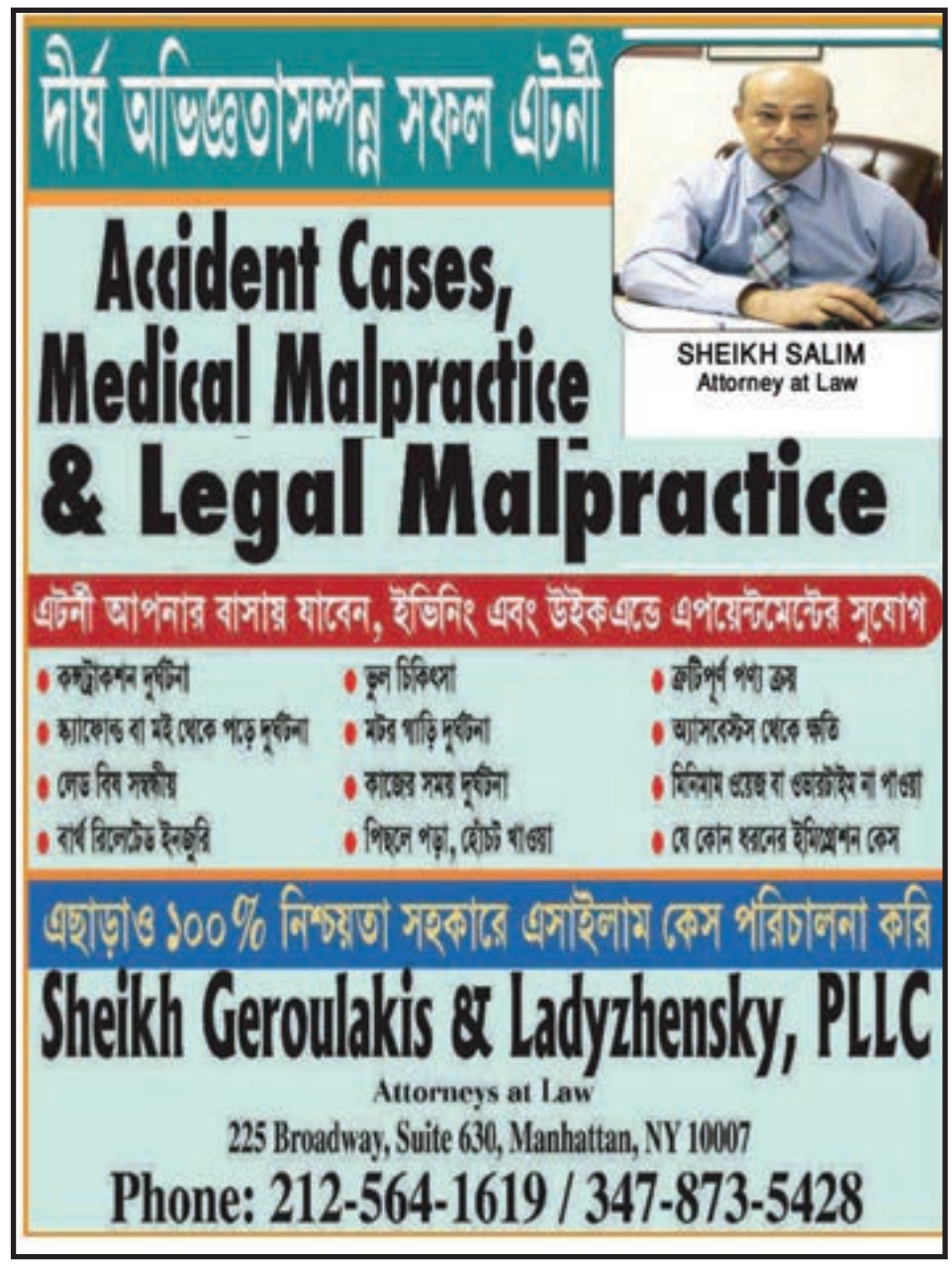


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তুলবেন মোদি

ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : ২১ জুন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা বলছে, মোদির ওয়াশিংটন সফরের আলোচনার টেবিলে থাকবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, 'এগিয়ে আসছে নির্বাচন, ঢাকার উদ্বেগ নিয়ে মোদির সফরে বাংলাদেশকে বার্তা দিতে চায় ভারত। নয়াদিল্লি আমেরিকাকে বলতে চায়, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের গুরুত্ব যথেষ্ট। সেখানে এখন এমন কিছু করা বাঞ্ছনীয় নয়, যাতে সে দেশে মৌলবাদী, কট্টরপন্থি, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ইতিবাচক বার্তা যায়।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের ওপর আমেরিকার ক্রমবর্ধমান চাপ নিয়ে শেখ হাসিনা সরকার নয়াদিল্লির কাছে ঘরোয়াভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের অভিযোগ, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ এবং চিন্তাভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমেরিকা এবং আংশিকভাবে জাপানের পক্ষ থেকে যেভাবে অতিসক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে-তা যথেষ্ট অস্বস্তির। শীর্ষ কূটনৈতিক সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথা বলার পক্ষপাতী সাউথ ব্লক। প্রকাশ্যে যদিও বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভোট নিয়ে শেষ কথা বলবেন সে দেশের মানুষ। তাতে নাক গলানোর প্রশ্ন নেই। কিন্তু কূটনৈতিক সূত্রের খবর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের দফতর থেকে ঢাকাকে জানানো হয়েছে, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনের গুরুত্বের দিকটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন ওয়াশিংটন সফরে তুলে ধরা হবে। গত মাসে জাপানের হিরোশিমায় জি-৭ শীর্ষ বৈঠকে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গিয়েছিলেন মোদি। তখনই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তোলার পরিকল্পনা ছিল সাউথ ব্লকের। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তখন তা সম্ভব হয়নি।' সম্প্রতি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে ঘিরে হাসিনা সরকার ১৫ দফা রূপরেখা ঘোষণা করেছে। সেখানে ভারতের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উদার, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাই বলা হয়েছে। সূত্রের মতে, নয়াদিল্লি এ কথাও ওয়াশিংটনকে বলতে চায় যে- সে দেশে এমন কিছু করা উচিত হবে না, যাতে আওয়ামী লীগ সরকার চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।' প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'এ মুহূর্তে আমেরিকার নতুন ভিসানীতি নিয়ে বাংলাদেশ সরগরম। শুধু বাংলাদেশের জন্য পৃথক ভিসানীতি ঘোষণা করেছে বাইডেন প্রশাসন। বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ করার লক্ষ্যে এই নয়া ভিসানীতি। নির্বাচনকে যারা বানচাল করার চেষ্টা করবেন, তারা আমেরিকায় প্রবেশাধিকার পাবেন না। ফলে অনেকেই মনে করছেন, আমেরিকার প্রশাসন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতেই নিজের দেশের আইন প্রয়োগ করে সে দেশের জন্য পৃথক ভিসানীতি গ্রহণ করল। এই পদক্ষেপের আসল বক্তব্য হলো, হাসিনার সময়ে হওয়া নির্বাচনগুলো অবাধ ছিল না। আওয়ামী লীগের বক্তব্য, এর ফলে ভোটের আগে বাংলাদেশে বিরোধীরা আমেরিকার এই ঘোষণাকে অস্ত্র করার বাড়তি সুযোগ পেয়ে গেল। বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো বহুদিন ধরেই দাবি করছে, হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোট হোক। সূত্রের খবর, এই দাবির প্রতি আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন আছে।' বাংলাদেশের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটাধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। ভোট কারচুপির মাধ্যমে জনগণের রায় কেড়ে নিয়ে কোনো সরকারের ক্ষমতায় থাকার নজির নেই। সরকার সব শান্তিপূর্ণ ও বৈধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য সভা-সমাবেশের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস



৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট
বরিস জনসনসহ তিন এমপির পদত্যাগ



ঢাকা ডেস্ক, ১১ জুন : ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবার পার্লামেন্ট থেকেও পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। পার্লামেন্টকে ভুলপথে পরিচালনার জন্য তার বিরুদ্ধে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই শুক্রবার তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এদিকে বরিসের পর কনজারভেটিভ পার্টির আরও দুজন সদস্যও পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন। এর ফলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বেশ চাপে পড়েছেন। খবর বিবিসি, রয়টার্স, স্কাই নিউজ।

পার্টিগেট নিয়ে পার্লামেন্টে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দেওয়া নিয়েই বরিস জনসনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল প্রিভিলেজ কমিটি। কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে আয়োজিত পার্টি নিয়ে জনসন হাউজ অব কমন্সকে বিভ্রান্ত করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব পেয়েছিল প্রিভিলেজ কমিটি। শুক্রবার এই তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরপরই ৫৮ বছরের বরিস জনসন পার্লামেন্ট সদস্যের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। বরিসের বিরুদ্ধে করা ওই তদন্তের ফলাফল থেকে জানা গেছে, করোনাকালে ব্রিটেনের শাসকদল একাধিক নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। আর এরই দায় এখন বরিসের কাঁধে। তবে দীর্ঘ পদত্যাগপত্রে বরিস জনসন বিরোধী দলকে দোষারোপ করেছেন। বরিস জানিয়েছেন, তার রাজনৈতিক জীবন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। পদত্যাগপত্রের শেষে তিনি লিখেছেন- সাময়িকভাবে পার্লামেন্ট ছাড়তে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে।

বরিস জনসন বলেন, প্রিভিলেজ কমিটির কাছ থেকে তিনি যে চিঠি পেয়েছেন, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, তাকে পার্লামেন্ট থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, ব্যঙ্গ করে তিনি সেটাকে 'ক্যাঙারু কোর্ট' বলেও উল্লেখ করেন।

মার্চে শুনানিতে দেওয়া সাক্ষ্যে বরিস জনসন লকডাউনের মধ্যে ডাউনিং স্ট্রিটের পার্টি নিয়ে পার্লামেন্টকে বিভ্রান্ত করার কথা স্বীকার করলেও তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করেননি বলে দাবি করেছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, কোভিড লকডাউনের সময় ডাউনিং স্ট্রিটে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সবসময় 'সঠিক' ছিল না। তবে তিনি যতখানি বুঝেছিলেন, সে অনুযায়ী নির্দেশনা সবসময় ঠিকঠাক অনুসরণ করা হয়েছিল।

বরিস জনসন তার চিঠিতে ঋষি সুনাকের বর্তমান সরকারেরও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেছেন, পরিপূর্ণ রক্ষণশীল হতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঝুঁকির মুখে আছে বলে তিনি সতর্কও করেছেন।

বরিস জনসনের পদত্যাগের ফলে পশ্চিম লন্ডনে তার আসনটি শূন্য হলো। ২০১৯ সালের নির্বাচনে এই আসনে তিনি মাত্র ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন।

এদিকে বরিস জনসনের পর শনিবার এমপি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন কনজারভেটিভ পার্টির নাদিন ডরিস এবং নাইজেল এডামস। এ তিনজনের পর যদি আরও এমপি পদত্যাগ করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের ওপর চাপ আরও বাড়বে। এর ফলে তিনি তৃতীয় দফা উপনির্বাচনের মুখোমুখি হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ডেইসি কপার ও ইডি ডেভি নতুন সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন।

রবিস জনসনসহ তিন এমপির পদত্যাগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বা প্রিভিলেজ কমিটির কোনো সদস্য এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো বক্তব্য দেননি। বিবিসির পক্ষ থেকে কমিটিতে রয়েছেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তারা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

বরিস জনসন ২০১৯ সালে কনজারভেটিভদের হয়ে জয়ী হওয়ার পর তিন বছরেরও কম সময় পরে তার নিজের দল তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি ২০২০ এবং ২০২১ সালে সরকারি ভবনগুলোতে মহামারি লকডাউন নিয়ম লঙ্ঘনকারী বেশ কয়েকটি পার্টি সম্পর্কে পার্লামেন্টে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়ে হাউজ অব কমন্স স্ট্যান্ডার্ড কমিটির তদন্তের মুখে পড়েন। জনসন পার্লামেন্টকে বিভ্রান্ত করার কথা স্বীকার করেছেন যদিও তার দাবি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ব্লুফিস ব্রাস, সীব্রাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফিলেস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফিলেস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেডলেস ফিলেস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফিলেস	$ 18.99
স্যাকের স্যালমন ফিলেস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফিলেস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও কিছু কথা

॥ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ॥

উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা' শিরোনামে ১ জুন জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত যে বাজেট উপস্থাপন করেন, সেখানে শিক্ষা খাত নিয়ে শুরু এ বাক্য দিয়ে : 'সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার'।

অনুচ্ছেদটির শেষাংশে গুরুত্ববহ দুটি বাক্য : 'আমাদের চাওয়া হলো বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাবর্ধক, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা সহায়ক এবং সেবার মানসিকতা, দায়িত্ব ও বিবেকবোধ জাগ্রত করার উপযোগী শিক্ষা প্রদান।

-আজকের শিশুরাই আমাদের উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তকে রূপ দেবে। তাই শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহ যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সক্ষম করে তুলতে চাই।' অর্থমন্ত্রীর উল্লিখিত বক্তব্য নিয়ে বিরূপ সমালোচনা চোখে পড়েনি। যেমনটি হয় বাজেট নিয়ে। সংসদে বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে স্বপক্ষীয়দের 'এ বাজেট জনকল্যাণের, এ বাজেট দরিদ্রবান্ধব, উন্নয়ন সহায়ক' বলে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরোধীপক্ষের 'এ বাজেট গরিব মারার বাজেট, দেশ পেছনে নিয়ে যাওয়ার বাজেট' বলে গৃহীত নানা কর্মসূচি দেখতে আমরা দশকের পর দশক অভ্যস্ত।

এ অবস্থান থেকে সরে এসে নিরাসক্ত মূল্যায়নের অথবা দল করেও দলের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় ভূমিকা পালনের মানসিকতা অথবা আধুনিক মননশীল চর্চা, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত। তবে এ বছর একাধিক মন্ত্রীর শিক্ষা ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চারিত মতামতগুলো বাজেট নি‡য় আলোচনায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বলপয়েন্টের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে বলপয়েন্টের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব আছে। আমি আশা করি, এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব থাকবে, বলপয়েন্টের দাম যেন না বাড়ানো হয়। চলমান মেগা প্রজেক্টগুলো শেষ হলে শিক্ষাই দেশের মেগা প্রজেক্ট হবে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বরাদ্দ প্রতিবছরই বাড়ছে। একই সঙ্গে আমাদের জিডিপির আকার তুলনামূলক অনেক বেড়েছে। সে হিসাবে হয়তো শিক্ষায় বরাদ্দ কিছুটা কমেছে। আমাদের যে মেগা প্রজেক্টগুলো চলছে, এগুলো শেষ হয়ে গেলে আশা করি, শিক্ষাই হবে আমাদের মেগা প্রজেক্ট। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের এখন চ`ালেঞ্জ হলো বরাদ্দ সঠিকভাবে কাজে লাগানো। আরও যেটি দরকার, সেটি হচ্ছে গবেষণা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গত বছরে এবং বিগত দিনে তাদের বরাদ্দ কাজে লাগাতে পারেনি। এ বছর তারা বরাদ্দ কাজে লাগাবে বলে আশা করছি। এদিকে প্রস্তাবিত ২ হাজার টাকার আয়কর ও অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের পক্ষে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান মত ব্যক্ত করেছেন বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের মতে, স্বাস্থ্য খাতের বাজেটে বরাদ্দ কম রাখা হয়েছে। তারা তিনজনই মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীর সহকর্মী। প্রস্তাবিত বাজেটে তাদের মতামতে বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো এবং গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে তা উৎসাহব্যঞ্জক বলতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিতে পারেন।

বিশিষ্টজনরা ইতোমধ্যে বাজেটে শিক্ষা খাত ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অভিমত দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেছেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি।

ïধু বাংলাদেশেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ পুরো বিশ্ব অর্থনীতিতেই বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। যদিও উন্নত দেশগুলো নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে মূল্যস্ফীতিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। শিক্ষায় বিনিয়োগের বিকল্প নেই। সেটি নীতিনির্ধারকরা দেখবেন এবং বরাদ্দের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন, ভাববেন বলে আশা করি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এম তারিক আহসান বলেন, 'টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় এ বরাদ্দ আশাব্যঞ্জক নয়। আবার শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি খাতের বাজেট একসঙ্গে হিসাব করে দেখানো হয়েছে। শিক্ষা খাতে এখন রূপান্তর হচ্ছে, এর ফলে যে পরিবর্তন আশা করি, তার জন্য বরাদ্দ আশাব্যঞ্জক নয়।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক এম



প্রস্তাবিত বাজেটে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও খুবই কম। প্রস্তাবিত বাজেটে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ রহিত করায় তা দুর্নীতি রোধে সহায়ক হবে।

আগামী অর্থবছর থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হচ্ছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ-এসব উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, 'শিক্ষা খাতের বাজেটে একটুখানি ভালো লাগার জায়গা হলো, মিডডে মিল (স্কুল ফিডিং কর্মসূচি) চালু করা হচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।...শিক্ষানীতি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১ সরকারের নিজের।

কিন্তু শিক্ষার বরাদ্দে সেগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়নি। পরামর্শ হলো, অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যা বলেছেন, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে স্মার্ট নাগরিক, দক্ষ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসর জনগোষ্ঠী তৈরি করা। সেজন্য আবু ইউসুফ কারিগরি শিক্ষাকে শিল্পচাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করে এগোনোর পক্ষে।

তার মতে, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজার উপযোগী কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু এবং এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরির জন্য উপবৃত্তি ও ইনসেনটিভ দেওয়া যেতে পারে।'

এবারের বাজেট প্রস্তাবে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বহুল প্রত্যাশিত এমপিওভুক্তি খাতে আলাদা কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ৬ জুন সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুরূপ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তবে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে শিক্ষকদের পদোন্নতি বঞ্চিতদের পদোন্নতি, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম-শহর, সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য কম্পিউটার ও ট্যাবসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্যকরণ এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ম‡তা বিষয় বাজেটে অনুল্লেখিত থাকায় সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে সংবাদমাধ্যম ও শিক্ষক সংগঠন সূত্রে জানা যায়।

এ কথা সত্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের শিক্ষা খাতে ৬ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরে ২০২২-২৩ ছিল ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা। তবে জিডিপি অনুপাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের তুলনায় কমেছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির তুলনায় ১ দশমিক ৭৬ শতাংশের কথা বলা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরে ছিল ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২ দশমিক ০৮ শতাংশ। তবে এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে তরুণ জনগোষ্ঠীকে গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ও তরুণ সমাজের দক্ষতা উন্নয়নের কথা উল্লেখ থাকলেও তাদের অনুকূলে কাঙ্ক্ষিত অর্থায়ন অথবা বরাদ্দ বিষয়ে তারা নিজেরা কতটা সন্তুষ্ট অথবা সহায়ক বলে মনে করেন তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

তবে একটি রাজনৈতিক সরকারের অবস্থান এবং জনপ্রিয় কর্মসূচি গ্রহণের অতীত দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ধরে নিলে বাজেটকে উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক সরকার শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন কি না, এখনই তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। অথবা বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ না হলে শিক্ষক সংগঠনগুলো কীভাবে, কী পন্থায় প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে রূপান্তর করতে সক্ষমতা অর্জন করবেন, তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। আমি আশাবাদী মানুষ। বিশ্বাস করি যে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ যথাসময় যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

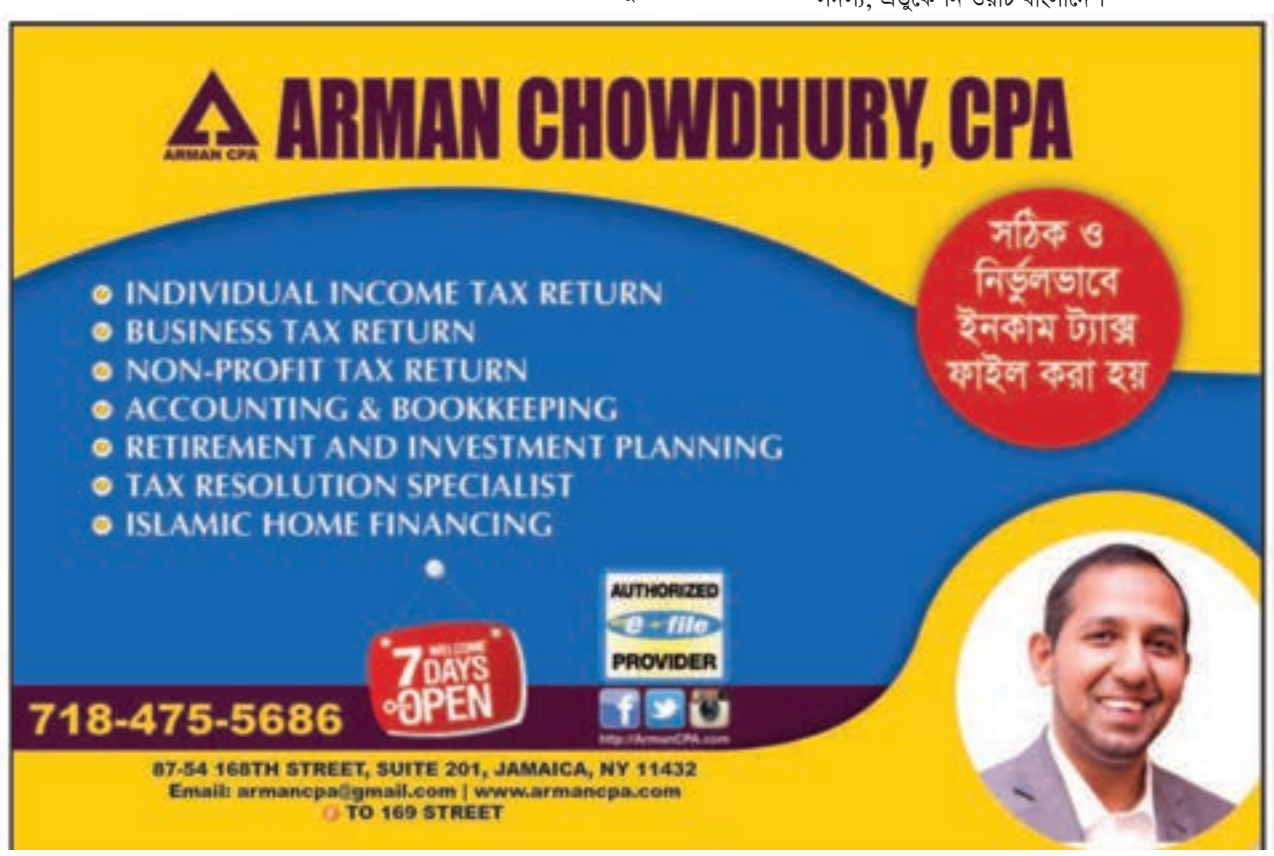
এ লেখার শুরুর দিকে বিশিষ্টজনদের বক্তব্যগুলো স্বব্যাখ্যাত এবং সেসব তাদের অভিমত প্রতিফলিত করে। এ ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য সমীচীন নয়। তবে কারিগরি শিক্ষাকে শিল্পচাহিদার সঙ্গে সমন্বয় এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজার উপযোগী কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু এবং এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরির জন্য উপবৃত্তি ও ইনসেনটিভ প্রদানের আমি পক্ষে।

কিন্তু বিষয়টির স্পষ্টায়ন দরকার। উচ্চশিক্ষার স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা স্বল্পমেয়াদি কোর্সে সীমিত থাকবে কেন? ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ডেভরাই ও রিয়ারসানসহ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর। আমাদের দেশেও বৃত্তিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাধা আমাদের মন-মানসিকতায়। আশার কথা, জাপান, কোরিয়ার মতো উচ্চশিক্ষার দেশে একাডেমিয়া ও শিল্প বাণিজ্য উদ্যোগে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কথা এখন দেশে অনেকের মুখে মুখে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রচলিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ছেলেমেয়ের এবং অধুনা তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কয়জন শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিতের পক্ষে, আর কয়জন দক্ষতা অর্জনবিহীন তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনে অগ্রাধিকার দিতে চান, তার তথ্যনির্ভর জরিপ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সময়ের দাবি।

লেখক: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অন্যতম প্রণেতা; সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ বাংলাদেশ





আল্লাহর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ)

(শেষের পাতার পর)

জ্ঞানের পরিপক্ষতা আসেনি। কিন্তু পিতা-মাতা কিছুতেই থামাতে পারেনি। বাবা রেলষ্টেশনে টিকিট কেটে জানালার পাশের একটি সিটে বসিয়ে দিলেন। পকেটে একটি চিরকুট ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, রাস্তায় ভয় পেলে এটি খুলে পড়বে। ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলে গাড়ী চলছে, বিশেষ অনূভূতি নিয়ে সে জানালার বাইরে গ্রামীন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দেখে যখন সন্ধা ঘনিয়ে এলো, তখন তার ভেতর ভয় নেমে এলো। অপরিচিত যাত্রীদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে, এই বুঝি কেহ তার ওপর হামলে পড়ছে। গাড়ীর ভেতর হৈইচৈই শুনে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে এলো এবং হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বার বার নিজের ওপর রাগ হচ্ছে, কেন যে মা-বাবার কথা শুনিনি। এ সময় বাবার দেয়া চিরকুটটির কথা মনে পড়ল। পকেট থেকে চিরকুটটি বের দেখতে পেলো তাতে লিখা, 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার পাশের কামড়ায় আছি।'

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাঝ দরিয়ার অথৈই পানিতে ছেড়ে দেননি। তিনি হাফিজ, তিনি আলীম, তিনি রাউফুম বিল ইবাদ। তাঁর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ থেকে আপনি একমহুর্তও অনুপস্থিত বা বে-খেয়াল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আপনি যখন নিজেকে নি:সীম বা অন্তহীন মরুভূমির যাত্রী মনে করেন, সাথীহারা, কাউকে সাহায্যকারী পাবেন না, জীবনের কোন অবলম্বনও খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন আপনি হযরত ইউনুস আ: এর কথা মনে করবেন। তিনি সমুদ্রের অতল তলে মাছের পেটে অন্ধকার কুঠুরি থেকে ডাক দিলেন,"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমিন"। আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দিলেন। আপনিও ডাকবেন, ডেকে যাবেন, তিনি আপনার খুবই সন্নিকটে আছেন, তিনি আপনার ডাক শুনবেন এবং আপনার ডাকে তিনি সাড়া দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, এ কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।"(সুরা বাকারা ঃ ১৮৬)

আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর এত কাছাকাছি অবস্থান করেন যে, কোন প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই বান্দাহ সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় তাঁর কাছে আবেদন ও নিবেদন পেশ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ওহাব বা প্রকৃত দাতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কিছু কিছু বিষয় মনকে দারুনভাবে পীড়া দেয়। এর মধ্যে একটি হলো, কিছু কিছু মূর্খ মানুষ সেই প্রকৃত দাতা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের দরবারে সন্তান কামনা করে থাকে। খুব ভাল করে মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের আচরণ সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। হযরত ইবরাহিম (আ:) শেষ বয়সে এসে আল্লাহর কাছে বলছেন ,"আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরোয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।(এ দু'আর জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।"(সা-ফ্ফাত ঃ ১০০-১০১) কাজেই আমাদের প্রত্যেককে অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। একজন ব্যক্তি দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বস্তুগত বা অবস্তুগত যতকিছুর অভাব বা প্রয়োজন হয়, সবগুলোরই প্রকৃত দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত ও উত্তম রিযিকদাতা। পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'অলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সে দিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট রিযিকদাতা।" (সুরা জুময়া ঃ ১১) কুরআন মজীদের বহু সংখ্যকস্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তা'আলাকে আহসানুল খালিকিন 'সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা', কোথাও খায়রুল গাফিরিন 'সর্বোত্তম ক্ষমাকারী', কোথাও খায়রুল হাকিমিন 'সর্বোত্তম বিচারক', খায়রুর রাহিমিন 'সর্বোত্তম দয়ালু', কোথাও খায়রুন নাছিরিন 'সর্বোত্তম সাহায্যকারী' বলা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে দৃশ্যত যে বা যারা তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে মনে হয়, যাদেরকে তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'অলাই বড় রিযিকদাতা তার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই যখন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি শুরু হয়। মাঠের পর মাঠ বিরাণভূমিতে পরিণত হয়, তখন কোন সৃষ্টির পক্ষে তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তিনিই তো তোমাদের নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।"(সুরা মুমিন ঃ ১৩) এখানে রিযিক নাযিল মানে বৃষ্টিপাত। কেননা মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিযিক লাভ করে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা ধরে তুলে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিষের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, প্রকৃত রিযিকদাতা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা, সেটিই বাস্তব ও সত্য।

আল্লাহ তায়ালা ওয়াসিউ বা মহাবিস্তারক। এটি আল্লাহ তা'আলার ছিফাতি নাম। যা ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুলে 'ওয়াসে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত তিনটি জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক, যেখানে কোন একটি মানবগোষ্ঠীর সংকীর্ণমনতা ও সংকীর্ণ চিন্তার উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী নন, এ কথা তাদের জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুই, যেখানে কারো কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা এবং স্বল্প সাহস ও হিম্মতের কারণে তাকে তিরস্কার করে মহান আল্লাহ যে উদার হস্ত এবং তার মতো কৃপণ নন, একথা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। তিন, যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর ওপরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে এ কথা জানাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে, তিনি অসীম। তিনি হিসাব ছাড়াই রিযিক দান করেন। সুতরাং বেশী পাওয়ার জন্য অযথা সব আজে-বাজে জায়গায় দৌড়াদৌড়ি বেহুদাই।

আল্লাহ তা'আলা মহত্তম বন্ধু ও প্রেমময়। তিনি আল ওয়াদুদ। তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি কোন শুক্রতা পোষণ করেন না। অযথা তাদেরকে শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। বরং নিজের সৃষ্টিকে তিনি ভালবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তির ব্যবস্থা করেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। যে বান্দারা নিজেদের নশ্বর জীবনকে তাঁর জন্য বিসর্জন দেয়, তাদের জীবনের মর্যাদা কত উন্নিত হতে পারে ভেবে দেখার দাবী রাখে। পার্থিব জীবনের যে ক্ষণস্থায়ী যুলুম-নির্যাতনকে তার প্রিয় বান্দারা হাসিমুখে বরদাশত করে, আল্লাহর এক ফোটা মিষ্ট স্নেহ, মমতা ও প্রীতির সামনে তা যে কত তুচ্ছ ও নগন্য, বলে বুঝানো কঠিন। দুনিয়ার কোন মানুষের গোলাম বা চাকর মনিবের মুখ থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র উৎসাহবর্ধক বাক্য নির্গত হলে কিংবা তার মুখে বিন্দুমাত্র সন্তোষের লক্ষ ফুটে উঠলে তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ সে আল্লাহর একজন বান্দা এবং তারাও তাঁরই বান্দা। তাহলে আল্লাহ মমতাময় ব্যাপারটির চিন্তা কতদুর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। অফুরন্ত ও সীমাহীন এ মমতা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞাত। প্রতিটি প্রয়োজন, যা ব্যক্তির মনের গহিনে লুপ্ত আছে, যার বহিঃপ্রকাশ এখনো ঘটেনি, তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন। কারন তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় জ্ঞাত। তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই একমাত্র জানেন কোন জিনিষে মানুষের উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কোন নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞানভিত্তিক যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভবনা নেই। "অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন।" (লুকমান:২৩) তিনি আলিমুম বিজাতিছ ছুদুর ও আল্লামুল গুয়ুব। যিনি গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। (বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মারয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো ?" তখন সে জবাব দেবে, "সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না সে ধরনের কোন কথা বলা আমার জন্য অশোভন ও অসংগত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে পারতেন, আমার মনে যা আছে আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে যা আছে আমি তা জানি না, আপনি তো সমস্ত গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। (মায়েদা ঃ ১১৬) আল্লাহ আলিমুল গায়িব সকল প্রকার অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান তিনি রাখেন। হযরত ঈসার (আঃ) জবাব থেকেই এর সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পাই। মানুষের মনের অন্ধকার কুঠুরিতে কি আছে, আল্লাহর কাছে তা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। সুতরাং তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

















সৌহার্দ্য সম্প্রীতিতে সম্পন্ন হলো আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন

হককথা ডেস্ক: বিগত বছরের ন্যায় এবারও আনন্দঘন পরিবেশে এবং সৌহার্দ্য সম্প্রীতিতে সম্পন্ন হয়েছে (২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন-২০২৩। দিনভর গান, খেলাধুলা এবং আনন্দ-আড্ডায় মেতেছিলেন আমেরিকায়-বাংলাদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক, তাদের পরিবার-পরিজন এবং প্রবাসের সুধীজনেরা।

গত ৩ জুন, শনিবার লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের সবুজ পরিবেশে এই বনভোজনে মিলনমেলা ঘটে বাংলাদেশী সাংবাদিক পরিবার ও মিডিয়া প্রেমী সুধীজনদের।

অন্যসব দিনের মতো এদিনের সকাল শুরু হলেও সংগঠনটির সদস্যদের কাছে ছিলো একটু অন্যরকম। সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় বনভোজনের প্রস্তুতি। নিজেদের পছন্দমতো পোষাক পরে বনভোজনের স্থানে জমায়েত হতে থাকেন গণমাধ্যম কর্মীরা। তাদের সাথে উৎসবে সামিল হন তাদের স্ত্রী-সন্তানরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক সরগরম হয়ে ওঠে সাংবাদিকদের আনাগোনায়। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে একে অন্যের সাথে আলাপচারিতায় মেতে উঠেন সবাই। গণমাধ্যমকর্মীরা যেমন একে অপরের সাথে আড্ডায় মেতে উঠেন তাদের স্ত্রী-সন্তানরাও একে অপরের সাথে সখ্যতা গড়তে ব্যস্ত সময় পার করেন।

বনভোজনের সার্বিক বিষয় তদারকি করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনজুরুল হক ও কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদারসহ উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এদিন বনভোজনে বিভিন্ন ধরণের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, শিশু-কিশোর-কিশোরী, মহিলা ও পুরুষদের নানা খেলাধুলাসহ কুইজ প্রতিযোগীতা। সেই সাথে ছিলো তরমুজ খাওয়া, মধ্যাহ্ন ভোজ, বিকেলে পাপিয়া বেগম এর সৌজন্যে আম ভর্তা ও ঝালমুড়িসহ চা-চক্র। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো র‍্যাফেল ড্র আর সঙ্গীতানুষ্ঠান।

ক্লাব কর্মকর্তা ও অতিথিদের সাথে নিয়ে দুপুরে এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের স্বত্তাধিকারী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। এ সময় ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লারেব সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ও সাবেক সহ সভাপতি হাবীব রহমান, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, সিনিয়র সাংবাদিক আমান উদ দৌলা, বারী হোমকেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল, এ্যাপেলো বোকারেজ এর সিইও শমসের আলী, খলিল বিরিয়ানি গ্রুপের সিইও খলিলুর রহমান, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার, কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, স্টার ফার্নিচারের সিইও রকি আলিয়ান, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া'র কর্ণধার নজরুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুর রশিদ বাবু, মোতাহার হোসেন, গোলাম এন হায়দার মুকুট, এসেনসিয়াল হোমকেয়ার কর্মকর্তা আরিফুল হাসান, মেজবা উদ্দিন, বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, শিক্ষিকা সালমা ফেরদৌস, এড. মতিউর রহমান, মোস্তফা অনিক রাজ, ক্লাব সদস্য তোফাজ্জল লিটন, আবু বকর সিদ্দিক, বেলাল আহমেদ, ফটো সাংবাদিক তুষার আহমেদ ও আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মধ্যহ্ন ভোজের আগে ও পরে আয়োজন ছিল খেলাধুলার। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দৌড়, মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো পাসিং, তরুণ এবং পুরুষ বড়দের ফুটবলে পেনাল্টি গোল দেয়া প্রতিযোগীতা। পড়ন্ত বিকেলে শুরু হয় নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি ও মরিয়ম মারিয়ার একক ও যৌথ পরিবেশনা। শিল্পীদের সাথে সবাই নেচে গেয়ে এবং গানের তালে গলা মিলিয়ে এক অনন্য উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেন উপস্থিত সকলে।

সবশেষে ক্লাব কর্মকর্তা ও আগত অতিথিরা বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী এবং র‍্যাফেল ড্রয়ে জয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, এ্যাপেলো বোকারেজ এর সিইও শমসের আলী, সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া'র কর্ণধার নজরুল ইসলাম, স্মার্ট স্টাফিং এর কর্নধার দুলাল বেহেদু, লায়ন্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, ক্লাব সদস্য সীমা সুস্মিতা, পাপিয়া বেগম, সরোয়ার হোসেন, স্যামুয়েল স্টিফেন পিনারু।

বনভোজনে স্টার ফার্নিচার গ্রুপের তাৎক্ষনিক ঘোষনায় বনভোজনে উপস্থিত সকলের মাঝ থেকে লটারীর মাধ্যমে 'পারসন অব দি ডে' বিজয়ীকে 'বেডরুম সেট' প্রদান করা হয়। পুরস্কার জিতে নেন ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি। স্টার ফার্নিচারের কর্ণধার রকি আলিয়ান বিজয়ীর হাতে পুরস্কারের ফটো কার্ড তুলে দেন।

দিমিত্রা দর্পণ এথিনা মেডিকেল কলেজ এডমিশন পরীক্ষায় (এমকেট) উত্তীর্ণ হওয়ায় তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। এথিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি। উল্লেখ্য, এথিনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর এবং সদস্য সীমা সুস্মিতার কন্যা।

বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক তাপস সাহা ও সদস্য সচিব মাহমুদুল হাসান পহলভি অনুষ্ঠানের সামগ্রিক তদারকি ও বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা পরিচালনা করেন।

বেন'র ২৫তম বার্ষিকী ও পরিবেশ মেলা ২২ জুলাই

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের ও পৃথিবীর পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত পরিবেশবিদ, পরিবেশকর্মী, এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞসহ সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে গঠিত সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-এর ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন হতে যাচ্ছে আগামী ২২ জুলাই, শনিবার। কুইন্স বরো জ্যামাইকার পিএস ১৩১ (১৭০-২১ ৮৪ এভিনিউ, নিউইয়র্ক)-এর অনুষ্ঠানে বেন-এর পঁচিশ বছরের সাফল্যের ও চলমান আন্দোলনের উৎসবমুখর উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে বর্ণাঢ্য সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ, পরিবেশ মেলা, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা, স্থানীয় ও আমন্ত্রিত সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিল্পীদের উপস্থাপনায় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা, এবং শিশুদের ছবি আঁকা। এ ছাড়াও বেন-এর কর্মময় ইতিহাসের উপর প্রতিবেদন, পরিবেশ সংকটের স্বরূপ এবং সংকট উত্তরণের বিভিন্ন আন্দোলনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা, আগামী দিনগুলোতে বেন-এর সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম, প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এছাড়াও স্বনামধন্য পরিবেশবাদী লেখক ও সাহিত্যিকদের রচনাসমৃদ্ধ একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, বিগত পঁচিশ বছর ধরে বেন বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ ও পরিবেশের উন্নতি সাধনের, এবং ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বেন-এর ২৫তম বার্ষিকীকে সফল করার জন্য বিগত দুই মাস ধরে বেন-এর গ্লোবাল কর্মকর্তারা নিয়মিত সভা, আলোচনা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। যথাযথ মর্যাদায় এই উৎসব আয়েজনের জন্য ট্রাই স্টেট বেন-এর সমন্বয়কারী (বেন নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট) অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরীকে আহবায়ক, ড. ফারুক জামানকে সহ-আহবায়ক করে ১৭ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। এই উৎসবের সার্বিক আয়োজন তত্ত্বাবধান এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বেন-এর বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, সাবেক বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ড. নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদসহ গ্লোবাল বেন-এর কর্মকর্তারা এবং বেন-এর কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিনাঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া চাপ্টারের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন। আশা করা যাচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্কের ২৫তম বার্ষিকীতে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট-এর প্রতিনিধিরা যোগদান করবেন।

বেন-এর যাবতীয় কার্যক্রম কিংবা ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে সবাইকে ৯১৭-৩৩০-০৩৭৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

রোনালদোর চেয়ে মেসি সেরা, জানিয়ে দিলেন বেল

(শেষের পাতার পর)

রিয়ালে বিখ্যাত আক্রমণ ত্রয়ী 'বিবিসি'র একজন ছিলেন বেল। রোনালদো, করিম বেনজিমা এবং বেলকে একসঙ্গে ডাকা হতো 'বিবিসি' বলে। এই জুটি মিলে রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা এনে দিয়েছেন।

রোনালদো-বেনজিমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়াই করেছেন বেল। কিন্তু রোনালদোকেই সেরা মানতে চাইলেন না ওয়েলসের এই তারকা। তিনি বরং মেসিকেই বেছে নিয়েছেন সেরার প্রশ্নে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনালদো।

পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন এই পর্তুগিজ তারকা। তার ঝুলিতে রয়েছে পাঁচটি ব্যালন ডি'অরও। দেশের হয়ে জিতেছেন ইউরো ও নেশন্স লিগের শিরোপা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার নামও রোনালদো। তবে বেল পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন রোনালদো নয়, মেসিই সেরা।

চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে মেসিকেই সেরা মানছেন বেল। সম্প্রতি 'প্লে স্টেশন হাউজ' এর এক ভিডিওতে বেলকে প্রশ্ন করা হয় যে, চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতেছে এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা কে? জবাবে বেল লিওনেল মেসির নামটি বলেন। এরপরই ভাইরাল হয়েছে ডি-ভওটি। রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থকরা বেলের এই উত্তরটি একদমই মেনে নিতে পারছেন না।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম

(শেষের পাতার পর)

সংখ্যা অগনিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত সম্পৃক্ত থাকেন কিং খান। এছাড়া বিশেষ বিশেষ দিনে নিজের প্রাসাদ 'মান্নাত'-এর বাইরেও ভক্তদের জন্য হাজির হন এই মহাতারকা। তবে কিং খানের এবার মান্নাতের বারান্দায় দাঁড়ানোটা একটা ইতিহাসের স্বাক্ষীই হয়ে রইলো বলা যায়। গিনেস বুকে নাম তুলেছেন কিং খানের ভক্তরা। আর তাই ভক্তদের উৎসাহ জানাতে হাজির ছিলেন বলিউড বাদশা।

দীর্ঘদিন বক্স অফিসে রাজত্ব করার পর আগামী ১৮ জুন ছোট পর্দায় আসছে শাহরুখ খানের 'পাঠান'। তার আগেই ভক্তরা ঠিক করে বাদশার বাড়ির সামনে ড়ি জমাবেন একটি বিশেষ কারণে। কিং খানের সেই আইকনিক পোজ সব থেকে বেশি মানুষ একসঙ্গে করেছেন, সেই সঙ্গে নাম তুলেছেন গিনেস বুকে! এদিন শাহরুখের প্রায় ৩০০ জন ভক্ত তার বাড়ির সামনে সেই বিখ্যাত হাত ছড়িয়ে দাঁড়ানো শাহরুখের আইকনিক পোজ দিয়েছেন সেটা একসঙ্গে করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে খোদ 'পাঠান' এদিন তার বাড়ির ছাদে আসেন।

মান্নাতের ছাদে এভাবে আকস্মিক শাহরুখের দেখা পাওয়া যে ভাগ্যের ব্যাপার! ভক্তদের মনের আশা পূরণ হবার পাশাপাশি রেকর্ডও গড়া হয়ে যায়।

জানা গেছে, আগামী ১৮ জুন স্টার গোল্ডে সবার জন্য 'পাঠান' সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার হবে। আর এই খবরটা শাহরুখ ভক্তদের মনে এক অনাবিল আনন্দ এনে দিয়েছে। আর এই ঘোষণার পরই তারা ঠিক করেন যে এই রেকর্ড ভাঙা সিনেমাটির টিভি প্রিমিয়ার হওয়ার আগে তারা এমন কিছু করবেন যা স্মরণীয় হয়ে থাকে। এজন্য শাহরুখ ভক্তরা সকলে তার বাড়ি মান্নাতের সামনে জড়ো হন এবং সেই আইকনিক পোজ দেন।

প্রথমবারের মতো কোনো সিনেমা তারকার আইকনিক পোজ ৩০০ মানুষ একসঙ্গে করেছেন, যা বিশ্বরেকর্ড হয়ে যায়। এদিন শাহরুখের পরনে ছিল তার ছেলে আরিয়ানের ব্র্যান্ডের একটি সাদা হুডি এবং নীল জিন্স। তিনি আসেন, দাঁড়ান এবং নিমেষেই ভক্তদের মন জয় করেন। অভিনেতাকে মান্নাতের ছাদে দাঁড়িয়ে ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে দেখা যায়। এমনকি তিনি নিজেও তাদের উৎসাহ দিতে 'ঝুমে জো পাঠান' গানটিতে নাচ করেন। সেটা দেখেই আনন্দ, চিৎকার, উল্লাসে ফেটে পড়েন ভক্তরা। সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





কুমিল্লা মহানগর সোসাইটি'র সংবর্ধনায় আমিন উর রশিদ ইয়াছিন

বিএনপি সরকার গঠন করলে কুমিল্লা নামেই বিভাগ বাস্তবায়ন হবে



বিশেষ প্রতিনিধি: বিশিষ্ট শিল্পপতি, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক আমিন উর রশিদ ইয়াছিনকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করেছে কুমিল্লা মহানগর সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা। জ্যামাইকার মতিন পার্টি হলে গত ৬ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ইসতিয়াক রুমির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার খান বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এডভোকেট এসএম জামাল ইউ আহমেদ জনি, সাবেক চেয়ারম্যান রুহুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সী, দেবীদ্বার কলেজের সাবেক ভিপি জহিরুল ইসলাম মোল্লা, আরকুর পরিচালক মোহাম্মদ জসিম, শফিকুল রহমান শফিক, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল খালেক, সভাপতি আবুল খায়ের আখন্দ, কাজী আসাদ উল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রবাসী কুমিল্লাবাসী ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনায় বিএনপি নেতা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করলে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন হবে, কুমিল্লা নামেই বিভাগ হবে। এই দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির বাড়ি কুমিল্লায় এজন্য কুমিল্লা নামে বিভাগ হবে না এটি কুমিল্লাবাসী মেনে নেবে না। তিনি কুমিল্লাকে আরও এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে কুমিল্লাকে ট্যুরিজম নগরী হিসেবে গড়ে তোলাসহ অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষেই কেবল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব। কোন দলীয় সরকারের অধীনে সেটি সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিনকে সংগঠনের পক্ষ থেকে কুমিল্লা মহানগর সোসাইটির দপ্তর সম্পাদক কাজী আবু নাসের, মো: কামাল ভূইয়া লিটন, আশিক এলাহী, কামরুল, কামরুজ্জামান শামীমসহ অন্যান্যরা ফুলেল জানান। হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন এ আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সংগঠনের সভাপতি ইসতিয়াক রুমি এবং সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার খান বাবু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এপর্যন্ত কুমিল্লা মহানগরীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যারাই নিউইয়র্কে এসেছেন সবাইকে কুমিল্লা মহানগর সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এধারা অব্যাহত থাকবে। তারা সব সময় কুমিল্লা মহানগরীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুমিল্লা মহানগর সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বিএনপি নেতা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন এক ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

যুগান্তর, ০৯ জুন ২০২৩

ছবি: সিরাজুল আলম খান

সিরাজুল আলম খানের ইন্তেকাল : জানাজা শনিবার

ঢাকা ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বাংলাদেশের রাজনীতির 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিত সিরাজুল আলম খান আর নেই। তিনি 'দাদা ভাই' হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে শুক্রবার (৯ জুন) দুপুর আড়াইটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহযোদ্ধাদের মধ্যে। তাঁর প্রথম জানাজা হয় শনিবার। এদিন সকাল ১০টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তার জানাজা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ জুন) সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররমে জানাজা শেষে সিরাজুল আলম খানের লাশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলীপুর গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

সিরাজুল আলম খান অসুস্থ হলে তাকে গত ১ জুন ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে রাখা হয়। অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ৬ দফা দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তিনি। তিনি ছিলেন 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগের সম্মেলন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুর হক মনির সঙ্গে তার মতভেদ তৈরি হয় এবং তিনি ছাত্রলীগ থেকে সরে যান। পরবর্তীতে তার অগ্রণী ভূমিকায় গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদ প্রতিষ্ঠায় তিনি নেতৃত্ব দিলেও তিনি দলটির নেতৃত্বে আসেননি। তবে তার দিকনির্দেশনায়ই স্বাধীনতার পর জাসদ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করত।

জাসদের 'তাত্ত্বিক গুরু' সিরাজুল আলম খান কখনও জনসম্মুখে আসতেন না এবং বক্তৃতা-বিবৃতি দিতেন না। আড়ালে থেকে তৎপরতা চালাতেন বলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিতি পান।

যেভাবে সরাসরি রাজনীতি থেকে ইতি ঘটে সিরাজুল আলম খানের

সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের শেষ ৪০ বছর রাজনীতি থেকে দূরে থেকেও ছিলেন প্রাদপ্রদীপের আলোয়। তাকে নিয়ে আগ্রহ দেখাতেন প্রায় সবাই। সরাসরি রাজনীতি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখলেও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এই তাত্ত্বিক।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের পরিচিতি 'তাত্ত্বিক নেতা' হিসেবে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ। আবার শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে জাসদ গড়ে তোলা এবং সর্বশেষ সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের মতো ইতিহাসের নানা টালমাটাল ঘটনা প্রবাহের সাথেও উঠে

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ক্ষিপ্ত বাফেলো'র বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

পুলিশ ডাকা হয়েছিল? বিনা উস্কানি ও বিনা কোন অঘটনের আগেই কনসুলেট অফিসে পুলিশ ডেকে প্রবাসীদের হেনস্থা করার চেষ্টা করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাফেলো শহরের বাংলাদেশী বাসিন্দারা। বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর ও অগ্রহণযোগ্য বলে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

জানা গেছে, শনিবার (১০ জুন) সকাল ৯টা থেকে ৯৯৫ ফিলমোর এভিনিউতে বাংলাদেশীদের বিরাট লাইন লেগে যায় কনস্যুলেট সেবা নেয়ার জন্য। এসময় বৃদ্ধ, নারী এমনকি 'ডিসেবল' লোকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। লম্বা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ আসতে থাকে, এরমধ্যে অফিসাররা 'লাঞ্চ ব্রেকে' চলে যান এবং বেলা ৩টা ৪০ মিনিটে আবার অফিস খোলা হবে জানিয়ে সবাইকে টোকেন ধরিয়ে দেন। কিন্তু বিকেল ৫টার পরেও অফিস খোলা হচ্ছেনা কেন এমন প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে উপস্থিত প্রবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য কর্তৃপক্ষ পুলিশ কল করেন আর এতেই তৈরী হয় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। সবার ক্ষোভ ও প্রশ্ন ছিল কেন পুলিশ কল করা হলো? কেন উপস্থিত প্রবাসীদের অযথা অপমান করা হলো?

উল্লেখ্য: অতি স্বল্প সময়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম শহর বাফেলো। 'পশ্চিম নিউ-ইয়র্ক' নামে পরিচিত ইরি কাউন্টির বাফেলো শহর, নায়াগ্রা ফলস, টানাওয়ান্ডা, চিকতাওয়াগা সহ উই-লিয়ামসভিল এলাকায় এখন প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশীদের বসবাস। এখানে স্থায়ী বাংলাদেশী কনস্যুলেট অফিস এখনো হয়ে ওঠেনি তাই প্রতি বছর বাংলাদেশ সোসাইটি অফ বাফেলো কর্তৃক ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা দিতে নিউইয়র্ক থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের। এবারেও ছিল সেই একই আয়োজন। সহযোগিতায় ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব বাফেলো। অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছর অনেক বেশি প্রবাসী বাংলাদেশীরা কনস্যুলেটের সেবা নিতে আসেন। পাসপোর্ট নবায়ন, পাওয়ার অফ এটর্নি, নো-ভিসা রিকোয়ার্ড ইত্যাদি সেবা নিতে মূলত প্রবাসী বাংলাদেশিরা কনসুলেটের দ্বারস্থ হন।

সারওয়ার সভাপতি রুহেল সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

কমিটি গঠিত হয়েছে ।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, সংগঠনের আয়-ব্যয়ে রিপোর্ট উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী। উভয় রিপোর্টের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহ সভাপতি রেহানুজ্জামান রেহান, মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, আহমদ ফয়ছল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমদ, শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম, প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক সোহেল আহমদ, স্কুল শিক্ষা সম্পাদক সালমা সুমি, সদস্য সহিদুল ইসলাম ভূইয়া, মোহাম্মদ রনি, লিয়াকত আলী, আব্দুর রহমান দুলাল, রায়হান জামান রানা, শাহ ইকবাল রাজু, আশরাফ হোসেন প্রমুখ ।

সভায় সংগঠনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীকে সভাপতি, বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেলকে সাধারণ সম্পাদক ও কার্যকরী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ রনিকে কোষাধ্যক্ষ করে সংগঠনের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষনা করা। নতুন কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি- লোকমান হোসেন লুকু, মোহাম্মদ সাদি মিন্টু সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, ফয়ছল আহমদ, মাকসুদা আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- শাহ কামাল উদ্দিন, এম ডি আলাউদ্দিন ও সোহেল আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক- শহিদুল ইসলাম ভূইয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- আশরাফ আহমদ টিটু, প্রচার ও গণ সংযোগ- লিয়াকত আলী, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ- সালমা সুমী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- রায়হান জামান রানা, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক- আব্দুর রহমান দুলাল, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক- শাহ ইকবাল রাজু এবং কার্যকরী সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে আব্দুল হাসিম হাসনু, আহবাব চৌধুরী খোকন, জে মোল্লা সানি, রেহানুজ্জামান রেহান ও চৌধুরী মোমিত তানিম।

সভায় আগামী ৩০ জুলাই সংগঠনের পথমেলা ও ২০ আগষ্ট বনভোজন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও সভায় ফয়ছল আহমদ-কে আহবায়ক, মাকসুদা আহমদ-কে যুগ্ম আহবায়ক, সুহেল আহমদ-কে সদস্য সচিব, মোহাম্মদ রনি-কে যুগ্ম সদস্য সচিব, রায়হান জামান রানা-কে প্রধান সমন্বয়কারী এবং সালমা সুমি, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ও এম রহমান দুলাল-কে সমন্বয়কারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পথমেলা কমিটি এবং মোহাম্মদ সাদি মিন্টু-কে আহবায়ক, শাহ কামাল উদ্দিন-কে সদস্য সচিব ও শাহ ইকবাল রাজুকে প্রধান সমন্বয়কারী করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'বনভোজন কমিটি' গঠন করা হয় ।

সভার আরেক প্রস্তাবে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রাক্তন সভাপতি জন এন উদ্দিন সহ কমিউনিটির পরিচিত মুখ আব্দুস শহিদ দুদু সহ সম্প্রতি প্রয়াত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139




আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয় ।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।
যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

রুম ভাড়া

সানিসাইডে সেভেন ট্রেন সাবওয়ের ৪৬ স্ট্রীট থেকে এক ব্লক দূরে একটি বড় রুম, একজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার। ভাড়া ৭৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯ (প্রয়োজনে নাম, ফোন নম্বর সহ ম্যাসেজ রাখুন)।

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৩ স্ট্রীট ও ২৩ এভিনিউতে এক বেডরুমের বড় বাসা ১ জুলাই থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৯৮১-৭৮৬৭
জু-১৯

স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইড এর ৪৮ স্ট্রীট ও স্কিলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ৭ ট্রেন সাবওয়ে কাছেই। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৯৮১-৭৮৬৭
জু-১৯

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

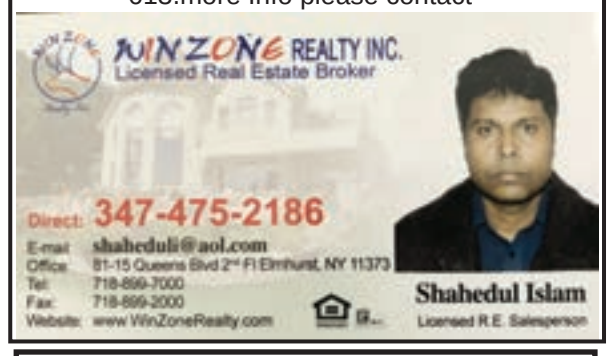
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: ৬৪৬-৬১০-৯০৯২ অথবা ৩৪৭-২১৩-৩৩১৩. মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





জ্যাকসন হাইটসে বিসমিল্লাহ্ ট্রাভেলস এন্ড

(শেষের পাতার পর)

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদ ।

উল্লেখ্য, বিসমিল্লাহ্ ট্রাভেলস এন্ড টেক এর অংশীদার জ্যাকসন হাইটস এক চার পরিচিত মুখ । তারা হলেন- মোহাম্মদ কাশেম, আব্দুল হালিম, রফিকুল হাসান রাফি ও মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ । স্বাধাধিকারীরা বলেছেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মানসম্পন্ন সেবা দিতেই তারা গড়েছেন প্রতিষ্ঠানটি ।

ইসলামিক টেলিভিশন ও চ্যানেল 'সেভেন এইট সিক্স'-এর কর্মধ্যক্ষ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য তাদের মন, ভাষা ও চাহিদা বুঝে সঠিক সেবা দেবার উদ্যোগটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ । বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এন্ড টেক এর উদ্যোক্তারা যে অঙ্গীকার করেছেন তা বাস্তবায়ন হলে আমাদের স্বজনেরা অনেক মান সম্পন্ন সেবা পাবেন । এটিই হয়ে উঠবে দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত ।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বিসমিল্লাহ্ ট্রাভেলস এন্ড টেক এ থাকবে ট্রাভেল এজেন্সি, সেলফোন রিপিয়ার এবং বিক্রি, মানি এক্সচেঞ্জ, কার্গো প্যাকেজিং ইউপিএস, ফেডেক্স, ডিএইচএল এবং বাংলাদেশে পণ্য আনা নেয়ার ডোর টু ডোর সার্ভিস । ওমরাহর জন্য এখানে থাকবে বিশেষ অফার । পরে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডিজিটাল প্রিন্টিং ইউনিট যুক্ত হবে ।

ট্রাম্পকার্ডটা কি শেষ পর্যন্ত জামায়াতের হাতেই আসবে!

(শেষের পাতার পর)

হিরো! ফেসবুকে লাইভ চলাকালে এক চ্যানেলে দেখলাম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে একসাথে আশি হাজারের ওপর মানুষ দেখছে । ঘরের ভেতর অনুষ্ঠানের অনুমতি থাকলেও আশেপাশের রাস্তায় সয়লাব, সোস্যাল মিডিয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহন দেখে বোঝা যায় এই দলটি এখনও কতটা সংগঠিত । মানুষের কাছে কতটা আগ্রহের ।

জামায়াত একটা আদর্শ এবং ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দল । আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে এক সময় বেশ কয়েকটা ছিল । ক্যডারভিত্তিক, সশস্ত্র বা শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক বামপন্থী দলগুলোর অনেকে কালের বিবর্তনে আদর্শ ধরে রাখতে পারে নাই । রোমান্টিসিজম বা তারুণ্যের উচ্ছাস দিয়ে যে কোন বিপ্লব হয় না তা প্রমান হয়েছে এসব দলের ক্রম অবলুপ্তির মাধ্যমে । নেতাকর্মীরা আদর্শ আত্মস্থ করতে পারেন নাই, শ্রেণীচ্যুত হতে পারেন নাই, বামবিচ্যুতি বা পেটি বুর্জোয়া ভাইসেসে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীকালে কখনও জাতীয়তাবাদ কখনও অসাম্প্রদায়িকতা কখনও চেতনা-বিভিন্ন অজুহাতে বুর্জোয়াসির দালালীতে নেমেছেন, বিনিময়ে নিজের এবং পরিবারের সুখ শান্তি বা বিত্ত বৈভব নিশ্চিত করেছেন । কিছু বোকা ছেলে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে বিপবের আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন ।

এ ক্ষেত্রে জামায়াতকে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে । তারা আদর্শ ধরে রেখেছে শত বিপর্যয়েও সংগঠন টিকিয়ে রেখেছে । আওয়ামী লীগ সরকার যখন জামায়াতের ওপর ক্রাকডাউন করে, শীর্ষ নেতাদেরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে তখন অনেককে বলতে শুনেছি এইবার জামাত শেষ হয়ে গেল, আর জামাতকে খুঁজে পাওয়া যাবে না । আমার হাসি পেতো । এমন কথা শুনেছি '৭৫এর ১৫ই আগষ্টের পরও । আওয়ামী লীগ শেষ আওয়ামী লীগের কবর হয়ে গেল ।'৭৭-৭৮এ জিয়াউর রহমান যখন সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে জাসদের কোমড় ভেঙে দিলো তখনও কিছুলোককে উচ্ছাস করতে দেখেছি- এইবার জাসদ ধ্বংশ হয়ে গেল । আবার '৯০এর ডিসেম্বরে যখন গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ উৎখাত হলেন তখনও একই ধরনের কথা শুনতাম । আসলে হত্যা অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আদর্শভিত্তিক তো বটেই জনসম্পৃক্ত কোন রাজনৈতিক দলকে যে ধ্বংশ করা যায় না তার প্রমান আওয়ামী লীগ জাসদ জাতীয় পার্টি । সে কারনে দশ বছর পর জামায়াত সাড়ম্বরে তাদের অবস্থান জানান দিলে আমি কোন অবাক বা বিস্মিত হই নাই । এটাই হওয়ার কথা এটাই হিসাবের কথা ।

জামায়াত একটি ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল । তাতে কোন সমস্যা নাই । ভারতে সংখ্যাগড়িষ্ট মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বি । সেখানে হিন্দুধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো সাধারন্যে গ্রহনযোগ্যতা পায়, এমনকি কট্টর হিন্দুত্ববাদী দলকে ভোট দিয়ে মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতায়ও পাঠায় । পশ্চাদপদ সমাজে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকবেই । বাংলাদেশে জামায়াত ছাড়া ধর্মভিত্তিক আরও অনেক দল আছে । এরা প্রধানত: পীরালী বা মাজার ব্যবসাকেন্দ্রিক । এদের নিয়ে সমস্যা নেই । কারন এরা ক্যাডারভিত্তিক দল না । জামায়াতকে নিয়ে সমস্যার মূল কারন হচ্ছে এর বিস্তৃত সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক, সুশৃংখল জানবাজী রাখা ক্যাডারবাহিনী । পনের বছর ক্ষমতা বা ক্ষমতার বলয়ে থাকায় গড়ে তোলা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা । কেউ বলছেন জামাতের সাথে সরকারের সমঝোতা হয়ে গেছে, সরকার জামাতকে নামিয়েছে । কথাটা কতটুকু সত্য তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে । শনিবারের সমাবেশের যে অনুমতি তা হচ্ছে মার্কিন ভিসানীতির প্রভাবে । বরাবরের মত ওদেরকে যে পেটানো হয় নাই তাও ওই একই কারনে ।

জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যে সম্পর্ক তা হচ্ছে কৌশলগত । যখন দরকার হয় কাছে টানা, যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় ছুড়ে ফেলা । এরশাদ আমলে আন্দোলনে জামাতকে দরকার ছিল, তখন ছিল কৌশলগত মিত্র । একইভাবে বিএনপি আমলে তত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনেও জামায়াত আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সাথে ছিল । কিন্তু ২০০১এর নির্বাচনে জামায়াত বিএনপির সাথে জোট বাঁধলে কৌশল বদলে যায় । নিমিষে মিত্র শত্রু হয়ে যায় । ২০০৮এর নির্বাচনে দুই দলের ঐক্য দেখে এই বোধোদয় হয় যে দলদু'টি এক হয়ে নির্বাচন করলে জাতীয় পার্টিকে স্বতন্ত্র মাঠে নামিয়েও এন্টি আওয়ামী লীগ ভোট বিভক্ত করা যাবে না । তখন থেকে জামায়তের ওপর চাপ ছিল বিএনপির সঙ্গ ত্যাগের ।

তবে তাদের ওপর সার্বিক ক্রাকডাউনের প্রেক্ষাপটটা ছিল ভিন্ন । প্রথমত: 'ওয়ার অন টেরর' নামে পশ্চিমারা সারা দুনিয়ায় বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় ইসলামী জঙ্গী নাম দিয়ে মুসলমান নিধনের কর্মসূচী চালু করেছিল । বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনরা পশ্চিমাদের কাছে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা বাড়াতে এই কর্মসূচী চালাতে গিয়ে জামাতকে প্রধান টার্গেট করে । দ্বিতীয়ত: আমাদের দেশকে নিয়ে পাশ্ববর্তী একটি দেশের ভিন্ন কিছু পরিকল্পনার কথা জানা যায় । তারা মনে করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর কেউ হাত দিলে একমাত্র জামাতই কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম । অন্যান্ন দলগুলোকে হয়তো ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বা টাকা পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করা যাবে কিন্তু ক্যডারভিত্তিক সুসংগঠিত এই দলটিকে সহজে বাগে আনা সম্ভব নাও হতে পারে । ধারনা করা হয় তখনই পরিকল্পনা হয় শীর্ষ নেতাদেরকে হত্যা করে সারা দেশে র‍্যাংকএন্ড ফাইলে গুম হত্যা দমনপীড়ন চালিয়ে এই শক্তিটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার । 'যুদ্ধাপরাধী' বিচারের উদ্যোগটা এই সময়েই নেয়া । এর জন্য জনমত তৈরীতে বিস্তর আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়, প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করা হয় । অবশেষে একেএকে দলটির প্রায় সব শীর্ষ নেতাকেই ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় । একজন বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান, একজন এখনও জেলে পচছেন ।

এই বিচারকে যুদ্ধাপরাধি বিচার বলা হলেও আসলে বাংলাদেশে কখনই কোন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয় নাই । '৭১এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের ১৯৩জনকে যুদ্ধাপরাধি হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছিল । বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এদের বিচার করা হবে । কিন্তু ৯০ হাজার সৈন্যসহ এই ১৯৩জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী ছিল, তারা তাদেরকে ভারতে নিয়ে রেখেছিল । পাকিস্তান এদেরকে যুদ্ধাপরাধি মানতে নারাজ ছিল । যুক্তি হিসেবে বলেছিল, ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী সকল যুদ্ধাপরাধ মানবতাবিরোধী অপরাধ হলেও সকল মানবতাবিরোধী অপরাধ যুদ্ধাপরাধ নয় । যুদ্ধাপরাধটা হয় কোন দেশের সেনাবাহিনী অন্য কোন দেশে গিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করলে । পাকিস্তানীরা যুক্তি দেয়, তাদের ভাষায় 'পূর্ব পাকিস্তানে' তারা যা করেছে তা হচ্ছে ইনসার্জেন্সি বা অন্তর্ঘাত দমন, এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয় । ভারতের সাথে যুদ্ধের কালে তারা ভারতে ঢুকে কোন মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে নাই । কাজেই নিজ দেশে অন্তর্ঘাত দমনের জন্য কোন কৃতকর্ম যুদ্ধাপরাধ হতে পারে না । ভারত এই যুক্তি মেনে নেয় এবং '৭৪ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে এই ১৯৩জন সহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সকল সদস্য ভারতে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানে ফেরত যায় ।

যুদ্ধাপরাধী ইস্যুটা তখনই শেষ হয়ে যায় । এ নিয়ে পরবর্তী দীর্ঘকালে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই । আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে জামাতের নেতাদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে, যুদ্ধাপরাধে না । কারন যুদ্ধাপরাধের সঙ্গায় তাদেরকে ফেলা যায় নাই । শুধু তাই না, দেশে কখনও কোন যুদ্ধাপরাধি টাইব্যুনালও গঠন করা হয় নাই, যে আদালতে বিচার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মানবতাবিরোধী অপরাধ্ টাইব্যুনাল । তারপরও আওয়ামী লীগ এবং তদীয় সুশীল-কুশীলরা যুদ্ধাপরাধি বিচার করে ফেলেছি বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে । দেশের মানুষকে ধোকা বা এক ধরনের বুঝ দিচ্ছে । বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব কোথায় গিয়ে পৌঁছুলে এমনটা হয়!

জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে কোন আলোচনা এখানে আনছি না । তারা কতটুকু ভাল কতটুকু মন্দ, তাদের কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক- তা ভিন্নপ্রসঙ্গ । আমি জামাত করি না, তবে অত্যাচারিত নিগৃহিতের পক্ষে সব সব সময় কলম ধরেছি । স্বাধীনতার পর যখন ভিন্নমত দমনে স্টিমরোলার চালানো হলো তার প্রতিবাদ করেছি, আবার '৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন নেমে এলে তাদের পাশে থেকেছি । '৯০ পরবর্তী এরশাদ এবং তার দলের প্রতি সরকারি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছি । ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই নেত্রী কারারুদ্ধ হলে তাদের মুক্তি এবং দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিরাম লিখে গেছি । তেমনি আওয়ামী লীগের হালআমলে বিএনপি জামাতের নেতাকর্মীদের ওপর যে বিভীষিকা চালানো হয়েছে তারও প্রতিবাদ করেছি, করছি । সরকার জামাতের শীর্ষ নেতাদেরকে শুধু ফাঁসি দিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকে নাই, সারা দেশে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে পিটিয়ে হাড়গোর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, খুন করা হয়েছে গুম করা হয়েছে, মামলার পর মামলা দিয়ে জীবন দূর্বিষহ করে তোলা হয়েছে । জেলে হাজতে আটকে রাখা হয়েছে । পুলিশকে যেন ওজিএলই দিয়ে রাখা হয়েছিল জামাত শিবির পাওয়ামাত্র পেটাও জেলে ঢোকাও । এর জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না কৈফিয়ত দিতে হবে না মামলা লাগ বে না । পুলিশ বা আইনশৃংখলা বাহিনীও মহা উৎসাহে যেখানে জামাত শিবির পেয়েছে তুলে নিয়ে গেছে । কুলখানি থেকে মিলাদ মাহফিল থেকে এমনকি ইফতার থেকেও! কোরআন হাদিসের বই বা আরবী ফারসী কিতাব হয়ে গেছে জঙ্গী পুস্তিকা! এই ওজিলে বিস্তর টাকা পয়সার মালিক বনে গেছে এক শ্রেণীর পুলিশ উকিল হাকিম । আর এদের নিয়মিত চাহিদা মেটাতে মেটাতে ফকির হয়ে গেছে দলটির নেতাকর্মীরা ।

পনের বছর আমরা এ সবই প্রত্যক্ষ করেছি । তারপরও দলটা টিকে আছে শুধুমাত্র তাদের সাংগঠনিক কৌশল এবং মনোবলের কারনে । আর শনিবার যা দেখিয়েছে তা হচ্ছে, এই সোয়া যুগ ধরে ক্রমাগত নিপীড়ন চালিয়েও সরকার দলটাকে ধ্বংশ করতে পারে নাই । এখন দেখা যেতে পারে ভবিষ্যতে কোন পথে হাঁটে । বা সরকার পুনরায় পুরনো কৌশলে ফিরে গিয়ে নতুন করে দলটির ওপর নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে কিনা । তবে একটা হিসাবে বলে, পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জিততে হলে জামাতকে দরকার । এন্টি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ভোট কাটতে জাতীয় পার্টির পাশাপাশি জামাতকেও মাঠে রাখতে হবে । আমি খুব অবাক হবো না যদি কিছু দিনের মধ্যে জামাতের বন্দী নেতাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাদের মার্কা ফিরিয়ে দেওয়া হয়! তবে শেষ পর্যন্ত জামাত কি করবে সেটা বলার সময় এখনও আসে নাই । কপাল ভাল হলে ট্রাম্পকার্ডটা হাতে এসেও যেতে পারে! যেমন একবার এসেছিল '৯১এর নির্বাচনের পর!

হোমিও ডোজেই কাইত!

একটা ব্যপার মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে শেখ হাসিনার অধীনে কোন নির্বাচন হচ্ছে না । ভিসা নীতি ঘোষনার সময় পর্যন্ত কিছুটা আশা ছিল হয়তো ভারত আমেরিকাকে ম্যানেজ করে ফেলবে । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া 'আমাদের আমেরিকার ভিসা দরকার নাই' কথাটা বলার পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে । তার সাথে যোগ হয়েছে ৬ কংগ্রেসম্যানের চিঠি । রিপাবলিকান এই ৬ কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেনও না, কারা তাদেরকে দিয়ে অমন একটা চিঠি সাইন করালো এ নিয়েও রহস্যের সৃস্টি হয়েছে । সন্দেহের তীর ইস্ক নের দিকে । সব মিলিয়ে সরকারের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে গেছে বাইরের কারও সমর্থন তারা পাচ্ছে না ।

প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া হয়তো তার সঙ্গীসাথী বা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ক্রিড়নকদের মনোবল ধরে রাখার জন্য কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো । এদের অনেকেরই আমেরিকা না গেলে চলবে না । স্বভাবতই আমেরিকা বাদ দিয়ে কোন মহাসাগর মহাদেশে গিয়ে থাকতে তারা রাজী নন । ফলে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পরবেন কিভাবে ভিসা গ্রিন কার্ড ধরে রাখা যায় বা নিষেধাজ্ঞা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । এরা এটাও বোঝে এর একমাত্র উপায়- জাল জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে পরের টার্মে কন্টিনিউ করানোর কর্মকান্ডে না জড়ানো । কিছু আছে যারা ইতিমধ্যেই স্যাংশন খেয়ে বসে আছেন বা জানেন সামনে কিছু না করলেও অতীত কর্মকান্ডের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেয়ে যাবেন তাদের কথা ভিন্ন । হয়তো তারা শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবেন কারন তারা জানেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়া মানে তাদেরও দেশ ছেড়ে পালানো । এর প্রতিক্রিয়ায় যা শুরু হয়েছে- সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের অস্থিরতা সন্দেহ অবিশ্বাষ এবং সিদ্ধান্তহীনতা । কেউ কেউ এরই মধ্যে আবোলতাবোল বকা শুরু করে দিয়েছেন ।

সেদিন আইনমন্ত্রী মহোদয় হুট করে বলে বসলেন নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবেন । যেন মেঘ না চাইতেই বর্ষন! এক বেকুব চ্যানেল গুরুত্ব না বুঝে বা অতি উৎসাহী হয়ে স্ক্রল চালাতে শুরু করে । আর এক ধূর্ত চ্যানেল এর মাজেজা বুঝতে পেরে তড়িঘরি উদ্যোগ নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই স্ক্রল বন্ধ করায় । মন্ত্রীকে হাজির নাজেল করে নাকে খৎ দিয়ে বলায়, মুখ ফস্কে বা ভুল করে নাকি কথাটা বলে ফেলেছেন । আমিও প্রথমটায় চমকে গেছিলাম- এমন কি ঘটলো যে একেবারে পদত্যাগের কথা আসবে । কোন আন্দোলন নাই চাপ নাই বিরোধী দলের সাথে কোন আলাপ সমঝোতা নাই- মন্ত্রীর মুখে আতকা এ কথা কেন! সাধারনত: আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বা গন অভ ুতথা নের মু খে সরকার এ কথা বলে, কিন্তু বিরোধী দল তো এখনও সে আন্দোলন শুরুই করলো না । যাই হোক, মুখ ফস্কে বলুন বা জ্ঞানত:, আইনমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু সেদিন একটা পরিকল্পনার কথাই বলে ফেলেছেন । হয়তো কেউ মাথায় কেউ চাপিয়েছে, আবার অন্য চাপ, সব মিলিয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেন নাই । কাল আবার আমু সাহেব বললেন জাতিসংঘের মধ্যস্ততায় বিএনপির সাথে আলাপে বসা যায়, ওবায়দুল কাদের বললেন ওটা তার ব্যক্তিগত মত । সরকারি কর্তাদের এইসব তালগোল পাকানো কথায় বোঝাই দায় হয়ে পরেছে কে ঠিক আর কে বেঠিক বলছেন! তবে একটা ব্যপার বোঝা যায় সবাই খুবই টেনশনে আছে ।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার সেদিনের কথা, পাশাপাশি ৬ কংগ্রেসম্যানের চিঠির পর থেকে পিটার হাস বেশ ব্যস্ত হয়ে পরেছেন । একেবারে ডেসপারেটলি এরওর সাথে কথা বলছেন, এখানে ওখানে ছুটে যাচ্ছেন । বোঝাই যাচ্ছে কোন একটা ফর্মূলা নিয়ে দৌড়ঝাপ চলছে । নিশ্চিতই তিনি এ ব্যপারে ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশনা পেয়েছেন । ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তা একবার আমাকে বলেছিলেন তোমরা বাংলাদেশে বসে যে খবর পাও এখানে আমরা তার চেয়ে ঢের বেশী খবর পাই । তাদের কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে, বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের ভয়ানক দূর্গতি আর দূর্দশার কথা ।দ্রব্যমূল্য লোডশেডিংয়ে মানুষ কি পরিমান ক্ষিপ্ত তা তাদের অজানা নয় । এ অবস্থায় প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো সরকার পতনের এক দফা দাবী নিয়ে পথে নামলে একটা সর্বব্যপী গনঅভ্যুত্থান ঘটে যাওয়াও বিচিত্র কিছু না । আর তেমন কোন পরিস্থিতিতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে আওয়ামী লীগ এবং প্রশাসন-পুলিশে পনের বছর ধ রে অন্যায় অত্যাচারকারী কর্মকর্তা কর্মচারিরা । এতে করে পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জিতে আসা তো দুরের কথা অংশ নেওয়াই দু:সাধ্য হয়ে পরবে, যেমন হয়েছিল '৯০এ গণঅভ্যুত্থানের মুখে উৎখাত জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে । বিরোধী দল সর্বব্যপী আন্দোলনে যাবে ঈদের পর মধ্য জুলাই থেকে, হাস সাহেব যদি তার আগেই একটা ফর্মূলায় সবাইকে একমত করাতে পারেন তাহলে সবচাইতে লাভবান হবে আওয়ামী লীগ । তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে, চাই কি নির্বাচনকালীন সরকারে অংশগ্রহনও থাকতে পারে ।

হয়তো এ বার্তাটাই সরকারকে দেওয়া হয়েছে । একটা ব্যপার পরিষ্কার- আমাদের আমেরিকার ভিসা দরকার নাই, প্রধানমন্ত্রীর এ কথায় কেউ রাজী হয় নাই, না দলে না প্রশাসনে । দ্বিতীয়ত: শেখ হাসিনার ব্যপারে হয়তো আমেরিকা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে । জুনের তৃতীয় সপ্তাহে বাইডেন-মোদী বৈঠকে তা পরিবর্তন হবে এমন সম্ভাবনা ক্রমে কমে আসছে । পিটার হাস যদি শেখ হাসিনার সুস্থ শরীর এবং সম্মানজনক বিদায় নিশ্চিত করতে পারেন সেটা হবে আওয়ামী লীগের জন্য একটা বিরাট প্রাপ্তি!

গত সপ্তাহে বলেছিলাম, দরকার এ্যালোপ্যাথী সার্জারি, আমেরিকা দিয়েছে হোমিও ডোজ । এখন দেখছি এই হোমিও ডোজেই কাজ হতে চলেছে । ভেবে অবাক হচ্ছি আওয়ামী লীগ আর তাদের সরকারের কত লোক আমেরিকার ভিসা নিয়ে রেখেছে! কত লোক টাকা পাচার করে আমেরিকা কানাডায় সয়-সম্পত্তি করে রেখেছে!

ম্যারাথন দৌড় যাদের

(শেষের পাতার পর)

ভুল প্রমাণ করেছে । লম্বা দূরত্বের দৌড় বা ম্যারাথনে মানুষ নিজেকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বারবার । গড়া হচ্ছে রেকর্ড । কিন্তু ম্যারাথন দৌড়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শারীরিক সক্ষমতাও জরুরি । অনেকে বুড়ো বয়সে ম্যারাথন দৌড়ে যাচ্ছেন । তারমানে এই নয় সবাই এরজন্য উপযুক্ত ।

ম্যারাথন দৌড়ের জন্য নিজেকে গড়তে হয় । আবার কেউ কেউ একেবারেই ম্যারাথন দৌড়ের উপযুক্ত নন । কারা ম্যারাথন দৌড়াতে পারবেন না এ বিষয়ে লিভারপুল জন মুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিষয়ক বিজ্ঞানী ড. মার্ক লেইক কিছু মন্তব্য করেছেন । এটি একটি শারীরিক চ্যালেঞ্জ । তাই কিছু মানুষ ম্যারাথন দৌড়াতে পারেন না ।

* অতিরিক্ত ওজন আছে কিংবা ওজন একেবারেই কম এমন ব্যক্তি ।
* যাদের আগে পায়ে চোট আছে বা গুরুতর কোনো দুর্ঘটনার রেকর্ড আছে ।
* শরীরের গঠনে যাদের অসামঞ্জস্য আছে । অনেকের এক পা অন্য পায়ের তুলনায় ছোট । তাদের ক্ষেত্রে ।
* কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি নেই যাদের ।
* নিয়মিত যারা দৌড়ান না এবং শখের বশে যোগ দিতে চান ।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 12 // 2023

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে। হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো। নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)





বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পরারী সমস্যা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবে না



নিউইয়র্ক (ইউএনএ:: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সবদিক দিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করার আশাবাদ পূনঃব্যক্ত করে রাষ্ট্রদূত আরো বলেছেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দুই দেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে, ভালো বুঝাপড়া রয়েছে, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে টেমপরারী (সাময়িক) কোন সমস্যা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের কোন অবনতি নেই। তবে অবশ্যই আমরা আমাদের বন্ধুদের (যুক্তরাষ্ট্র) কাছ থেকে সাজেশন (পরামর্শ) নিচ্ছি। এবং সেই সাজেশন যদি আমাদের নিয়মকানুনের মধ্যে হয় আমরা সেগুলো গ্রহণ করছি। আমরা যেকোন ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুদের পরামর্শ চাই। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বুধবার সন্ধ্যায় (৭ জুন) 'বাংলাদেশ : এ ল্যান্ড অব অপরচ্যুনিটিস' শীর্ষক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক এক সেমিনারে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান উপরোক্ত কথা বলেন। উক্ত সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার মোঃ মেহেদী হাসান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও দেবশ্রী মিত্র। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ইকোনমিক মিনিস্টার মোঃ মাহমুদুল হাসানসহ সরকারি-বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হাউসের প্রতিনিধি, বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনার অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। এরপর বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর একটি ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। এই পর্বে টাইম টেলিভিশন-এর সিইও এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম, শামীম আহমেদ, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, শাহ ফারুক ছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরী, রাজ-নীতিক সাখাওয়াত বিশ্বাস, ইউএসবিসিআই'র প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ প্রমুখ অংশ নেন।

কনস্যুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারী ইশরাত জাহানের সঞ্চালনায় সেমিনারের প্রশ্নত্তোর পর্বে সাংবাদিকগণ বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন ও নতুন ভিসা নীতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন প্রভাব পড়বে কিনা, দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হয়রানী বন্ধে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু, অপরদিকে বিশিষ্টজন দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানান বাধাবিপত্তি, অর্থ আদান-প্রদানে সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করার আশাবাদ পূনঃব্যক্ত করেন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সহজ লভ্য ও দক্ষ শ্রমশক্তি, কৌশলগত অবস্থান, ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীন বাজার, সরকার ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে শিল্পকারখানা স্থাপন ও বিদেশী বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ব্যবসায়ীসহ প্রবাসীদের বাংলাদেশে আরো বেশী মাত্রায় বিনিয়োগের আহবান জানান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে একচেঞ্জ হাউসগুলোকে পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানান। তিনি সরকার প্রণীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনা সৃষ্টিতে এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রবাসীদের সেবার মান সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে তিনি সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সেমিনারে উপস্থিত বিদেশী অংশগ্রহনকারীগণ বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার মোঃ মেহেদী হাসান বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরাজমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে রয়েছে তৈরী পোষাক ছাড়াও কৃষিপণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, অটোমোবাইল, সুনীল অর্থনীতি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও পর্যটন খাত। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের বেশী বেশী করে বিনিয়োগের আহবান জানান।

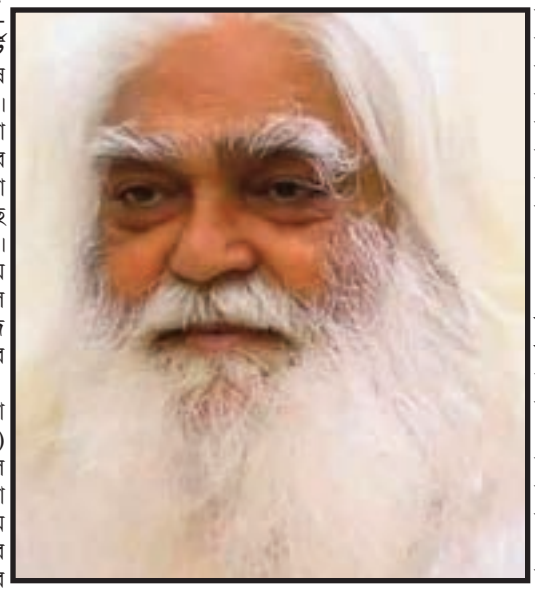
সেমিনারে সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও দেবশ্রী মিত্র তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত বিনিয়োগের পাশাপাশি স্টক ও বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধাসমূহের উপর প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকারী প্রণোদনার সুবিধা গ্রহনপূর্বক তিনি সকলকে বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের আহবান জানান।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর সূচনা বক্তব্যে বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে উল্লেখ করে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ ও নিয়ামকসমূহের বর্ণনা করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য বিবৃত করে ২০৪১ রূপকল্প অর্জন ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে সকলকে আরো কার্যকরী ও অর্থবহ অবদান রাখার জন্য আবেদন জানান। তিনি বাণিজ্য-বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে কনস্যুলেট গৃহিত সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ, বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত সেমিনার ও সভার কথা উল্লেখ করে কনস্যুলেটের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পূনঃব্যক্ত করেন। সেমিনারে অংশগ্রহনকারী সকলে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



সিরাজুল আলম খানের ইন্তেকাল

ঢাকা ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বাংলাদেশের রাজনীতির 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিত সিরাজুল আলম খান আর নেই। তিনি 'দাদা ভাই' হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে শুক্রবার (৯ জুন) দুপুর আড়াইটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আই-সিইউ) লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহযোদ্ধাদের মধ্যে। তাঁর প্রথম জানাজা হয় শনিবার। এদিন সকাল ১০টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তার জানাজা হয়।



পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ জুন) সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররমে জানাজা শেষে সিরাজুল আলম খানের লাশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলীপুর গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

সিরাজুল আলম খান অসুস্থ হলে তাকে গত ১ জুন ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে রাখা হয়। অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ৬ দফা দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তিনি। তিনি ছিলেন 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগের সম্মেলন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুর হক মনির সঙ্গে তার মতভেদ তৈরি হয় এবং তিনি ছাত্রলীগ থেকে সরে যান। পরবর্তীতে তার অগ্রণী ভূমিকায় গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদ প্রতিষ্ঠায় তিনি নেতৃত্ব দিলেও তিনি দলটির নেতৃত্বে আসেননি। তবে তার দিকনির্দেশনায়ই স্বাধীনতার পর জাসদ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করত।

জাসদের 'তাত্ত্বিক গুরু' সিরাজুল আলম খান কখনও জনসম্মুখে আসতেন না এবং বক্তৃতা-বিবৃতি দিতেন না। আড়ালে থেকে তৎপরতা চালাতেন বলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিতি পান।

যেভাবে সরাসরি রাজনীতি থেকে ইতি ঘটে সিরাজুল আলম খানের

সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের শেষ ৪০ বছর রাজনীতি থেকে দূরে থেকেও ছিলেন প্রাদপ্রদীপের আলোয়। তাকে নিয়ে আগ্রহ দেখাতেন প্রায় সবাই। সরাসরি রাজনীতি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখলেও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এই তাত্ত্বিক।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের পরিচিতি 'তাত্ত্বিক নেতা' হিসেবে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ। আবার শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে জাসদ গড়ে তোলা এবং সর্বশেষ সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের মতো ইতিহাসের নানা টালমাটাল ঘটনা প্রবাহের সাথেও উঠে আসে সিরাজুল আলম খানের নাম। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না রেখেও কিভাবে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির একজন নেপথ্য নিয়ন্ত্রকে।

পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বহু ঘটনার নেপথ্য নায়কদের একজন হয়েও নিজে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হননি তিনি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় ছাত্রলীগের রাজনীতি করেন। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে তার রাজনীতির হাতেখড়ি।

৬৬ থেকে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পর মূলত তিনিই ছিলেন ক্যাটালিস্ট। ৭০-এ জেল থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব জাতীয় নেতা হলেন, তবে যে সাংগঠনিক বিস্তৃতি হলো তার মূল নায়ক ছিলেন সিরাজুল আলম খান। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তার এক ধরণের বলয় তৈরি হয়েছিলো তাকে কেন্দ্র করে। তারা স্বাধীনতার কথাও বলতেন সমাজতন্ত্রের কথাও বলতেন। এ নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে বিবাদ হয়। শেখ মুজিব সিরাজুল আলমসহ তার আস্থাভাজনদের নিয়ে বিএলএফ গঠন করেছিলেন যাতে আরও ছিলেন শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ।

পরবর্তীতে শেখ মনির সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাসদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন সিরাজুল আলম খান। পরে সরকার পরিচালনা নিয়েও শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে মতবিরোধ হয় তার। এর ফলে সিরাজুল আলম খান ও তার অনুসারীরাই একটা সময় হয়ে উঠেন দেশের প্রধান বিরোধী দল।

নিজের কাজের স্মৃতিচারণ করে বলা একটি বইয়ে সিরাজুল আলম খান বলেছেন ছাত্রজীবনে ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবার মুক্তি সংগ্রাম কিংবা আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন বা ভিয়েতনামের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম তাকে আলোড়িত করেছিলো দারুণভাবে।

পনের আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনার সময় ভারতে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। আর জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তৎপরতার অবসান হয় আরও পরে মূলত জিয়াউর রহমান ৭ নভেম্বর ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র চলে আসা ও ৭৬ সালে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদন্ডের মধ্য দিয়ে। ওই বছরেই ২৬ নভেম্বর আটক হয়ে পাঁচ বছর জেল খাটেন সিরাজুল আলম খান। ৮১ সালে ১ মে মুক্তি পেয়ে লন্ডন চলে যান সিরাজুল আলম খান। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে তার সরাসরি জড়িত থাকার আনুষ্ঠানিক ইতি ঘটে সেখানেই। আর এর মধ্যেই কয়েক খন্ডে পরিণত হয় তার রাজনৈতিক চিন্তার সর্বশেষ ফসল 'জাসদ'।

সবমিলিয়ে বিগত ৪০ বছর নিজেকে রাজনীতি থেকে আড়ালে রাখেন সিরাজুল আলম খান। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিওে গেলে রাজনৈতিক সহচররা তার কাছে বারবার গেছেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে আর সক্রিয় হননি। রাজনীতি নিয়ে গণমাধ্যমে কোনো কথাও বলেননি।

(সূত্র: দৈনিক যুগান্তর)



জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) ইমরুল কায়েস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব-১ এম এম ইমরুল কায়েস। এ পদে তাকে প্রেষণে নিয়োগ দিয়ে গত ৪ জুন মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন প্রেস উইংয়ে ৪ বছর মেয়াদে তাকে এ নিয়োগ দেওয়া হলো। প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, এ সময় তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA





বাকা'র নতুন কমিটি গঠিত
সারওয়ার সভাপতি রুহেল সম্পাদক

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৬ জুন ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট সংগঠনের নতুন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম
ট্রাম্পকার্ডটা কি শেষ পর্যন্ত জামায়াতের হাতেই আসবে!



দশ বছর পর রাজধানীতে বিশাল শো ডাউনের পর জামায়াত এখন আলোচনার শীর্ষে। দেশী মিডিয়াগুলো ব্যাপারটা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও সোস্যাল মিডিয়ায় জামাত যেন এখন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

কড়া নিরাপত্তায় জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা : দেহ তল্লাসীর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ
মইনুল ইসলাম বহিষ্কার : অর্থ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা
বদরুল খানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা : রোববার পাল্টা সাধারণ সভা

বিশেষ প্রতিনিধি: কড়া নিরাপত্তায় অনুষ্ঠিত হলো জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভা। সভায় সংগঠনের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে বহিষ্কারের পাশাপাশি 'জালালাবাদ ভবন' ক্রয়ের নাথে অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এদিকে সাধারণ সভায় প্রবেশের সময় সভাস্থলে প্রবেশমুখে সিকিউরিটি দিয়ে দেহ তল্লাসীর ঘটনায় জালালাবাদবাসীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য অপ্রীতিকর এই ঘটনার জন্য সাধারণ সভায় সভাপতি বদরুল হোসেন খান দু:খ প্রকাশ করে বলেছেন, জালালাবাদবাসীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রয়োজনীয় সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)



জন উদ্দিনের দাফন সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন গত ৩ জুন (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এন্ড টেক উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ৭২-৩০ রুজভেল্ট এভিনিউ ঠিকানায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করেছে বহুমুখি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এন্ড টেক। গত শুক্রবার (৯ জুন) বাদ জুম্মা ওই (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট অফিসে পুলিশ ডেকে প্রবাসীদের হেনস্থার অভিযোগ
ক্ষিপ্ত বাফেলো'র বাংলাদেশী কমিউনিটি

মতিউর রহমান লিটু: নিউইয়র্ক থেকে বাফেলো শহরে ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সেবা দিতে এসে সামান্য ভিড় দেখে অতিষ্ঠ হয়ে প্রবাসীদের হেনস্থা করতে পুলিশ ডেকে ক্ষমতার বড়াই দেখাতে চেয়েছিলেন কনস্যুলেট অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা। উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতিবাদের মুখে বাফেলো পুলিশ অস্থায়ী কনস্যুলেট অফিস থেকে চলে গেলে তোপের মুখে পরেন কনস্যুলেট অফিসের কর্মকর্তারা। সকলে জানতে চান কেন এবং কি কারণে সাধারণ প্রবাসীদের হেনস্থা করতে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



কানাডার দাবানলে বায়ু দূষণে রেকর্ড নিউইয়র্কে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টানা তিন দিন বিশ্বের সবচেয়ে দুষিত বাতাসের শহর হয়েছিলো নিউইয়র্ক। গেরেঅ সপ্তাহের কমলাটে রঙের একটি ধোঁয়াশা ঢেকে ছিলো নিউইয়র্ক সিটি তথা আশপাশের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

আবদনের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই
নাগরিকত্ব সেবায় তহবিল ছাড়ছে ইউএসসিআইএস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

মিলকেন স্কলারস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে কুইন্স হাইস্কুল শিক্ষার্থী রিয়া

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের টাউনসেন্ড হ্যারিস হাইস্কুলের শিক্ষার্থী রিয়া সিং সিটির ছয় (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



আল্লাহর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

জাফর আহমাদ

যুবক বায়না ধরেছে সে একাকী গ্রামের বাড়ী যাবে। মা-বাবা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। চেহেরা গতরে বড় হলেও এখনো পুরোপুরি (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়

খেলার খবর

রোনালদোর চেয়ে মেসি সেরা, জানিয়ে দিলেন বেল

স্পোর্টস ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছেন গ্যারেথ বেল। (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

হেলথ টিপস

ম্যারাথন দৌড় যাদের জন্য নয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে মানুষের শরীর দৌড়ের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে মানুষ এই ধারণাকেও (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখালেন শাহরুখ ভক্তরা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যাটা হয়তো গননার বাইরে। বিশ্বজুড়েই ভক্ত রয়েছে এই মহাতারকার। শুধু চলচ্চিত্র অঙ্গনেই নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তার ভক্ত অনুরাগীদের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান



বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পরারী সমস্যা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবে না

নিউইয়র্ক (ইউএনএ:: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান দেশী-বিদেশী (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com